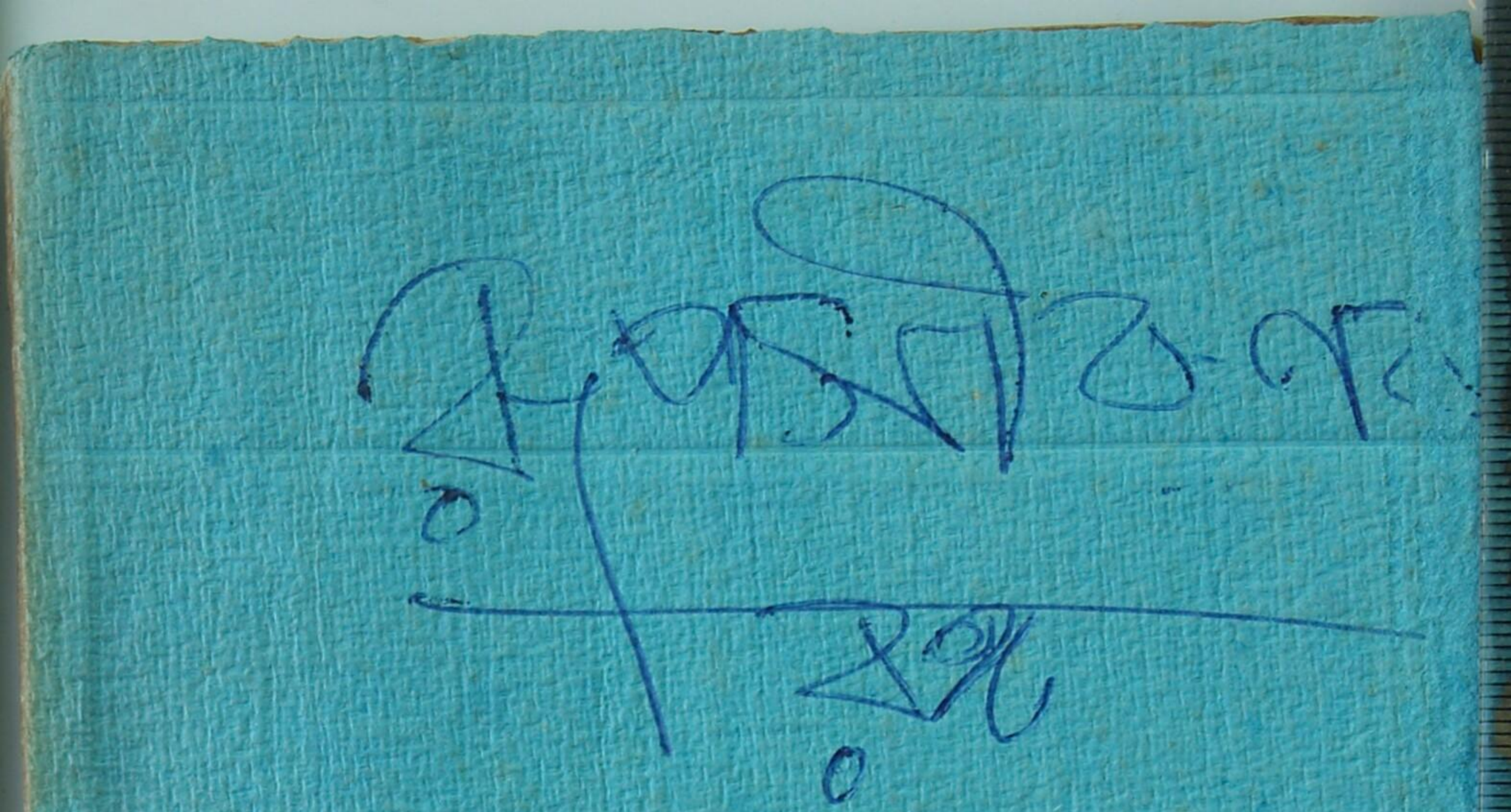

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১·৪৪–৩২২·৪ "৫৮"

Book No ৪২৯

কু.না. (OR)

SS

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ খণ্ড—১৩২৫

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার ষট্‌ত্রিংশ উপন্যাস

রূপসীর নব-রঙ্গ

[প্রথম সংস্করণ]

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩২৫ সাল।

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY KOLKATA-32
Acc. GN. 36072
Date 17.11.05

উৎসর্গ

—০—

রহস্য-লহরীর পৃষ্ঠপোষক

স্বজাতিহিতৈষী, সদাশয়, সাহিত্যরসজ্ঞ

বহুগুণসম্পন্ন

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়-চৌধুরী

মহোদয়ের করকমলে

এই গ্রন্থ

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

—০—

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc No.....
Date.....
LIBRARY KOLKATA-32

নিবেদন

সুদীর্ঘ সার্দ্ধ চারিবৎসর কাল পরে ইয়োরোপ-ব্যাপী মহাসমরের অবসান হইয়াছে। সভ্য জগতে শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাতে মানব-সমাজ আশ্বস্ত। অশান্তির ভীষণ দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে শুনিয়া সকলেরই উদ্বেগ ও আতঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে।

আমরা আশা করিয়াছিলাম মহাসমরের অবসানের পর জিনিসপত্র সুলভ হইবে। যুদ্ধের বাজারে যে সকল জিনিসের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চারি পাঁচগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, শান্তি-স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে অন্ততঃ তাহাদের মূল্যহ্রাস হইবে। ইতিমধ্যে কোন কোন সামগ্রীর কিছু কিছু মূল্যহ্রাস হইয়াছে, এবং গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে কাপড়ের বাজারও শীঘ্র নামিবে,—ইহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু কাগজের মূল্য ক্রমে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহার মূল্যহ্রাসের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না! কাপড়ের মত কাগজ সর্ব্বসাধারণের অপরিহার্য্য-পণ্যদ্রব্য নহে; ইহার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু যাহাদের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে; তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত। এইজন্যই বোধ হয় এ সম্বন্ধে তেমন আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে না; সম্ভবতঃ এই 'বৈধ দস্যুবৃত্তি'তে কর্ত্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই! কাগজের এইরূপ মূল্যাধিক্য নিবন্ধন আর কত দিন আমাদিগকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। বস্তুতঃ বাজারে কাগজের অভাব এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ নহে; যে কারণে মাড়োয়ারীদের গুদামে অসংখ্য বস্ত্র সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই কাগজেরও এইরূপ অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি। এদেশের কাগজ-ওয়ালারা জানে বিলাত হইতে শীঘ্র কাগজের আমদানী হইবার সম্ভাবনা নাই; যতদিন জাহাজ-বোঝাই বিলাতী কাগজ না আসিতেছে—ততদিন তাহারা দরিদ্রের হৃদয়-শোণিতে উদর পূর্ণ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবে কেন? গবর্মেণ্টের

হস্তক্ষেপণ ভিন্ন ইহার প্রতিকারের আশা নাই। এই সঙ্কটে আমাদের সদাশয় গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদের প্রতি বিমুখ হইলে আমরা নিরুপায়। আমরা তাঁহাদের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়াই রহস্য-লহরীর সপ্তত্রিংশ উপন্যাস "রূপসীর অজ্ঞাতবাস" প্রেসে দিয়াছি। গ্রাহকগণের অনুকম্পায় বঞ্চিত না হইলে উহা আমরা যথাসময়ে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতে পারিব। যাঁহারা 'রূপসীর নব-রঙ্গ' পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন, 'রূপসীর অজ্ঞাতবাস' তাঁহাদের তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই; তবে এই উপন্যাসখানির ঘটনাচক্র যেরূপ জটিল ও আখ্যানভাগ যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে মনে হয়, পুস্তকখানির আকার অন্যান্য খণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর হইতেও পারে। যদি ইহার আকার বর্দ্ধিত করা অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে হয় ত ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে ইহার যৎসামান্য মূল্যবৃদ্ধি করাও অপরিহার্য্য হইবে; নতুবা ইহার ব্যয়-সঙ্কুলানের সম্ভাবনা নাই। কথাটা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলাম; সদাশয় গ্রাহক মহোদয়গণ দয়া করিয়া একথা স্মরণ রাখিলে এবং অবস্থা বিবেচনায় আমাদিগকে কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত না করিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি

রূপসীর নব রঙ্গ

পূর্ব্বকথা

(১)

শীতকাল। কানাডা রাজ্যের উত্তরাংশে শীতের তীব্রতা কিরূপ ভীষণ, তাহা আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পার্ব্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসিগণের ধারণা করা শীতকালেও অসম্ভব।

এই ভীষণ শীতের সময় একটি যুবক একদিন সায়ংকালে কানাডা রাজ্যের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ রকি পর্ব্বতের পাদদেশ-সংস্থিত এড্‌মণ্টন জেলার উত্তরাংশে সুবিস্তীর্ণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরস্থ একখানি কুটীরে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া আহারের আয়োজন করিতেছিল।—কিঞ্চিৎ শুষ্ক মাংস অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া লইয়া রুটি মাখন ও টিন্‌বদ্ধ কড়াইশুঁটীর ব্যঞ্জন সহ আহার করা ভিন্ন এই দুর্গম অরণ্যে ক্ষুন্নিবারণের অন্য কোন উপায় ছিল না। জনপদ বহু দূরে, নিকটেও জনমানবের সমাগম ছিল্ না। যুবকটি এখানে আহার্য্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছিল; নতুবা এই নির্জ্জন আরণ্যপ্রদেশে তাহাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

যুবকটি দুইদিন পূর্ব্বে 'পিস্ রিভার ডিষ্ট্রিক্ট' হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে পদব্রজে এখানে আসিতে হয় নাই, সে কিছুদিনের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি লইয়া একখানি ছোট গাড়ীতে চড়িয়া এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহা ঘোড়া, গাধা বা উটের গাড়ী নহে, একদল কুকুর সেই শকটের বাহন!

ক্ষুধার্ত্ত কুকুরগুলা কুটীরের সম্মুখে বসিয়া শীতে কাঁপিতেছিল ; যুবা আহারান্তে তাহাদিগকে দুই এক-টুকরা করিয়া মাংস খাইতে দিল, তাহা পর অদূরস্থ আর একখানি কুটীরে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল।

এই যুবকের নাম স্পাইক্‌স্ কার্টার ; তাহার বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসরে অধিক নহে। সে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কানাডা রাজ্যে আসিয়াছিল। কানাডার অনেক নগরেই সে ঘুরিয়াছে। স্বর্ণ-খনি আবিষ্কারে আশায় কানাডার যে সকল লোক দল বাঁধিয়া যখন যেখানে গিয়াছে, স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার কোন-না-কোন দলে যোগদান করিয়া তাহাদের সহযাত্রী হইয়াছে। এইজন্য সে নোম হইতে চিলে পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানের খনি-খননকারী গণের শিবিরে সুপরিচিত। কোন কোন স্থানে খননকারীরা কিছু কিছু স্বর্ণ পাইয়াছিল ; স্পাইক্‌স্ কার্টারও তাহার অংশভাগী হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার লভ্যাংশ বিক্রয় করিয়া জুয়া খেলিয়া সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছিল। অবশেষে সে ঘুরিতে ঘুরিতে একাকী এই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সে সন্ধান পাইয়াছিল, নিকটেই সোণার খনি আছে। 'নিকল্‌সন পোষ্ট' নামক স্থানের সোণার খনি তখনও অনাবিষ্কৃত শুনিয়া সে আশ্বস্ত চিত্তে এখানে আসিয়াছিল। এই কুটীর হইতে 'নিকল্‌সন পোষ্টে'র দূরত্ব অধিক নহে।

স্পাইক্‌স্ কার্টার আহারাদি শেষ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল ; সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সন্ধ্যার পর প্রবলবেগে ঝটিকা আরম্ভ হইল।

ঝটিকার সন্ সন্ শব্দের মধ্যে হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে অদূরে কে মনুষ্যের কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছে ! ক্রমে সে দুই তিন বার সেই শব্দ শুনিতে পাইল ; ইহা যে কোন পথভ্রান্ত পথিকের আর্ত্তস্বর,—এ বিষয়ে তাহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না।—স্পাইক্‌স্ কার্টার তৎক্ষণাৎ কুটীরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন প্রকৃতি দেবীর রুদ্রলীলা আরম্ভ হইয়াছে ! ঝটিকাবেগ

শুভ্র তূলারাশির ন্যায় তুষাররাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সুগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে সমগ্র বনস্থল কম্পিত হইতেছে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সুদীর্ঘ শাখাগুলি সবেগে আন্দোলিত আলোড়িত হইতেছে।—স্পাইক্‌স্ কার্টার কুটীর দ্বার হইতে কয়েক গজ দূরে আসিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দুই মিনিট পরে আবার সেই আর্ত্তস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! তাহার মনে হইল কুটীরের অদূরে—যেখানে অরণ্যের আরম্ভ, শব্দটা সেই স্থান হইতে আসিতেছে।

স্পাইক্‌স্ কার্টারের কুটীরদ্বার উন্মুক্ত ছিল, কুটীরাভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডের আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইতেছিল; শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে সেই আলোকের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হইল।

প্রায় একশত গজ অতিক্রম করিয়া সে দেখিল, সম্মুখেই অরণ্য। সেই দুর্যোগময়ী রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহারণ্যে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না; সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া সাড়া দিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

স্পাইক্‌স্ কার্টারের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র একজন পথিক তাহার বামদিক হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল, কেহ তাহার বামে চারি পাঁচ গজ দূরে অবসন্ন দেহে মাটিতে পড়িয়া আছে!

স্পাইক্‌স্ কার্টার অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইতে হাতড়াইতে ভূপতিত পথিকের নিকট উপস্থিত হইল। পথিক দারুণ শীতে জড়সড় হইয়া জড়পিণ্ডের মত পড়িয়াছিল; তাহার দেহের উপর তুষাররাশি জমিয়া গিয়াছিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার বলবান যুবক; সে ভূপতিত পথিকের দেহের উপর হইতে লঘু তুষাররাশি ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইল, এবং তাহাকে বহন করিয়া অতি কষ্টে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পথিককে সেই কক্ষস্থিত একখানি সঙ্কীর্ণ চৌকির উপর শয়ন করাইল। অনন্তর সে একটা বাতি জ্বালিয়া লোকটির আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল।

সে দেখিল, পথিক বার্দ্ধক্য-সীমায় উপনীত হইয়াছে; কিন্তু তাহার বয়সের

তুলনায় তাহাকে অধিকতর বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ দেখাইতেছে। 'তাহার তুষারশুভ্র কেশরাশি সুদীর্ঘ, তাহা তাহার ঘাড়ের নীচে লতাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মস্তকে চর্ম্মনির্ম্মিত টুপি, একটি সুদীর্ঘ লোমশ কোটে তাহার ক্ষীণ দেহ আচ্ছাদিত। তাহার মুখকান্তি বিবর্ণ; গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত; চক্ষু দু'টি কোটরগত, নিষ্প্রভ; জীবনের আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনার কোন চিহ্নই তাহার মুখমণ্ডলে বর্ত্তমান নাই। নিদারুণ শৈত্যে তাহার অধরোষ্ঠ নীলাভ। দাড়ি গোঁফের ভিতর তখনও তুষারবিন্দু সমূহ জমাট-বাঁধিয়া ছিল।

পথিকের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সে কুটীরে আনীত হইবার পর যন্ত্রণাসূচক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া, ব্যাকুল দৃষ্টিতে দুই-একবার স্পাইক্স্ কার্টারের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। স্পাইক্স্ কার্টার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্তভাবে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার পর তাহার চেতনা-সঞ্চার হইল; সে চক্ষু মেলিয়া স্পাইক্স্ কার্টারের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর ক্ষীণস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ বন্ধু! আমার জীবন রক্ষার জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ; কিন্তু তাহা নিষ্ফল! আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

স্পাইক্স্ কার্টার প্রফুল্লভাবে বলিল, "না বৃদ্ধ! তুমি এত হতাশ হইও না; এখানে দুই-একদিন বিশ্রাম করিলেই তুমি সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে। আমি তোমার জন্য একটু কফি প্রস্তুত করিয়া আনি। খানিকটা গরম কফি পেটে পড়িলেই তোমার শরীর মন উভয়ই চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। পথশ্রমে, শীতে তুমি অবসন্ন হইয়াছ বৈ ত নয়।"

বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে বলিল, "থাক্ কফি। আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডায় শীতে কষ্ট পাইয়া না মরিয়া, আমি যে তোমার আশ্রয়ে আসিয়া ঘরের ভিতর একটু আরামে মরিতে পারিব,—ইহাই আমার সৌভাগ্যের বিষয়।"

স্পাইক্স্ কার্টার আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি এক

পেয়ালা কফি প্রস্তুত করিয়া আনিল। বৃদ্ধ বিনা-প্রতিবাদে ধীরে ধীরে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল, এবং কয়েক মিনিট মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

বৃদ্ধ নিদ্রিত হইলে স্পাইক্‌স্ কার্টার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য তাহার ভিতর কয়েকখণ্ড কাঠ ফেলিয়া দিয়া আর একখানি চৌকিতে শয়ন করিল; কিন্তু তাহার সুনিদ্রা হইল না। তাহার অতিথি নিদ্রাঘোরে মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করায় সে উঠিয়া তাহার গায়ে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল; সে সুস্থির হইলে, আবার শয়ন করিল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে স্পাইক্‌স্ কার্টার বৃদ্ধের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তখন তাহার প্রবল জ্বর! স্পাইক্‌স্ কার্টার সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।—এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।

সপ্তাহকাল বৃদ্ধ জ্বরে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিল। এই কয়দিনের মধ্যে সে একবারও চক্ষু মেলিল না; কিন্তু অষ্টম দিনে তাহার চেতনা-সঞ্চার হইল। তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ মনে করিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টার অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল।

সেই রাত্রে পুনর্ব্বার ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইল, আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল; কড় কড় বজ্রনাদে সেই নির্জ্জন আরণ্যপ্রদেশ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া নিঃশব্দে তাহার 'বরফে চলিবার' পাদুকা (Snow Shoes) মেরামত করিতেছিল; অদূরে তক্তার উপর পীড়িত বৃদ্ধ শয়ন করিয়াছিল।

হঠাৎ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তাহার শয্যায় উঠিয়া বসিল, এবং ক্ষীণ স্বরে স্পাইক্‌স্ কার্টারকে নিকটে ডাকিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার জুতা ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল; বৃদ্ধ তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু-

দু'টি স্পাইক্‌স্ কার্টারের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বা তোমার নাম কি ?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "আমার প্রকৃত নাম রবার্ট কার্টার, কি এদেশের সকল লোকের নিকট আমি স্পাইক্‌স্ কার্টার নামেই পরিচিত এদেশে আমার আসল নাম কেহই জানে না।"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, তোমার নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে ; যখন তুমি ডা জেলায় ছিলে, সেই সময় কুসংসর্গে মিশিয়া ও জুয়া খেলিয়া অনেক টা উড়াইয়া দিয়াছিলে না ?"

বৃদ্ধের মুখে নিজের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টারের মুখ লজ্জা লাল হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে সেকথা অস্বীকার না করিয়া অবনত মস্তকে বলিল, "হাঁ বুড়া, আমি সেই হতভাগাই বটে ; দুর্ম্মতির দোষে আমি বহু সহ্য করিয়াছি।"

বৃদ্ধ বলিল, "এখন তোমার সুমতি হইয়াছে ত ?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "সে সকল কু-অভ্যাস আমি ছাড়িয়া দিয়াছি যে উদ্দেশ্যে এই দূরদেশে আসিয়াছি—তাহা সফল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু 'পিস্ রিভার' অঞ্চলে কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি এদিকে সোণার খনি আছে। তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে তুমিও ডসন জেলায় ছিলে, কিন্তু সেখানে তোমাকে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, ছিলাম ; তুমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার পর আমি সেখানে গিয়াছিলাম। সেই সময় তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম।—কিন্তু সে সকল কথা থাক্। দেখ স্পাইক্‌স্ কার্টার, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, আমার আর অধিক সময় নাই, শীঘ্রই আমার কণ্ঠরোধ হইবে ; যতক্ষণ কথা বলিবার শক্তি আছে—তোমাকে গোটাকতক কাযের কথা বলিয়া যাই। ডসন জেলায় তোমার চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে

তোমার সম্বন্ধে আমার যে ভাল ধারণা হইয়াছিল—একথা বলিতে পারি না ; তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ।—আমি কত দিন এখানে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছি ?”

স্পাইক্‌স্ কার্টার বৃদ্ধের কথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, “এক সপ্তাহেরও অধিক।”

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, “এই কয় দিন তুমি পরম যত্নে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছ। সেই রাত্রে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া জঙ্গলের ধার হইতে আমাকে তুমি কুড়াইয়া না আনিলে সেই স্থানেই আমার মৃত্যু হইত। এই কয়দিন তুমি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছ, পুত্রও পিতার জীবন রক্ষার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক চেষ্টা-যত্ন করিতে পারে না। আমি মানুষ চিনি ; তোমার চক্ষু দু’টি দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি প্রবঞ্চক নহ, তোমার হৃদয় সঙ্কীর্ণ নহে ; তোমার চরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে—কিন্তু তাহা বিকাশ-লাভের অবসর পায় নাই। এখন আমি যাহা বলিব—বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিবে। আমি ম্যাকেঞ্জির প্রান্তর হইতে এখানে আসিয়াছি ; গত বৎসর সমস্ত গ্রীষ্মকালটাই আমার সেখানে কাটিয়াছে।—স্বর্ণখনি আবিষ্কারের আশায় আমি অনেক স্থল পরীক্ষা করিয়াছি ; বহু পরীক্ষার পর আমার শ্রম সফল হইয়াছিল।—আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা আশাতীত, কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত ! কিন্তু আমার আবিষ্কারমাত্রই সার হইল, আমি তাহার ফল ভোগ করিতে পারিলাম না ! আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। যদি আমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আমার আবিষ্কার-সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমার অবর্ত্তমানে আমার অনাথ পরিবারবর্গ কিয়দংশে তাহার ফলভাগী হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা ত হইবার নহে, তোমার এই কুটীরে আমার জীবনের অবসানই বিধাতার বিধান। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ; কিন্তু মৃত্যুকালে আমার গুপ্তকথা কাহাকেও বলিতে না পারিলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব না। তুমি ভিন্ন এখানে আর কেহ নাই, এজন্য সে কথা তোমাকেই বলিতে হইবে।—

তুমি শপথ করিয়া বল—তুমি আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে। আমি তোমাকে যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া যাইব—তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমার আদেশ পালন করিবে ?”

স্পাইক্‌স্ কার্টার মনে করিল, বিকারের ঘোরে বৃদ্ধ প্রলাপ বকিতেছে! বেচারা দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বর্ণের সন্ধানে মাটী খুঁড়িয়াছে, বিকার-ঘোরে বোধ হয় তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছে!—কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, “আমি তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তুমি অনেক কথা বলিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছ; আর বসিয়া থাকিও না, শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।—নিদ্রাভঙ্গের পর সুস্থ হইয়া তোমার যাহা বলিবার আছে বলিও।”

বৃদ্ধ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “হাঁ, আমি ঘুমাইব; কিন্তু আমার সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিবে না। তুমি মনে করিয়াছ আমি বিকার-ঘোরে প্রলাপ বকিতেছি! প্রলাপ নহে বৎস! আমি যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। হাঁ, বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের দিব্য, আমার নিকট যে শপথ করিয়াছ, তাহা যেন ভঙ্গ না হয়।”

স্পাইক্‌স্ কার্টার অবিচলিত স্বরে বলিল, “আমি প্রাণপণে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

বৃদ্ধ বলিল, “তবে আমার আরও কাছে সরিয়া এস; সে বড় গোপনীয় কথা। হাঁ, আমি তোমাকে বলিতেছিলাম, ম্যাকেঞ্জির প্রান্তরে স্বর্ণখনি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে করিতে যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত! আমার একথা শুনিয়া তুমি হয় ত মনে করিয়াছ আমি একটা খুব বড় স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিয়াছি; কিন্তু বৎস, সে সোণার খনি নহে। স্বর্ণখনি তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ! আমি হীরার খনি আবিষ্কার করিয়াছি। হীরা আমি চিনি। কিম্বারলির হীরার খনির কথা শুনিয়াছ?—সেখানেও এরূপ বহুমূল্য, এরূপ নিখুঁত হীরা কেহ কখন সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? প্রমাণ চাও? উত্তম, আমার কামিজের ভিতরের পকেটে হাত দিয়া যাহা পাইবে,—তাহা বাহির কর।"

স্পাইক্‌স্ কার্টার কৌতূহলোদ্দীপ্ত হৃদয়ে মরণাহত বৃদ্ধের চর্ম্মনির্ম্মিত কামিজের ভিতরের পকেটে হাত পুরিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র পেটিকা বাহির করিল। চর্ম্মনির্ম্মিত ফিতা দ্বারা তাহা বৃদ্ধের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল।

বৃদ্ধ বলিল, "ব্যাগটি খুলিয়া দেখ!"

স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহা উল্টাইয়া ফেলিতেই দশ-বারখানি বৃহদাকার অত্যুজ্জ্বল হীরক তাহার সম্মুখে নিপতিত হইল! হীরকগুলি শান-পালিশ দ্বারা পরিষ্কৃত ও সুগঠিত না হইলেও তাহাদের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দর্শনে স্পাইক্‌স্ কার্টারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

তাহার কথা শুনিয়া পীড়িত বৃদ্ধ তাহার মাথাটি আর একটু তুলিয়া ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ না; ইহা ইন্দ্রজালও নহে। তুমি হীরা চেন ত? এগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; কিম্বার্‌লি বা ব্রাজিলের হীরার খনিতেও এরূপ উৎকৃষ্ট, মূল্যবান্ সুবৃহৎ হীরক পাওয়া যায় না। ইয়োরোপের সম্রাটগণের রত্নভাণ্ডারেও এরূপ শ্রেষ্ঠ হীরক দুর্লভ। কিন্তু এই সকল হীরা কোন্ খনিতে পাওয়া যায়, সে সন্ধান আমি, জন প্যাট্রিক্ ভিন্ন আর কাহারও জানা নাই। —আমি যে বিকার-ঘোরে প্রলাপ বলি নাই—এ কথা এখন তোমার বিশ্বাস হইল কি?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার মুগ্ধ দৃষ্টিতে হীরকগুলি দেখিতেছিল, বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "এই বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এই হীরকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। যে খনি হইতে এগুলি পাইয়াছি, সেরূপ বৃহৎ হীরক-খনি পৃথিবীতে আর আছে কি না জানি না; কিন্তু এই খনি আবিষ্কার করিয়া আমার কোন লাভ হইল না! যে অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিয়াছি, সেখানে পার্থিব

কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু স্পাইক্‌স্ কার্টার, যদি তুমি আমার সহিত অকপট ব্যবহার কর, আমার আদেশানুরূপ কার্য্য কর—তাহা হইলে তুমি আমার আবিষ্কারের ফল ভোগ করিতে পারিবে। তুমি এরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে—যাহা তোমার কল্পনারও অতীত!"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, বল।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "মন্‌ট্রিলে আমার বাড়ী; বাড়ীতে আমার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং দু'টি নাবালক পৌত্র আছে। অনেকদিন পূর্ব্বে তাহাদের পিতা-মাতার মৃত্যু হইয়াছে। আমিই তাহাদের একমাত্র অভিভাবক। আমি চির-দরিদ্র; দারিদ্র্য-যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও আমার স্ত্রী হাসি মুখে তাহা সহ্য করিয়াছে। বেচারা চিরদিন অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইয়াছে—কিন্তু একটি দিনের জন্যও অনুযোগ করে নাই, কখন অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। দরিদ্র স্বামীর প্রতি তাহার কি গভীর শ্রদ্ধা, কি অবিচল বিশ্বাস! এত দিনে তাহাদের দুঃখমোচনের সুযোগ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কোন কাযেই লাগিল না! আমি তাহাদের অভাব দূর করিয়া যাইতে পারিলাম না; এজন্য তোমাকেই এই ভারটি গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যে খনি আবিষ্কার করিয়াছি—তাহার নিকট তোমাকে কেহই লইয়া যাইতে পারিবে না, কেবল আমিই তাহা তোমাকে দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত! তবে তোমার সেখানে যাইবার একটা উপায় আছে। আমি একখানি নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে পথঘাটের সকল সন্ধানই দেওয়া আছে, কিন্তু কৌশলে! আমি যদি তোমাকে সে কৌশলটি বুঝাইয়া না দিই, তাহা হইলে সেই নক্সাখানি হাতে পাইলেও সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবে না; কেবল বিপথেই ঘুরিয়া মরিবে। পাছে কেহ নক্সাখানি চুরি করে—এই ভয়ে আমাকে এই কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। স্পাইক্‌স্ কার্টার, আমি তোমাকে সেই কৌশল বলিয়া দিব; কিন্তু সর্ত্ত এই যে, তুমি সেই খনিতে যে সকল হীরক প্রাপ্ত হইবে—তাহার অর্দ্ধেক তুমি লইবে, অপরার্দ্ধ আমার অনাথা স্ত্রীকে দান করিবে।—তুমি তাহাদের জন্য এই কাযটি করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেই আমি তোমাকে সেই নক্সাখানি দিব;

এবং কি কৌশলে নক্সাখানি অঙ্কিত, তাহাও তোমাকে বুঝাইয়া দিব। তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করিবে, ইহা শুনিলে আমি সুখে মরিতে পারিব, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ; কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তাহা হইলে পরমেশ্বরও তোমাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন।"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল,"আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কৃতকার্য্য হইলে তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করিব। কোনও কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।"

স্পাইক্‌স্ কার্টারের কথা শুনিয়া আশা ও আনন্দে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কম্পিত হস্তে তাহার কোটের একটি গুপ্ত পকেট হইতে একখানি পুরু লেফাপা বাহির করিল ; এই লেফাপার মধ্যে সেই নক্সাখানি সাবধানে সংরক্ষিত ছিল। সে সেই নক্সাখানি স্পাইক্‌স্ কার্টারের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিল, "নক্সাখানি বুঝিবার কৌশল এই যে, যে দিকটা এই নক্সায় উত্তর দিক বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা উত্তর দিক নহে, দক্ষিণ দিক। সেইরূপ পূর্ব্ব দিককে পশ্চিম ও পশ্চিম দিককে পূর্ব্ব দিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। দূরত্ব নির্দ্দেশের স্থানে যেখানে ১০, ২০, ৩০ প্রভৃতি সংখ্যা লিখিত আছে, সেখানে '১০' বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে ; অর্থাৎ ০, ১০,২০ মাইল—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই এই নক্সা বুঝিবার প্রধান কৌশল।—তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি, আমি ঠিক পথেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব।"—সে নক্সাঙ্কিত নদী, হ্রদ, প্রান্তর প্রভৃতির চিহ্নগুলি আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, "আমার পকেটে একখানি নোটবহি আছে, তাহাতে আমার বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে। সেই ঠিকানায় আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইবে, তাহাকে আমার মৃত্যু সংবাদ জানাইবে, আর যত হীরা পাইবে—তাহার অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিবে ; বুঝিয়াছ ?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি। আমি যাহা কিছু পাইব তাহার

অর্দ্ধাংশ তোমার স্ত্রীকে দিব।—আমার অঙ্গীকারে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার।"

"আমি এখন শান্তিতে মরিতে পারিব ; ঈশ্বর তোমার চেষ্টা সফল করুন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ শয্যায় মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিল। পাঁচ-মিনিটের মধ্যে সে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টার কিছু দূরে বসিয়া বাতির আলোকে সেই নক্সাখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "লোকটার নক্সা-প্রস্তুতের বাহাদুরী আছে বটে! গুপ্ত কৌশলটি জানা না থাকিলে নক্সাখানি দেখিয়া মনে হইত ম্যাকেঞ্জি নদীর তীর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে যাইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে ; কিন্তু ঠিক উল্টা দিকে যাইতে হইবে! এই জন্যই টাসি হ্রদের অবস্থান—পথের দক্ষিণ পার্শ্বের পরিবর্ত্তে বাম পার্শ্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বৃদ্ধ ম্যাকেঞ্জি নদীর দক্ষিণ দিক হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া টাসি হ্রদ দক্ষিণে ফেলিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। গ্রাভেল নদীকেও বামে রাখিয়া চলিতে হইবে। গ্রাভেল নদীর ঠিক উত্তরে এই খনি অবস্থিত। খনিতে উপস্থিত হইতে হইলে আমাকে গ্রাভেল নদীর উত্তরে আরও ত্রিশ মাইল যাইতে হইবে। এই স্থানে পাহাড়ের আরম্ভ ; ইহার শিকি মাইল পূর্ব্বে খনির ক্ষেত। আমি যখন এই নক্সা বুঝিবার গুপ্ত সঙ্কেত জানিতে পারিয়াছি—তখন পথ চিনিয়া এই খনির ঠিক সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু এই সঙ্কেত জানা না থাকিলে, কেবল নক্সার উপর নির্ভর করিয়া এই খনির সন্ধানে যাত্রা করিলে তরু-তৃণ-হীন তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত! বৃদ্ধ সত্যই যদি সেখানে হীরাগুলি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বৃথা হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমি সেখানে যতগুলি হীরা পাইব, তাহার অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই উহার স্ত্রীকে দিয়া যাইব। পরমেশ্বর কি সত্যই এতদিন পরে এই হতভাগার প্রতি সদয় হইবেন? —দেখা যাউক।"

স্পাইক্‌স্ কার্টার নক্সাখানি ভাঁজ করিয়া লেফাপায় পুরিল এবং তাহা তাহার

কোটের ভিতরের পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া শয়ন করিতে চলিল ; কিন্তু সে জানিতেও পারিল না যে, যখন সে নক্সাখানি বাতির আলোকে পরীক্ষা করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে পথের কথা আলোচনা করিতেছিল সেই সময়ে সুদীর্ঘ দাড়ী গোঁফ-সমন্বিত একটি লোক তাহার মস্তকের অদূরবর্ত্তী বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সেই নক্সাখানি দেখিতেছিল, এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল ! স্পাইক্‌স্ কার্টার নক্সাখানি পকেটে রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই বাতায়ন প্রান্ত হইতে সেই অপরিচিত লোক-টির মস্তক অপসারিত হইল।—সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিবিড় নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

(২)

বৃদ্ধের আর নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তাহার সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল ! রাত্রিশেষে সে প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ কখন মরিল, স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহা জানিতেও পারিল না ! নিশাবসানের পূর্ব্বেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল, বৃদ্ধের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিল, তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

স্পাইক্‌স কার্টার বৃদ্ধের মস্তকের নিকট বসিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রির অবসান হইল, পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইল। বৃদ্ধের মৃতদেহ কিরূপে সমাহিত করিবে—তাহাই সে ভাবিতে লাগিল ; কিন্তু হঠাৎ কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। কুটীরের চারিদিকে তুষারাবৃত পার্ব্বত্য প্রান্তর, মৃত্তিকা প্রস্তরময়; তাহা খনন করিয়া মৃতদেহ সমাহিত করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে ; অথচ মৃতদেহ অরণ্যে নিক্ষেপ করিবে আর নেকড়ের দল আসিয়া তাহার মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে, ইহাও সে সঙ্গত মনে করিল না। অনেক চিন্তার পর সে মৃতদেহটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া পাহাড়ের ধারে চলিল, এবং তাহা একটি খাদের মধ্যে রাখিয়া কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা খাদটি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিল।

অনন্তর একখণ্ড কাষ্ঠের উপর অস্ত্রদ্বারা বহুকষ্টে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত করিয়া তাহা সেই সমাধির উপর প্রোথিত করিল :—

"জন্ প্যাট্রিকের সমাধি।
পথশ্রমজনিত অবসাদে ও জ্বরে মৃত্যু।
তারিখ—১৯ নভেম্বর, ১৯—।"

মৃতদেহ সমাহিত করিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; এবং কোটের পকেট হইতে নক্সাখানি বাহির করিয়া, কোন্ দিক দিয়া তাহার গন্তব্যস্থানে যাইবে—তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পথের ত একরকম সন্ধান পাইলাম, কিন্তু শেষে পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে না ত? যদি বৃদ্ধের নিকট হীরাগুলি না থাকিত—তাহা হইলে তাহার কথাগুলি উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম; কিন্তু তাহার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, এই হীরাগুলিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। এই হীরাগুলির মূল্য কত লক্ষ টাকা, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই। না, আর ইতস্ততঃ করিব না; কিন্তু প্রথমে কোন্ দিকে যাই? যদি এখন রসদ সংগ্রহের জন্য এড্‌মণ্টনে যাই, তাহা হইলে ম্যাকেঞ্জি অঞ্চলে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আমার সঙ্গে যে সকল খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহাতেই কিছুদিন চলিবে। তাহাই সম্বল করিয়া আমি আজই খনি-ক্ষেত্রে যাত্রা করি, পরমেশ্বর কোন রকমে চালাইয়া দিবেন। যদি ভাগ্যক্রমে সেখানে কিছু হীরা সংগ্রহ হয়—তাহা হইলে জীবনে আর আমাকে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, বৃদ্ধের পরিবারবর্গেরও সকল অভাব দূর হইবে।"

বেলা কিছু অধিক হইলে স্পাইক্‌স্ কার্টার যাত্রার আয়োজনে মনঃসংযোগ করিল। প্রথমেই সে তাহার গাড়ীখানি খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিল। কিন্তু সকল আয়োজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিবাবসান হইল। সে দেশে বেলা চারিটা বাজিতে-না-বাজিতে সন্ধ্যা হয়! অন্ধকার-রাত্রে দুর্গম আরণ্যপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টার পরদিন

প্রভাত পর্য্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল ; সন্ধ্যার পর আহারান্তে তাহার কুকুরগুলিকে আহার দিল, এবং অগ্নিকুণ্ডে একটা কাঠের 'কুঁদো' ধরাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

সে রাত্রে কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না ; প্রকৃতি স্থির, আকাশ পরিষ্কার ; বাহিরে কন্‌কনে শীত, তূলারাশির ন্যায় শুভ্র ও লঘু তুষাররাশিতে প্রান্তর সমাচ্ছন্ন। ঊর্দ্ধাকাশস্থিত নক্ষত্রসমূহের শুভ্র কিরণ সেই তুষাররাশিতে প্রতিফলিত হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল ; বহুদূর উত্তরে 'কেন্দ্রীয় উষার' আলোকে উত্তরাকাশ বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল ; তাহার ক্ষীণ প্রভায় কুটীর, প্রান্তর ও অরণ্যানীর জমাট অন্ধকার তরল হইয়াছিল,এবং সকল জিনিসই পরিস্কার দেখা যাইতেছিল। সেই অপরিস্ফুট আলোকে আরণ্য জন্তুগুলি আহারান্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করিতেছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ; কেবল মধ্যে মধ্যে বিচরণশীল ক্ষুধিত নেকড়ের গম্ভীর গর্জ্জন সেই হিমযামিনীর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

গভীর রাত্রে স্পাইক্‌স্ কার্টারের কুটীরের পশ্চাতে এক মনুষ্য-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল! লোকটি দীর্ঘাকার, মুখমণ্ডল নিবিড় দাড়িগোঁফে আবৃত ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, পদদ্বয়ে বরফের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী পাদুকা,হস্তে একটি বন্দুক।—এই লোকটিই পূর্ব্বদিন রাত্রে স্পাইক্‌স্ কার্টারের কুটীরের বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া গুপ্তভাবে তাহার কথা শুনিতেছিল ও লুব্ধ নেত্রে তাহার হস্তস্থিত নক্সাখানি দেখিতেছিল।

লোকটি আজও সেইভাবে জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কুটীরস্থিত ধূম নিঃসারণের উদ্দেশ্যে স্পাইক্‌স্ কার্টার শয়নের পূর্ব্বে জানালা বন্ধ করে নাই। আগন্তুক জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া কুটীরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল ; অগ্নিকুণ্ডে কাঠের 'কুঁদো' তখনও জ্বলিতেছিল, তাহার চঞ্চল আলোকে আগন্তুক

দেখিতে পাইল, স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে।

আগন্তুকের নাম লঙ্‌ ডিলন।—লঙ্‌ ডিলন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রায় দুই তিন মিনিটকাল স্পাইক্‌স্ কার্টারের কম্বলাবৃত প্রসারিত দেহ নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর এক পা পিছাইয়া গিয়া বন্দুক উদ্যত করিল, এবং বন্দুকের নল বাতায়নের ভিতর প্রবেশ করাইয়া অতি সাবধানে অকম্পিত হস্তে স্পাইক্‌স্ কার্টারের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল! মুহূর্ত্তমধ্যে সে বন্দুকের ঘোড়া টিপিল; বন্দুকের গভীর নির্ঘোষে কুটীরখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল; স্তব্ধ রাত্রে সেই শব্দ দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল।—অন্য কুটীরস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের পাল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে লঙ্‌ ডিলন সবিস্ময়ে দেখিল—যাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সে গুলি করিয়াছিল, সে বিদীর্ণবক্ষে গতাসু না হইয়া, দেহের উপর হইতে কম্বল-খানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার বাম কর্ণমূল হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছে। লঙ্‌ ডিলন বুঝিল, বন্দূকের গুলি তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ না হইয়া কর্ণমূলের পেশী বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

লঙ্‌ ডিলন কুটীর-প্রান্তে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তব্য চিন্তা করিল; আর লুকাইয়া থাকিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া, সে স্পাইক্‌স্ কার্টারকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করিবার জন্য কুটীরের সম্মুখে আসিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার কুটীরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই লঙ্‌ ডিলন সবেগে কুটীরে প্রবেশ করিল। নিদারুণ আঘাত-যন্ত্রণায় স্পাইক্‌স্ কার্টারের সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে তাহার আততায়ীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র লঙ্‌ ডিলন বন্দুকটা উল্টাইয়া ধরিয়া চক্ষুর নিমেষে স্পাইক্‌স্ কার্টারের মস্তকে বন্দূকের কুঁদা দিয়া প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল! সেই নিদারুণ আঘাতে স্পাইক্‌স্ কার্টার তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল।

লঙ্‌ ডিলন স্পাইক্‌স্ কার্টারকে মৃতবৎ নিস্পন্দ দেখিয়া তাহার পকেট খুঁজিতে লাগিল;.. খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার পকেটের ভিতর হইতে পূর্ব্বকথিত

নক্সাখানি ও হীরকপূর্ণ চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগটি টানিয়া বাহির করিল।—তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না ; কিন্তু শত্রুর শেষ রাখিতে নাই মনে করিয়া সে স্পাইক্‌স্‌ কার্টারের শরীর পরীক্ষা করিতে লাগিল।—সে বুঝিল স্পাইক্‌স্‌ কার্টারের দেহে তখনও প্রাণ আছে।

লঙ্‌ ডিলন অস্ফুটস্বরে বলিল, "ছোকরার কি কঠিন প্রাণ! এখনও মরে নাই? কিন্তু না মরিলেও উহার মরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না ; হতভাগা আজ রাত্রেই মরিবে। এই কুটীরের মধ্যে উহাকে রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে ; আমার কুকর্ম্মের কোন প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।"

লঙ্‌ ডিলন স্পাইক্‌স্‌ কার্টারের নিস্পন্দ দেহ ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল, এবং কুটীরের অদূরবর্ত্তী অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেখানে স্পাইক্‌স্‌ কার্টারকে নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাপধন, এখানেই তুমি ঘুমাও ; নিদ্রার এমন উৎকৃষ্ট স্থান আর পাইবে না! আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নেকড়ের পাল আসিয়া তোমাকে সাবাড় করিয়া যাইবে। তোমার কি গতি হইল, তাহা জনমানবেও জানিতে পারিবে না। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, আর সত্যই যদি তাঁহার অদৃশ্য চক্ষু দিয়া এ সকল ব্যাপার দেখিতে পান—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বাইবেল হাতে করিয়া লঙ্‌ ডিলনের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে আসিবেন না।" GN 31072

লঙ্‌ ডিলন স্পাইক্‌স্‌ কার্টারকে সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার কুটীরে প্রত্যাগমন করিল, এবং তাহার ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাতির আলোকে প্রাঙ্গনস্থিত গাড়ীখানি পরীক্ষা করিল ; সে দেখিল স্পাইক্‌স্‌ কার্টার তাহার কায অনেক আগাইয়া রাখিয়াছে! লঙ্‌ ডিলন অত্যন্ত খুসী হইয়া হইয়া কুকুরের ঘরে প্রবেশ করিল, এবং কুকুরগুলিকে বাহিরে আনিয়া গাড়ীতে জুতিয়া লইল। তাহার পর সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর-পথে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

লঙ্‌ ডিলন প্রথমে তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইল। তাহার আড্ডা হতভাগ্য স্পাইক্‌স্‌ কার্টারের কুটীরের প্রায় এক মাইল দূরে গিরিপ্রান্তে অবস্থিত। সে

তুষারাবৃত একটি গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল ; তুষাররাশিতে গুহাটি আবৃ থাকায় ভিতরে বেশ গরম, সুতরাং সেই গুহায় রাত্রি যাপন করিতে তাহার কো কষ্ট হয় নাই। সে বৃদ্ধ জন প্যাট্রিকের অনুসরণ করিতে করিতে এতদূ আসিয়া দুইদিন পূর্ব্বে এই গিরিগুহায় আড্ডা লইয়াছিল।

লঙ্ ডিলন গুহা হইতে তাহার ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলি লইয়া গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া দিল ; এবং নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্যপথে শ পরিচালিত করিল।

কিন্তু ভগবানের বিধান অতি আশ্চর্য্য ! সে যখন স্পাইক্‌স্ কার্টারের নিষ্ দেহ অরণ্যপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়—তখন একদল সার্থবাহ রা যাপনের জন্য সেই অরণ্যের অদূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিল ; তাহাদেরই এ জন অরণ্যের অন্তরাল হইতে তাহার এই নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিতে পাইল। লঙ্ ডি সেই স্থান ত্যাগ করিবামাত্র সেই লোকটি গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হ স্পাইক্‌স্ কার্টারের স্পন্দহীন দেহের পাশে বসিয়া পড়িল ; এবং কয়েক মিনি তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া শিবিরের অভিমুখে ধাবি হইল।

'পূর্ব্বকথা' সমাপ্ত

রূপসীর নব-রঙ্গ

গ্রন্থারম্ভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ঠিক দুই বৎসর পরে ইংলণ্ডের ধনকুবেরগণের অন্যতম, সুপ্রসিদ্ধ রত্নবণিক মিঃ জে, কর্ণেলিয়স্ ডিলন তাহার লণ্ডনস্থ প্রাসাদোপম অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ সুসজ্জিত লাইব্রেরী-কক্ষে চামড়ার গদি-আঁটা একখানি চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিল। সম্মুখেই মেহগ্নি-কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড ডেস্ক ; ডেস্কের উপর নানা আকারের খাতাপত্র, দোয়াত, কলম, কাগজ প্রভৃতি সুরক্ষিত। কক্ষটি নিস্তব্ধ, কেবল 'ম্যাণ্টল্‌পিসে'র উপর সংরক্ষিত একটি বহুমূল্য ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে রাত্রি পৌনে দশটার ঘণ্টা অর্গানের বাদ্যধ্বনির মত সুমিষ্ট স্বরে বাজিয়া গেল।

সেই মৃদু ঝঙ্কার নীরব হইতে না হইতে মিঃ ডিলনের একজন ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "একটা লোক হুজুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

ডিলন কলম তুলিয়া ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "রাত্রি দশটার সময় একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে! কি রকম লোক? সে তোমাকে তাহার নাম বলিয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "না হুজুর! সে আমাকে তাহার নাম বলিল না।"

ডিলন বলিল, "বটে! লোকটা দেখিতে কেমন? আমি কি তোমাকে বলি

নাই—আজ রাত্রে যেন কেহ এখানে আমাকে বিরক্ত করিতে না আসে ? তবু কেন আসিয়াছ ?”

প্রভুর ক্রুদ্ধভাব দেখিয়া ভৃত্য সবিনয়ে বলিল,“হুজুর, আমি সেই লোকটাকে বলিলাম, ‘আজ রাত্রে হুজুরের সঙ্গে তোমার দেখা হইবে না ; তিনি এখন কাজ-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছেন।’—কিন্তু সে আমার কথা আমোলে না আনিয়া হল-ঘরের একখান চেয়ারে জাঁতিয়া বসিল, বলিল, হুজুরের সঙ্গে দেখা না করিয়া সে সেখান হইতে নড়িবে না। সে আরও বলিল, হুজুরের নিকট তাহার অত্যন্ত জরুরি কায আছে ; এমন জরুরি যে, এই রাত্রেই দেখা না করিলে নয়। —লোকটার পোষাক দেখিয়া খুব ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইল না।”

ডিলন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল ; তাহার পর ভৃত্যকে বলিল, “আচ্ছা, তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়া তুমি হল-ঘরেই বসিয়া থাকিবে, আমি ডাকিলেই এখানে আসিবে।”

ভৃত্য অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ডিলন আগন্তুকের দর্শন-প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণু ভাবে বসিয়া রহিল। কে অভদ্র লোকটা রাত্রি দশটার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ? তাহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল।—বড় লোকের মেজাজ, অল্পেই গরম হয় !

তা কর্ণেলিয়স্ ডিলন ত যেমন-তেমন বড়লোক নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার নিকট ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ ! তাহার এই লাইব্রেরীর ন্যায় সুদৃশ্য সুসজ্জিত, সৌখীন লাইব্রেরী লণ্ডনের কয়জন বড় লোকের আছে ? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলমারিগুলি তকৃতকে ঝকৃঝকে অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকে পূর্ণ ! কিন্তু ডিলন সে সকল কেতাবের কোনখানিও কোন দিন খুলিয়া দেখে নাই ; সকল বড় লোকের লাইব্রেরী আছে, ইহা বড়মানুষীর একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাই তাহাকেও লাইব্রেরী করিতে হইয়াছে। তাহার বিদ্যার দৌড় ইসফের গল্প পর্য্যন্ত ; কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধিতে সে ঝানু !

তাহার পূর্ব্ব-পরিচয় কেহ না জানিলেও সে লণ্ডনে আসিয়া অতি অল্পদিনে টাকার জোরে সম্ভ্রান্ত-সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছে। লণ্ডনের যে পল্লীতে

অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অন্যে বাস করিতে পারে না, সেই পল্লীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছে; এবং অল্প কালেই লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নবণিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সাধারণ লোকের নিকট সে 'হীরার ডিলন' নামে সুপরিচিত। সে স্বয়ং 'কেনোডিয়ান নরদার্ণ ডায়মণ্ড মাইন' কোম্পানী নামক একটি কোম্পানী খুলিয়া তাহার প্রধান অংশী ও পরিচালক হইয়াছে। কোটী কোটী মুদ্রা এই কোম্পানীর মূলধন! ইংলণ্ডের অনেক বড়লোক এই কোম্পানীর 'সেয়ার হোল্ডার'। অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণ সকলেই এক একটি দিক্‌পালসদৃশ ব্যক্তি; কিন্তু ডিলনের কর্ত্তৃত্ব সকলের উপর! ডিলনের বহুদিনের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। তাহার ধন, মান, সুখ, সম্পদ কিছুরই অভাব নাই। সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক উচ্চাভিলাষিনী যুবতীর আক্ষেপ এই যে, ডিলন এত বড়লোক, তথাপি সে এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রহিয়াছে কেন?—ডিলন কিরূপ হীন অবস্থা হইতে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহে কিরূপে আজ এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে,—আগন্তুকের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই কথাই তাহার স্মরণ হইল। তাহার মুখে একটু হাসি আসিল!

কিন্তু আগন্তুক হল ঘর হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিয়া যখন তাহার সম্মুখে আসিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ডিলনের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার বুকের ভিতর হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল! সে চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল, শুষ্ক মুখে কম্পিত স্বরে আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কি ব্যাপার? কে হে তুমি?"

আগন্তুক ডিলনের আরও নিকটে আসিয়া অকম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কে? লঙ্ ডিলন, তুমি কি সত্যই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? এই দুই বৎসরের মধ্যেই তুমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়াছ? ইহা কি সম্ভব?"

ডিলন ভগ্নস্বরে বলিল, "স্পাইক্‌স্ কার্টার? স্পাইক্‌স্ কার্টারকে চিনিতাম বটে; কিন্তু সে ত অনেক দিন পূর্ব্বেই—"

আগন্তুক ডিলনকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, "অনেক দিন পূর্ব্বেই 'পিস্ রিভার' অঞ্চলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে,—ইহাই তোমার ধারণা ডিলন! আমি স্বীকার করি তোমার এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু আমাকে সশরীরে আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারিতেছ—তোমার এ ধারণা ভুল! তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিবার পূর্ব্বে আমাকে 'সাবাড়' করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কর নাই, তাহাও তুমি জান। কিন্তু পরমেশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, লঙ্ ডিলনের মত নরপিশাচ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। তুমি—সেই লঙ্ ডিলন অল্প দিনেই বেশ গুছাইয়া উঠিয়াছ দেখিতেছি! রাজার মত বাড়ী, কুবেরের মত ঐশ্বর্য্য, প্রকাণ্ড জহরতের কারবারের মালিক—তুমি জমকালো নামধারী কর্ণেলিয়স্ ডিলন যে সেই ভবঘুরে চোর নরহন্তা লঙ্ ডিলন, একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে? দেখিতেছি অবস্থা ফিরিলে মানুষের চালও ফিরিয়া যায়!"

ডিলন বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই, এ সকল কথা চাপিয়া যাও; এখন বল কি মতলবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ!"

স্পাইক্স্ কার্টার পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে দুই একটা টান দিয়া বলিল, "আমি কি মতলবে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহাই জানিতে চাও? তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, তাহাই বলিতে আসিয়াছি।"

স্পাইক্স্ কার্টারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডিলন তাহার পকেটে হাত পুরিয়া পকেটস্থ পিস্তলটি বাহির করিবার উদ্যোগ করিল; তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্পাইক্স্ কার্টার চক্ষুর নিমিষে নিজের পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ডিলনের ললাটের উপর তুলিল, দৃঢ় স্বরে বলিল, "পকেট হইতে এই মুহূর্ত্তে হাত বাহির করিয়া ডেস্কের উপর রাখ, নতুবা এই পিস্তলের গুলি তোমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিবে।"

ডিলন ততক্ষণ পিস্তলটা পকেট হইতে বাহির করিয়াছিল, কিন্তু স্পাইক্স্ কার্টারকে তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিতে দেখিয়া তাহার

মাথা ঘুরিয়া গেল ; তাহার অবশ হস্ত হইতে পিস্তলটা মেঝের কার্পেটের উপর খসিয়া পড়িল। তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার ভাব দেখিয়া বলিল, "সুখের আস্বাদ পাইয়া জীবনের প্রতি তোমার মমতা হইয়াছে! ভদ্রলোক হওয়ায় তোমার স্নায়ুও কিছু দুর্ব্বল হইয়াছে ; কিন্তু আমি এখনও ভদ্রলোক সাজিবার সুবিধা পাই নাই ; যা ছিলাম, তাই আছি। দেখ দেখি, আমার এই ক্ষত চিহ্নটা তুমি চিনিতে পার কি না ?"— স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার ফ্লানেল-সার্টের কলারটা টানিয়া ধরিয়া তাহার কর্ণ-মূলের সুদীর্ঘ শুষ্ক ক্ষতচিহ্নটি ডিলনকে দেখাইল। ক্ষতচিহ্নটি কর্ণমূল হইতে স্কন্ধের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত!

অনন্তর সে ডিলনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "ইহা তোমারই কীর্ত্তি! তুমি নিকল্‌সনের প্রান্তরস্থ কুটীরের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া আমাকে গুলি করিয়াছিলে ; ইহা সেই গুলির আঘাত-চিহ্ন। তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য শেষে আমার মাথায় বন্দুকের কুঁদা দিয়াও আঘাত করিয়াছিলে ; এবং আমার অচেতন দেহ জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে ; মনে করিয়াছিলে তুমি যেটুকু বাকি রাখিয়াছ, নেকড়ের পাল আসিয়া সেটুকু শেষ করিবে! কিন্তু নেকড়ের পাল না আসিয়া কয়েকজন বণিক হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হয় ; তাহারাই সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আমার ক্ষত আরোগ্য হইলে আমি পাহাড় পর্ব্বত পার হইয়া 'প্রিন্স রিউপার্টে' উপস্থিত হই। তখন আমার ঘোর অর্থ-কষ্ট ; চাকরী না করিলে অনাহারে মরিতে হয় দেখিয়া আমি তিমি-শিকারের এক জাহাজে চাকরী লইলাম। এই চাকরী লওয়ায় একবৎসর আমাকে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। একবৎসর পরে আমি বন্ধুবারে উপস্থিত হইয়া তোমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম ; কিন্তু তোমার সন্ধান না পাইয়া আমি এড্‌মন্‌টন জেলায় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, তুমি ম্যাকেঞ্জি প্রান্তরে হীরার খনি আবিষ্কার করিয়া ধনকুবের হইয়াছ, খুব জোরে হীরার ব্যবসায় চালাইতেছ! ইংলণ্ডে আসিয়া রাজার হালে দিন পাত করিতেছ—সে সংবাদও

সেখানে পাইলাম ; কিন্তু জাহাজের ভাড়া দিয়া ইংলণ্ডে আসি, তখন আমার এরূপ সম্বল ছিল না। তখন আমি কিছু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য আর একটা চাকরী লইলাম।”

স্পাইক্‌স্ কার্টার মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, “এদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি মন্‌ট্রিলে গিয়া জন প্যাট্রিকের বিধবার সহিত দেখা করিয়াছিলাম। আমি শপথ করিয়া তাহাকে বলিয়া আসিয়াছি—তাহার স্বামীর নিকট যে সকল হীরা ছিল তাহার অর্দ্ধাংশ যেরূপে পারি তাহাকে দিব।—আমার কথা শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিতেছ আমি কি উদ্দেশ্যে আজ এখানে আসিয়াছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আজ তোমাকে হাতে পাইয়াছি। জন প্যাট্রিকের বিধবাপত্নীর ও আমার প্রাপ্য আজ তোমার নিকট হইতে আদায় না করিয়া আমি যাইতেছি না।”

স্পাইক্‌স্ কার্টার নীরব হইল! ডিলন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে তাহার সকল কথা শ্রবণ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, তাহার দৃষ্টি আতঙ্ক-বিহ্বল, এবং তখন তাহার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ী ঠুকিতেছিল! সে বুঝিল, স্পাইক্‌স্ কার্টার সঙ্কল্প স্থির করিয়াই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।—ডিলন তাহার দাবি অস্বীকার করিতে পারিল না, তাহার ঘাড় ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবারই ইচ্ছা করিল ; ডিলন মনে করিল—সে উঠিয়া গিয়া তাহার ভৃত্যকে আহ্বান করিবে, সাহায্য প্রার্থনায় চীৎকার করিবে।

কিন্তু সে তাহা করিতে পারিল না, তাহাকে চেয়ার হইতে উঠিবার উদ্যম করিতে দেখিয়াই স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহার পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, “দেখ, আমার জীবনের মায়া নাই, মরিতেও দুঃখ নাই ; যদি উঠিবে কি টুঁ শব্দটি করিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমাকে গুলি করিয়া মারিব।”

ডিলন অস্ফুট স্বরে বলিল, “তুমি বলিতেছ তোমার প্রাপ্য—প্যাট্রিকের বিধবার প্রাপ্য, সমস্তই আমার নিকট আদায় করিবে। তোমার মতলবটা কি?”

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল,“আমার মতলব কি, তাহা তোমাকে আরও পরিস্কার করিয়া বুঝাইতে হইবে? তবে শোন বলি,—তুমি জন প্যাট্রিকের আবিস্কৃত

হীয়ার খনি হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লাভ করিয়াছ, তাহার শেষ পেণি পর্য্যন্ত আমি আদায় করিব। তুমি চোর,নরহন্তা; আমার প্রতি তুমি যে ব্যবহার করিয়াছ, চাবুকের চোটে তোমার হাড় হইতে মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে অত্যাচারের প্রতিফল দেওয়া হয় না। আমি যেমন একবস্ত্রে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় লণ্ডনে আসিয়াছি—তোমাকেও সেই অবস্থায় লণ্ডন হইতে তাড়াইব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। তুমি আমাকে হত্যা করিয়াছ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হয় নাই। অন্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কিছু দিন সুখ ভোগ করিয়াছ, এখন স্বীয় কুকর্ম্মের ফল ভোগের জন্য প্রস্তুত হও। এখন আমি যাহা বলি, কাগজ কলম লইয়া বিনা প্রতিবাদে তাহাই লিখিয়া দাও; ইহাতে অসম্মত হইলে তোমার মঙ্গল নাই। তোমার ব্যবহারে আমি যে অসহ্য কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি—তাহাতে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি আর সময় নষ্ট করিব না।”

ডিলন স্পাইক্‌স্ কার্টারের কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সেই সময় স্পাইক্‌স্ কার্টারের হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল! স্পাইক্‌স্ কার্টার আর তাহা কুড়াইয়া লইবার সুযোগ পাইল না; দু'জনে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। পাছে ডিলন চীৎকার করিয়া লোকজনকে ডাকে—এই ভয়ে স্পাইক্‌স্ কার্টার উভয় হস্তে সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল! ডিলন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। সে উভয় হস্তে তাহাকে কিল চড় মারিতে লাগিল, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু স্পাইক্‌স্ কার্টার কষ্টসহ,পরিশ্রমী, বলবান যুবক; ডিলন প্রাচীন হইয়াছিল, তাহার উপর এই দুই বৎসর কাল ভোগ-সুখে ও বিলাসিতায় সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; সে স্পাইক্‌স্ কার্টারকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ডিলন যদি কোন ক্রমে একবার বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি স্পর্শ করিতে পারে—তাহা হইলেও একটা উপায় হয়, ভাবিয়া সে স্পাইক্‌স্ কার্টারকে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্পাইক্‌স্

কার্টার তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অন্য দিকে ঠেলিতে লাগিল; উত্তেজনায় তাহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিল, তাহার দেহের মাংসপেশী সমূহ স্থূল রজ্জুর মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল! সে ডিলনের গলা ছাড়িল না, কিন্তু সে তাহার কণ্ঠদেশ এভাবে চাপিয়া ধরে নাই যে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ডিলনের মৃত্যু হইতে পারে। বস্তুতঃ, ডিলনকে হত্যা করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। ডিলন ঠেলাঠেলি করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে লম্বমান হইল, এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় স্পাইক্‌স্‌ কার্টারকে নীচে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিবার উদ্যোগ করিতেই, স্পাইক্‌স্‌ কার্টার তাহার গলা ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে ডিলনের ললাট অগ্নিকুণ্ডের লৌহাধারের অত্যুত্তপ্ত সুদৃঢ় বেষ্টনীতে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে কি ঘটিল, স্পাইক্‌স্‌ কার্টার তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সে দেখিল ডিলনের হাত পা মাথা কিছুই আর নড়িতেছে না!—সে ভাবিল ডিলনের মস্তক উত্তপ্ত লৌহপাত্রে সবেগে নিপতিত হওয়ায় তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে! স্পাইক্‌স্‌ কার্টার তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর আহত ডিলনের দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, তাহার শ্বাস বহিতেছে না, বক্ষের স্পন্দনও নাই, ধমনীর গতি স্তব্ধ!

স্পাইক্‌স্‌ কার্টার সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! মরিয়া গেল? আমি ত উহাকে হত্যা করিতে চাহি নাই; কিন্তু আমার সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না—কে একথা বিশ্বাস করিবে? ধরা পড়িলে আর আমার নিষ্কৃতি নাই! এখন উপায়?"

স্পাইক্‌স্‌ কার্টার মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধির ন্যায় ডিলনের মৃত দেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর সভয়ে রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিল। সে স্বহস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং হঠাৎ কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবে না—ইহা সে বুঝিতে পারিল।

প্রথমে তাহার মনে হইল লাইব্রেরী-কক্ষের পশ্চাৎস্থিত জানালা দিয়া সে পলায়ন করিবে; কিন্তু একে ত লাইব্রেরীর ভিত্তি অনেক উচ্চ, তাহার উপর জানালাটি আরও উচ্চে ছিল, সেখান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করা অসম্ভব তাহা সে বুঝিতে পারিল; বিশেষতঃ, সে দিক দিয়া পলায়নের চেষ্টা

করিতে গিয়া যদি কাহারও সম্মুখে পড়িয়া যায়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে। সে মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া, যেদিক দিয়া আসিয়াছিল—সেই দিক দিয়াই প্রস্থান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। তাহার তখন অত্যন্ত অর্থাভাব। সে কিছু অর্থ সংগ্রহের আশায় ডিলনের ডেস্কের নিকট আসিল; ডেস্কের একটি দেরাজে চাবির গোছা ঝুলিতেছিল। সে চাবি দিয়া ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হীরক-খনিসংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতে পাইল; সেগুলি ভবিষ্যতে কাযে লাগিতে পারে, ভাবিয়া সে কাগজগুলি পকেটে পুরিয়া একে একে সকল দেরাজই খুলিয়া ফেলিল। নিম্নতম দেরাজটির ভিতর আর একটি ক্ষুদ্র দেরাজ ছিল, তাহার চাবি স্বতন্ত্র; কিন্তু চাবির থোকায় সেই চাবিও ছিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার সেই গুপ্ত দেরাজটি খুলিয়া দেখিল, তাহা অত্যুজ্জ্বল, মহামূল্য সুবৃহৎ হীরকরাশিতে পূর্ণ! হীরকগুলি তখনও অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার বুঝিল ডিলন 'সেয়ার হোল্ডার'দের ফাঁকি দিয়া এই হীরকগুলি নিজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছে! এগুলি হস্তগত করিলে জন প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে—তাহাকেও অতঃপর অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না, ভাবিয়া সে সেই হীরকগুলি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল; তাহার পর খুঁজিতে খুঁজিতে কিছু টাকা দেখিয়া তাহাও গ্রহণ করিল। অনন্তর দেরাজগুলি যেভাবে বন্ধ করা ছিল—সেইভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়া মেঝের উপর হইতে তাহার পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে লুকাইল।

"এইবার সে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া মনে মনে বলিল, "আমি দ্বার খুলিয়া বাহির হইবামাত্র চাকরটার সম্মুখে পড়িব। সে যদি তাড়াতাড়ি এই কক্ষে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই ত আমাকে ধরা পড়িতে হইবে। কেহ যাহাতে শীঘ্র এই কক্ষে প্রবেশ না করে—তাহার উপায় করিতে হইবে। চাকরবেটাকে কি কোনও কৌশলে ভুলাইতে পারিব না? আমি আর লণ্ডনে থাকিব না,

কানাডাগামী কোন জাহাজ পাইলেই আমি লণ্ডন ত্যাগ করিব। সর্ব্বাগ্রে প্যাট্রিক-পত্নীর অর্থকষ্ট দূর করিতে হইবে।”

স্পাইক্‌স্ কার্টার মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর দরজা খুলিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ; এবং বাহির হইতে তৎক্ষণাৎ দরজাটি টানিয়া দিয়া হল-ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। ডিলনের পূর্ব্বোক্ত পরিচারক সেখানে একখানি টুলের উপর বসিয়া প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

স্পাইক্‌স্ কার্টার তাহাকে স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “তোমার মনিবের সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল ; আমার কায শেষ হইয়াছে, তিনি এখন লেখাপড়া করিতেছেন ; আমাকে বলিয়াদিয়াছেন, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া রাস্তায় তুলিয়া দিয়া আসিবে। তাহার পর এখানে আসিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিবে। এখন তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক নাই, ইহাও তোমাকে বলিতে বলিয়াছেন।”

ভৃত্যটা উৎকট ভ্রূভঙ্গি করিয়া স্পাইক্‌স্ কার্টারের মুখের দিকে চাহিল ; এবং মৃদুস্বরে বলিল,“তাহাই হইবে।”—স্পাইক্‌স্ কার্টারের অল্পমূল্যের পরিচ্ছদ ও রৌদ্রদগ্ধ কর্কশ চেহারা দেখিয়া তাহাকে ‘মহাশয়’ বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে স্পাইক্‌স্ কার্টারকে সঙ্গে লইয়া হল ঘর হইতে বাহির হইয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। স্পাইক্‌স্ কার্টার রাজপথে পদার্পণ পূর্ব্বক পিকাডেলির দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, সে ধীরে ধীরে হল-ঘরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার টুলে বসিয়া প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

স্পাইক্‌স্ কার্টার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলিয়া পিকাডেলি অতিক্রমপূর্ব্বক বার্কেলে ষ্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হইল ; এবং অতঃপর কোন পথে যাইবে, পথি-প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সে পথের মধ্যস্থলে আসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে চলিতে আরম্ভ করিল, হঠাৎ তাহার পশ্চাতে সুতীব্র ‘হুইশ্‌’ শুনিয়া একলম্ফে একপাশে

সরিয়া গেল ; সে চাহিয়া দেখিল, একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী বন্-বন্ করিয়া সেই পথ দিয়া ছুটিতেছে, সে মোটরখানার নীচে পড়িয়াছিল আর কি !

স্পাইক্‌স্ কার্টার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোটরখানির দিকে চাহিল ; সে দেখিল, মোটরের আরোহিণী একটি রূপলাবণ্যবতী যুবতী, একজন দীর্ঘ দেহ প্রৌঢ় তাহার পাশে বসিয়া আছে। উভয়েই সান্ধ্যভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত। দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা কোন মজলিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছে।—মোটরখানি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিল ; কতকগুলা গাড়ী রাস্তার উপর এক-সঙ্গে আসিয়া পড়ায় মোটরখানির গতিরোধ হইয়াছিল ; ইত্যবসরে স্পাইক্‌স্ কার্টার পথপ্রান্তবর্ত্তী একখানি ট্যাক্সির সাফারকে বলিল, "আমাকে লইয়া চল ; ঐ মোটরখানি যেখানে যায়, সেইখানে যাইবে,—যেন উহা তোমার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না পারে।"

স্পাইক্‌স্ কার্টার তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল ; সাফার ট্যাক্সি লইয়া দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত মোটরের অনুসরণ করিল। দুই মিনিটের মধ্যে পথ পরিস্কার হওয়ায় মোটরখানি পুনর্ব্বার পূর্ণবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জে. কর্ণেলিয়স্ ডিলনের আকস্মিক অপমৃত্যুর সংবাদ পর দিন প্রভাতে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ দৈনিক-সমূহে প্রকাশিত হইল। এই লোমহর্ষণ সংবাদ পা করিয়া লণ্ডনের জনসাধারণের মনে উত্তেজনা ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সক লেরই হৃদয় উদ্বেগে আতঙ্কে পূর্ণ হইল। এমন কি, এই ব্যাপার লইয়া সম ইংলণ্ডে ও ডিলনের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র কানাডা রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে মা আন্দোলন উত্থিত হইল।

ডিলন যখন প্রকাণ্ড হীরক-খনির আবিষ্কারকরূপে সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনে উপস্থি হইয়াছিল, এবং হীরকের উজ্জ্বল জ্যোতিতে লণ্ডনের অভিজাতবর্গের চ ধাঁধিয়া দিয়া তাঁহাদের বিপুল বিস্ময় ও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, তখন ডিলনের কথা লইয়া ইংলণ্ডে এইরূপ আন্দোলন-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল; সে সময় লণ্ডনের অনেক দৈনিকে ডিলনের অদ্ভুত আবিষ্কারসম্বন্ধে যে সকল কাহি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতটুকু সত্য ও কতটুকু কাল্পনিক তাহা বুঝিবা উপায় ছিল না; তাহারা লিখিয়াছিল—"ধন্য ডিলনের অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহা কষ্ট-সহিষ্ণুতা! তিনি হীরার খনির সন্ধানে গ্রীষ্মকালের কয়েক মাস ম্যাকে প্রদেশের জনমানব শূন্য, মরুধুসর দুর্গম প্রান্তরে দিনের পর দিন একাকী প সহিষ্ণু চিত্তে কোদালী দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহা সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই, তিনি কাহারও সহায়তা বা সহানুভূতি লাভ করি পারেন নাই; বরং তাঁহার এই নিস্ফল চেষ্টার কথা শুনিয়া অনেকে তাঁহা পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুদ্যম হতাশ হন্ নাই; তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রমে দুর্গমতর দক্ষিণাঞ্চলে অগ্র হইলেন। তাঁহার খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইল; তাঁহার পরিচ্ছদগুলি জী হইয়া ছিঁড়িয়া গেল; তাঁহার গাড়ীর কুকুরগুলি অনাহারে রোগে একে এ

মরিতে লাগিল ; তাঁহার অস্ত্রাদিও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল !—তথাপি তাঁহার অদম্য উৎসাহ শিথিল হইল না ; অনাহারে, অনিদ্রায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে কাম্যফলের সন্ধান করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইল। গ্রাভেল নদী অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে আসিয়া তিনি যে হীরকখনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা জগতের সকল হীরকখনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তাহা তাঁহার অদম্য উৎসাহ, বিপুল শ্রমশক্তি, অতুলনীয় আত্মনির্ভর এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্পের যথাযোগ্য পুরস্কার ; তাঁহার পুরুষকারের জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত"—ইত্যাদি।

ডিলনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে ঐ সকল দৈনিকে এই সকল বর্ণনার পুনরবতারণা আরম্ভ হইল। অনেকে অসঙ্কোচে লিখিল, তিনি বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মবীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য! যাঁহারা অসাধারণ সাধনাবলে জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নতি সাধন করিয়াছেন, পুরুষসিংহ ডিলন তাঁহাদের অন্যতম।—এই সকল কাগজে ডিলনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইল তাহার প্রায় সমস্তই লেখকগণের কল্পনা-প্রসূত।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না ; যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছিল, পুলিস তাহাও গোপন রাখিয়াছিল, তদন্তের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহারা সেসকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই।

ডিলনের যে ভৃত্যটি তাহার আদেশে হল-ঘরে বসিয়াছিল, সে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সেইখানেই বসিয়া রহিল। রাত্রি প্রায় স-এগারটার সময় সে সাহসে ভর করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, তাহার প্রভু অগ্নিকুণ্ডের পাশে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, দেহ নিস্পন্দ !

ভৃত্য মনে করিল তাহার প্রভু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে আসিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছে ! সে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার কপালের অনেকখানি স্থান রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে ! অগ্নি-কুণ্ডের আধারেও রক্ত লাগিয়া আছে। তখন সে তাহার প্রভুর মস্তক পরীক্ষা

করিয়া ললাটে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইল; যেন কেহ তাহার কপালে কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়া সবেগে আঘাত করিয়াছে!

ডিলনের প্রাণ-বিহঙ্গ যে দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে, একথা বুঝিতে ডিলনের ভৃত্যের অধিক সময় লাগিল না। সে আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া থানায় সংবাদ পাঠাইল।

পরদিন বেলা দশটার সময় সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী স্মিথ এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। —অতি প্রত্যুষে, কোন দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা উভয়ে কার্য্যানুরোধে সমারসেট্ জেলার একটি পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই পল্লী হইতে প্রত্যাগমন কালে নগর-উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া একটী দেয়ালে এক প্রকাণ্ড 'প্ল্যাকার্ড' আঁটা রহিয়াছে দেখিলেন; সেই 'প্ল্যাকার্ডে' এই হত্যাকণ্ডের সংবাদ লিখিত ছিল। তাঁহারা নগরাভিমুখে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলেন, সংবাদপত্র-বিক্রেতারা পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতেছে,—"খুন! ভয়ানক খুন!! হীরার রাজা কর্ণেলিয়স্ ডিলন কাল রাত্রে তাঁহার ঘরে খুন হইয়াছেন! আসামী ফেরার!! টাট্‌কা খবর, মশায়, বড় আশ্চর্য্য খবর!"—ইত্যাদি।

মিঃ ব্লেক মোটর গাড়ী চালাইয়া বাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে স্মিথকে বলিলেন, "এ আবার কি কাণ্ড? কর্ণেলিয়স্ ডিলন, কুবেরতুল্য ব্যক্তি; কে কি কৌশলে রাত্রিকালে তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক হঠাৎ তাহাকে হত্যা করিয়া সকলের চক্ষুতে ধূলা দিয়া পলাইল?—ব্যাপারখানা যে কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"—তখন তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁহাকে এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইবে!

মিঃ ব্লেক মোটরখানি আস্তাবলে রাখিয়া স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তাঁহার হাতে অনেকগুলি জরুরি কায ছিল;

বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত কিছুই আহার হয় নাই। মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেলকে সেই কক্ষে তাঁহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিবেন; কিন্তু মিসেস্ বার্ডেলের পরিবর্ত্তে একটি মধ্যবয়স্ক স্থূলদেহ খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোককে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত একখানি প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ভদ্র লোকটি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনিই কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আমিই ব্লেক, কিন্তু আপনি কে? আপনাকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হইতেছে না!"

আগন্তুক বলিলেন, "না মিঃ ব্লেক, আপনার সহিত পূর্ব্বে কোনদিন আমার আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই।—আমার নাম ডিক্সন, কথ্‌বার্ট ডিক্সন। আপনার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে; আপনি দয়া করিয়া তাহা শুনিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আপনার গৃহকর্ত্রীর নিকট শুনিলাম, আপনি বাহিরে গিয়াছেন, বেলা দশটার মধ্যেই ফিরিবেন, এজন্য আমি এখানে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আমি প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট ধরাইয়া-লইয়া বলিলেন, "মিঃ ডিক্সন, আমার নিকট আপনি কি জন্য আসিয়াছেন, সচ্ছন্দে বলিতে পারেন।"

মিঃ ডিক্সন একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, বোধ হয় গতরাত্রের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিতে পাইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "আমি প্রত্যুষে নগরের বাহিরে গিয়াছিলাম, পথে আসিতে আসিতে একখান প্ল্যাকার্ডে দেখিলাম—গতরাত্রে কর্ণেলিয়স্ ডিলন তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে নিহত হইয়াছেন।—ইহা ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "সে প্ল্যাকার্ড আমরাই বাহির করিয়াছি। আপনি বোধ হয় জানেন মিঃ ডিলন 'কেনেডিয়ান নরদার্ণ ডায়মণ্ড মাইন্‌স্' কোম্পানীর

প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন ; আমি সেই কোম্পানীর সেক্রেটারী। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমি আজ প্রত্যূষে চা পান করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে এই সাংঘাতিক সংবাদ জানিতে পারি ; এই সংবাদ পাইয়াই আমি বার্কেলে স্কোয়ারে আমাদের কোম্পানীর অধ্যক্ষের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। মিঃ ডিলনের বাড়ীর্তে উপস্থিত হইয়া দেখি চারিদিকে পুলিশের পাহারা বসিয়াছে ; বাড়ীর সন্মুখস্থ পথে লোকারণ্য! মিঃ ডিলন যে কক্ষে নিহত হইয়াছেন—সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রথমেই বাধা পাইলাম ; পুলিশ আমাকে সেখানে যাইতে দিবে না!. শেষে আমি যখন নিজের পরিচয় দিয়া পুলিশকে জানাইলাম—সেই কক্ষে আমার প্রবেশের অধিকার আছে—তখন পুলিশ পথ ছাড়িয়া দিল। ইহারা হত্যাকারীকে ধরিতে পারুক না পারুক—বাহ্যাড়ম্বরের ত্রুটি নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ ঠিক কাযই করিয়াছিল—আপনি কে, কি উদ্দেশ্যে নিহত ব্যক্তির কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন,—তাহা না জানিয়া পুলিশ আপনাকে কেন সেখানে যাইতে দিবে ?"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "পুলিশ অন্যায় করিয়াছে, এ কথা বলিতেছি না ; তাহাদের সতর্কতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি মিঃ ডিলনের লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমাদের কোম্পানীর দুই একজন বড় 'সেয়ার হোল্ডার' পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে আমাদের অনেক পরামর্শ হইল ; শেষে স্থির হইল, পুলিশের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর নির্ভর না করিয়া আমরা কোম্পানী হইতে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিব। পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই ; কিন্তু লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভকে কোম্পানীর পক্ষ হইতে এজন্য নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা আপনাদের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে ; এখন আমার নিকট কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহাই বলুন।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও আপনার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিপত্তির কথা আমার অজ্ঞাত নহে। পুলিশ কর্ম্মচারীরা যে এই অপরিচিত হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে—এ আশা অল্প। যদি কাহারও দ্বারা এই কার্য্য সম্ভব হয়,—তবে আপনার দ্বারাই হইবে; এইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করুন।—আপনি কি পারিশ্রমিক পাইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন বলুন; আপনি যত টাকা ফি চাহিবেন—আমাদের কোম্পানী হইতে তাহাই আপনাকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিব।"

মিঃ ব্লেক অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া মিঃ ডিক্সনকে বলিলেন, "দেখুন মিঃ ডিক্সন, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি কোন কথাই জানি না। মিঃ ডিলন কোনও অজ্ঞাতনামা আততায়ী-কর্ত্তৃক তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে নিহত হইয়াছেন—এই সংবাদটুকু মাত্র শুনিয়াছি। এই হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সকল বিবরণ সবিস্তার না শুনিয়া, ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিতে পারিব কি না এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "আমি এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি শুনুন। কাল রাত্রি দশটার সময় মিঃ ডিলন তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া লিখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ভৃত্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল—একজন লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে হল-ঘরে বসিয়া আছে, তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া সে সেখান হইতে নড়িবে না। মিঃ ডিলন সে সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ আজ আমাদের কোম্পানীর 'সেয়ার হোল্ডার'দের একটি 'মিটিং'এর দিন ছিল। এই মিটিংএ যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা—মিঃ ডিলন সেই সকল বিষয়সম্বন্ধেই তখন লেখাপড়া করিতেছিলেন। যাহা হউক, অবসরের অভাব সত্ত্বেও আগন্তুকের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। আগন্তুক দশটা

পনের মিনিটের অল্প একটু পরে তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।—এ সকল সংবাদ সেই ভৃত্যের নিকট পাইয়াছি। সে আরও বলিল, তাহার প্রভু তাহাকে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি না ডাকিলে সে যেন তাঁহার সম্মুখে না যায়; কিন্তু আগন্তুকের পীড়াপীড়িতেই সে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হইয়াছিল। তিনি আগন্তুককে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন হল-ঘরেই বসিয়া থাকে তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে হাজির হয়। তদনুসারে ভৃত্য হল-ঘরের দ্বারের নিকট টুলের উপর বসিয়া রহিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তার পর কি হইল?"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "ভৃত্যের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি—সে সেই টুলের উপর বসিয়াই রহিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লাইব্রেরীর দরজা খুলিয়া আগন্তুক হল-ঘরে প্রবেশ করিল। সে মিঃ ডিলনের ভৃত্যকে হল-ঘরে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে বলিল, 'আমাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া এস, এখন আর তোমার প্রভুর নিকট গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক নাই; তিনি ডাকিলে তাঁহার নিকট যাইবে, তিনি আমাকে ইহাই বলিয়া দিয়াছেন।'—এই কথা শুনিয়া ভৃত্য তাহাকে পথে তুলিয়া দিয়া আসিল; সে পিকাডেলির পথে অদৃশ্য হইলে ভৃত্য হল-ঘরে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া বসিল।

"প্রত্যহ রাত্রি এগারটার সময় মিঃ ডিলন তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে বসিয়া এক গ্ল্যাস হুইস্কি-সোডা পান করিতেন, কিন্তু পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে কাল রাত্রি এগারটার সময় চাকর বেচারা হুইস্কি-সোডা লইয়া লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। সে রাত্রি স-এগারটা পর্য্যন্ত হল-ঘরে অপেক্ষা করিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার মনিবের কোন সাড়া-শব্দ পাইল না! ইহাতে সে অত্যন্ত অধীর হইয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

"সে একটা গ্ল্যাসে হুইস্কি ও সোডা ঢালিয়া একখানি 'ট্রে'র উপর গ্ল্যাসটি বসা-

ইয়া লাইব্রেরী কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, এবং সে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে কি না, তাহা দ্বারপ্রান্ত হইতে জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তখন সে দ্বারের 'হাণ্ডেল' ঘুরাইয়া, দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—দেখিল, মিঃ ডিলন অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন !

"তখন সে 'ট্রে'খানি টেবিলের উপর রাখিয়া সে মিঃ ডিলনের কাছে গিয়া তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিল। সে অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ! সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া থানায় সংবাদ পাঠাইল। শুনিলাম, ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, মিঃ ডিলন ললাটে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মস্তক অগ্নিকুণ্ডের অত্যুত্তপ্ত লৌহাবরণের উপর সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়াই এই আঘাতের কারণ বলিয়া পুলিশের ধারণা হইয়াছে।

"ইহার অধিক কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তবে মিঃ ডিলনের ডেস্কের দেরাজগুলি পরীক্ষা করিয়া পুলিশের মনে হইয়াছে কেহ দেরাজগুলি খুলিয়া কাগজ পত্র ওলট্-পালট্ করিয়া রাখিয়াছে ! সুতরাং আগন্তুক চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই মিঃ ডিলনের লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাই পুলিশের বিশ্বাস।"

"কিন্তু আমি আরও কিছু গোপনীয় সন্ধান জানি। আমি আমার সহযোগীগণের পরামর্শে এখন পর্য্যন্ত সেকথা পুলিশের গোচর করি নাই। আপনি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণে সম্মত হইলে আপনার নিকট সেকথা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি ইহা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, আগন্তুক চুরির উদ্দেশ্যেই মিঃ ডিলনের লাইব্রেরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; এমন কি, আমি আপনাকে যে সন্ধান দিব তাহার সাহায্যে আপনি হয় ত হত্যাকারীর পরিচয়ের কোন সূত্রও আবিষ্কার করিতে পারিবেন। আপনাকে সকল কথাই বলিলাম, এখন যদি আপনি দয়া করিয়া আমার সঙ্গে বার্কেলে ষ্ট্রীটে যান তাহা হইলে বড়ই অনুগৃহীত হই। মিঃ ডিলনের আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই ;

সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাঁহার বৈষয়িক ও পারিবারিক ব্যাপারের কোন বন্দোবস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোম্পানীর পক্ষ হইতে আমিই সেসকল ভার গ্রহণ করিব। কি ক্ষোভের কথা ভাবিয়া দেখুন, এ রকম কুবেরতুল্য কোটীপতি মানুষ, সংসারে তাঁহার শোকে কাঁদিবার কেহ নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সত্যই ক্ষোভের কথা! ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য বিধান যে, যাহার ঘাড়ে দশটা কু-পোষ্য, অর্থাভাবে সে তাহাদের দু'বেলা আহার দিতে পারে না; কিন্তু যে টাকার পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে, তাহার সংসারে খাইবার মানুষ নাই! যাহা হউক, মিঃ ডিলনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার নিকট যাহা জানিতে পারিলাম, কোন সংবাদপত্র পাঠে তাহা জানিতে পারিতাম না। আপনার সকল কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমি আপনার সঙ্গেই বার্কেলে স্কোয়ারে মিঃ ডিলনের বাড়ী যাইব। আমার মোটর প্রস্তুতই আছে, আপনি আমার সঙ্গে সেই গাড়ীতেই চলুন।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। আপাততঃ আমাদের থানাটা মুলতবি রাখ।"

মিঃ ব্লেক মিঃ ডিক্সনের সহিত বার্কেলে স্কোয়ারে মিঃ ডিলনের বাড়ীর অদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজপথে প্রায় পাঁচশত লোক জমিয়া গিয়াছে! সকলেই গম্ভীর ভাবে ডিলনের বাড়ীর দিকে চাহিয়া লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। ডিলনের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী লইয়া যাইবার উপায় নাই দেখিয়া মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয় সহ বার্কেলে হোটেলের সম্মুখেই গাড়ী হইতে নামিলেন, এবং হোটেলের আস্তাবলে গাড়ীখানি রাখিয়া ভিড় ঠেলিয়া পদব্রজে ডিলনের বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ডিলনের অট্টালিকার সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত গাড়ী-বারান্দা দিয়া বারান্দায় উঠিতেই দুই জন পুলিশম্যানকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন ; তাহাদের একজন মিঃ ব্লেককে চিনিত ; এবং তাহাদের উভয়েই জানিত, মিঃ ডিক্সনের অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁহারা বিনা বাধায় দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; সেখানে একজন কন্‌ষ্টেবল মোতায়েন ছিল, সে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে চলিল।

এই সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকার নীচের তালায় অনেকগুলি কুঠুরী। ইংলণ্ডের সৌখীন বড় লোকের বাড়ীতে যাহা যাহা থাকে এই হঠাৎ নবাবের অট্টালিকাতেও সেসকল অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল্ না। পাকশালা, দফ্‌তরখানা, পরিচারকগণের বাসের ঘর, ড্রইং-রুম, ভোজনাগার, লাইব্রেরী, শয়নাগার, স্নানাগার, পরিচ্ছদাগার প্রভৃতি সমস্তই নীচের তালায়। এই লাইব্রেরী-কক্ষেই মিঃ ডিলনের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বিতলে পাশাপাশি দুইটি শয়নাগার, একটি পরিচ্ছদাগার, এবং একটি স্নানাগার ছিল ; কিন্তু দোতালাটা প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকিত। তেতালায় চাকরদের বাসের জন্য তিনটি কুঠুরী ছিল, একটিতে সর্দ্দার খানসামা থাকিত, আর একটিতে বাবুর্চ্চি সাহেব সস্ত্রীক বাস করিত। তৃতীয় কুঠুরীতে দুই তিন জন চাকর রাত্রিকালে শয়ন করিত। এই অট্টালিকার সকল কক্ষই সুন্দররূপে সজ্জিত ; সেরূপ নয়ন-মনোলোভা গৃহসজ্জা অনেক লর্ডের গৃহেও দেখা যাইত না! না হইবে কেন? হীরার খনি যাহার আয়ত্তে, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করা তাহার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। গরীবের ছেলে হঠাৎ ধনকুবের হইলে তাহার চা'ল যেরূপ বাড়িয়া যায়, বনিয়াদী বড় লোকের সেরূপ বেয়াড়া চাল হয় না, হইতে পারে না। দেশভেদে মানুষের রুচিভেদ হয় বটে, কিন্তু মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতা পৃথিবীর সকল দেশেই এক রকম! আমাদের দেশেও 'ঘুটেকুড়োনি'র ছেলে 'চন্দনবিলাস'

হইলে তাহার দাপটে মেদিনী কম্পমানা হন ; কিন্তু দর্পহারী ভগবান অধিক দিন সে দাপট সহ্য করেন না।—কোন নূতন লোক ডিলনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ঘরগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিত সে কোন 'হঠাৎ নবাবে'র 'দৌলতখানা'য় প্রবেশ করিয়াছে !

মিঃ ব্লেক মিঃ ডিক্সনের সহিত হল-ঘরের ভিতর দিয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই কক্ষে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর টমাসকে দেখিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্‌স্পেক্টর টমাস তখন একখানি প্রকাণ্ড কৌচের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি দেখিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সাধারণ পরিচ্ছদধারী দুইজন কন্‌ষ্টেবল ; তাহারা নোট্‌বহি খুলিয়া তাহাতে কি লিখিতেছিল। এতদ্ভিন্ন ডাক্তারের মত একজন লোক একটি ছোট কাল হাতব্যাগ হাতে লইয়া ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল ; ব্যাগটা বোধ হয় খোলা ছিল, মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই লোকটা তাড়াতাড়ি ব্যাগ বন্ধ করিল !

মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটু বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল, "আরে, মিঃ ব্লেক যে ! হঠাৎ কোথা হইতে আগমন ?"—তাহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাস সুখী হইতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক কক্ষমধ্যে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, "মিঃ ডিক্সন আমার বাড়ী হইতে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন ; তাঁহার ইচ্ছা আমি একটু তদন্ত করিয়া দেখি—যদি রহস্যভেদের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি ! তুমি যে পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়াছ তাহা জানিতাম না। তোমার মত বহুদর্শী সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ যে কাযে হাত দিয়াছে—তাহাতে হস্তক্ষেপণ করা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি।"

মিঃ ব্লেকের ন্যায় খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিলে খুসী হইত না, এরূপ পুলিশকর্ম্মচারী স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের থানায় একজনও ছিল

না। ইন্‌স্পেক্টর টমাস মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেল! তাহার সেখানে উপস্থিতি সত্তেও মিঃ ব্লেকের আগমন নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিলেও সে তাঁহাকে সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিল; শেষে বলিল, "আপনি আসিয়াছেন ভালই করিয়াছেন; আমি এই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনার সিদ্ধান্তও সেইরূপ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই ডিলনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন। তিনি ডিলনের সর্ব্বশরীর পরীক্ষা করিয়া তাহার ললাটের ক্ষত-চিহ্ন পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। অগ্নিকুণ্ডের লৌহ-বেষ্টনীতে তাহার মস্তক কিরূপ বেগে নিপতিত হইয়াছিল, ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়াই তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ক্ষতস্থানের চারিদিকে তখনও দলাদলা রক্ত জমিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস মিঃ ব্লেককে বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন; মিঃ ডিলন কোথায় আহত হইয়াছিলেন তাহা আপনাকে দেখাইতেছি।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সহিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ বলিল, "এই দেখুন, অগ্নিকুণ্ডের লৌহবেষ্টনীর এইখানে মিঃ ডিলনের ললাট সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখনও এখানে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। ইহার ঠিক নীচে মেঝের উপরেও কয়েক বিন্দু রক্ত পড়িয়া কাল হইয়া জমিয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক সেই স্থানে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং পকেট হইতে একখানি ম্যাগ্‌নিফায়িং গ্ল্যাস বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে সেই স্থানটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন লৌহবেষ্টনীর যে স্থানে ডিলনের মস্তক আহত হইয়াছিল, সেখানে রক্তের সঙ্গে কয়েকগাছি চুল বাধিয়া আছে।

মিঃ ব্লেক একগাছি সূক্ষ্মাগ্র চিম্‌টার সাহায্যে অতি সাবধানে সেই চুলগুলি খুঁটিয়া তুলিলেন; তাহার পর উঠিয়া বাতায়নের কাছে গিয়া 'ম্যাগ্‌নিফায়িং'

গ্ল্যাসের ভিতর দিয়া সেই চুলগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি চুলগুলি একখানি কাগজে মুড়িয়া-রাখিয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাসকে বলিলেন, "চুলগুলি যে মৃতব্যক্তিরই মাথার চুল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোহার আবরণে মাথাটা এতই জোরে ঠুকিয়াছিল যে, ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসারিত হইয়াছিল।—তুমি আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ ইন্‌স্পেক্টর?"

ইন্‌স্পেক্টর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারি নাই; আর আবিষ্কারই-বা কি করিব? ব্যাপারখানা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে।—এখানে আসিয়া পরীক্ষা দ্বারা যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি,এবং চাকর-টাকে জেরা করিয়া যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি—তাহাতেই ত সকল ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে!—এ স্পষ্ট হত্যাকাণ্ড, স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা; তা হত্যাকারীর উদ্দেশ্য চুরিই হউক, আর প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই হউক। হত্যাকারী এই উভয় উদ্দেশ্যের কোন একটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। হত্যাকারী কিরকম লোক—তাহাও আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে?—তা, 'প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন' এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য,—তোমার এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর টমাস ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমি তদন্ত করিয়া দেখিলাম, এই কক্ষ হইতে কোন মূল্যবান সামগ্রী অপহৃত হয় নাই; তবে যদি কোন দলিল-পত্র চুরি গিয়া থাকে ত সে কথা বলিতে পারি না। সুতরাং হত্যাকারী যদি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে এখানে না আসিয়া থাকে—তাহা হইলে সে মিঃ ডিলনকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই আসিয়াছিল, এরূপ অনুমান আমি অসঙ্গত মনে করি না।"

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া মিঃ ডিক্সন কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন ; তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া মিঃ ডিক্সন আর কোন কথা বলিলেন না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর টমাসকে বলিলেন, "তুমি মিঃ ডিলনের ডেস্কের দেরাজগুলি খুলিয়া দেরাজের কাগজপত্রগুলি কি ওলট্-পালট্ অবস্থায় থাকা দেখিয়াছিলে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আপনি একবার দেরাজগুলি খুলিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক ডেস্কের নিকট গিয়া তাহার দেরাজগুলি খুলিলেন। দেরাজের ভিতর যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহা বিশৃঙ্খল ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন সে সকল কাগজ অপহরণ করিয়া কাহারও কোন লাভ নাই ; তবে সেগুলি মিঃ ডিলনের নিকট মূল্যবান বটে।—বস্তুতঃ তিনি ডেস্কের কোন দেরাজেই চুরির কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলেন না। ডেস্কের সর্ব্বনিম্ন দেরাজটি সম্পূর্ণ খালি পড়িয়াছিল ; তাহাতে চুরি করিবার মত কোন জিনিস ছিল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল, এ দেরাজে সম্ভবতঃ কোন জিনিস ছিল।—তিনি তাঁহার এই সন্দেহের কথা ইন্‌স্পেক্টর টমাসের নিকট প্রকাশ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক ডেস্কের দেরাজগুলি বন্ধ করিলে ইন্‌স্পেক্টর টমাস তাঁহাকে বলিল, "আমার তদন্ত শেষ হইয়াছে, এখন আমি থানায় চলিলাম। আপনি বোধ হয় আরও কিছুকাল এখানে থাকিবেন ? আমার ইচ্ছা, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে খানিক আলোচনা করি। আপনি বাড়ী ফিরিবার সময় যদি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড দিয়া যান, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। হত্যাকারী যাহাতে ধরা পড়ে থানায় ফিরিয়া এখনই আমাকে তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হুলিয়া বাহির করিবে, হত্যাকারীর আকার-প্রকার কিরূপ জানিতে পারিয়াছ কি ?"

ইন্‌স্পেক্টরের ইঙ্গিতে একজন কন্‌ষ্টেবল একখানি 'নোটবহি' তাহার হস্তে

প্রদান করিল। ইন্‌স্পেক্টর নোটবহি খুলিয়া পাঠ করিল :—"হত্যাকারীর দৈহিক উচ্চতা অনুমানিক পাঁচ ফিট দশ-এগার ইঞ্চি; বহুদিন রৌদ্রে বেড়াইলে মুখের রং যেরূপ রোদপোড়া হয়, সেইরূপ রং; চলিবার সময় দুই হাত নাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া ঠিক সোজা হইয়া চলে। মাথার চুল কাল; চক্ষুর তারা নীলাভ। পরিধানে নীলবর্ণ সার্জ্জের পোষাক, দীর্ঘকাল ব্যবহারে অত্যন্ত মলিন; কোটের কলার উল্টান; কোটের নীচে ফ্লানেলের একটি সার্ট আছে। বাম কর্ণমূলে একটি সুদীর্ঘ ক্ষত-চিহ্ন আছে।"—এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাস বলিল, "মিঃ ডিলনের যে ভৃত্য লোকটিকে লাইব্রেরী-কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া পরে তাহার সঙ্গে রাজপথ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সেই ভৃত্যের নিকট এই বিবরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাকে জেরা করিয়া যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই :—"হত্যাকারী তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া চলে, কণ্ঠস্বর খন্‌খনে, তীব্র ও কর্কশ; কথা বলিবার সময় মধ্যে যধ্যে ভ্রুকুঞ্চিত করে। —কিন্তু এই সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চিনিয়া বাহির করা সহজে হইবে না। তাহাকে সনাক্ত করিবার প্রধান উপায়—তাহার বাম কর্ণমূলের সেই সুদীর্ঘ ক্ষত-চিহ্নটি—মিঃ ডিলনের ভৃত্য শপথ করিয়া বলিয়াছে, তাহার কর্ণমূলের সেই ক্ষত-চিহ্নটি এতই পরিষ্কার যে, তাহা লুকাইয়া রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

আরও দুই একটি কথার পর ইন্‌স্পেক্টর টমাস মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। কন্‌ষ্টেবলদ্বয়ও তাহার অনুসরণ করিল।—সেই কক্ষে মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ডিক্সন ভিন্ন অন্য কেহ রহিল না। তখন মিঃ ব্লেক ডিক্সনকে বলিলেন, মিঃ "ডিলনের যে চাকরটা হত্যাকারীকে দেখিয়াছিল, তাহাকে একবার আমার নিকট আনিতে পারেন? তাহাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "এ আর শক্ত কায কি?—আমি এখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

মিঃ ডিক্সন ভৃত্যের সন্ধানে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে

সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষের সমস্ত জিনিস আর একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলন ; দ্বার, জানালা, ঘরের মেঝে ও কক্ষস্থিত বিভিন্ন আসবাবপত্র কিছুই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ডিক্সন সেই ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। লোকটির ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে সরল ও নিতান্ত নিরীহ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। সে এই হত্যা-কাণ্ডের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এইরূপ সন্দেহ করিয়া পুলিশ তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল ; মিঃ ব্লেক মনে করিলেন, পুলিশ তাহাকে অকারণ সন্দেহ করিয়াছে ; কিন্তু পুলিশের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কতকটা সঙ্গতও বটে।

চাকরটা মিঃ ব্লেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাপু ?"

ভৃত্য কোচের উপর সংরক্ষিত তাহার প্রভুর মৃতদেহের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বলিল, "আমার নাম গ্রীগ্‌স্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখ গ্রীগ্‌স্! তুমি বোধ হয় জান মিঃ ডিক্সন এখন তোমার মনিবের সকল কাযের ভার লইয়াছেন ; উনিই এখন এখানকার কর্ত্তা ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "হাঁ জানি ; উনিই এখন এ সংসারের কর্ত্তা হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে লোকটা তোমার মনিবকে খুন করিয়াছে—তাহাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। উনি আমার উপরেই সেই ভার দিয়াছেন ; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে তোমাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। —ইহাতে তুমি রাজী আছ কি না আগে তাহাই জানিতে চাই।"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "নিশ্চয়ই রাজী আছি। আমি যথাশক্তি আপনাকে সাহায্য করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ ভাল কথা ; তুমি প্রভুভক্ত চাকরের মত কথাই বলিয়াছ।—গতরাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথা আমাকে বল ; কোনও কথা লুকাইবে না, বা একচুল বাড়াইয়া বলিবে না। যদিও মিঃ ডিক্সন সে সকল কথা আমাকে বলিয়াছেন, তথাপি তোমার মুখেই সেসকল কথা ভাল করিয়া শুনিতে চাই।"

গ্রীগ্‌স্ ডিক্সনকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—মিঃ ব্লেককেও তাহাই বলিল; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

গ্রীগ্‌সের কথা শেষ হইলে মিঃ ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই লোকটা যখন তোমার কাছে আসিয়াছিল,—তখন রাত্রি কত ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "প্রায় দশটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটার চেহারা কিরূপ ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "লম্বা, আমার চেয়েও একটু বেশী লম্বা। বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হইল না। রোদ-পোড়া আঙ্গারে চেহারা। তাহার গায়ে নীল সার্জ্জের পোষাক ছিল ; অনেক দিনের ব্যবহারে পোষাকটা ময়লা। কোটের কলারটা উল্টান। কোটের নীচে ফ্লানেলের একটা সার্ট দেখা যাইতেছিল। আমার কাছে দাঁড়াইয়া সে যখন কথা বলিতেছিল, তখন তাহার গলার দিকে আমার নজর পড়িয়াছিল ; দেখিলাম বাঁ কাণের নীচে একটা প্রকাণ্ড ঘায়ের দাগ ! তার কতক অংশ কোটের 'কলারে' ঢাকা পড়িয়াছিল। অবস্থা ভাল হইলে কি আর ওরকম জঘন্য সাজপোষাক হয় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার গায়ে যে কোটটা ছিল, তাহা কি রকম কোট? লোকে ত নানারকম কোট ব্যবহার করে।"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "ডবল-ব্রেষ্ট কোট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "তুমি কখন জাহাজে চড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলে ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমার মনিবের সঙ্গে একবার ইটালী দেশে গিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে ত তুমি জাহাজের কর্ম্মচারী-

দের দেখিয়াছ। তাহারা যে রকম নীলবর্ণের 'ডবল-ব্রেষ্ট' কোট ব্যবহার করে, লোকটার কোট কি সেই রকম ?"

গ্রীগ্‌স্ সোৎসাহে বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন! সেইরকম কোটই বটে। তবে বোধ হয় সে কোন জাহাজেই চাকরী করে। চেহারাখানাও জাহাজী গোরার মত,— ভারী জোয়ান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, তাহার মাথার চুলগুলি কাল ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "হাঁ, সে যখন টুপি খুলিয়াছিল—সেই সময় তাহার চুল দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কালো বটে, কিন্তু একটু লাল্‌চে কালো।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার মাথায় কি রকম টুপি ছিল ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "কালো রঙ্গের ক্যাপ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পায়ে কি রকম জুতা ছিল ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "কালো বুট জুতা, জুতা-জোড়াটাও অনেক দিনের ব্যবহারে ছেঁড়া-ছেঁড়া হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহার কোটের নীচে ফ্লানেলের সার্ট দেখিয়াছিলে বলিলে, সার্টের রঙ্‌টা কি লক্ষ্য করিয়াছিলে ?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "ছেয়ে রঙের সার্ট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার বাঁ কাণের নীচে যে দাগটা দেখিয়াছিলে, সে কিরকম দাগ ?"

"গ্রীগ্‌স্ বলিল, দাগটার খানিক কোটের কলারে ঢাকা ছিল বলিয়া সমস্তটা দেখিতে পাই নাই ; তবে যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হইল, কোন কারণে সেখানে গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার পর ঘা শুকাইয়া চাকার মত চিহ্ন হইয়া আছে।—হয় ত কোথাও চুরি করিতে গিয়া সে বেটা সঙ্গীনের খোঁচা খাইয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটার কথা কিরূপ ? তাহার কথা শুনিয়া কি লণ্ডনের লোক বলিয়া মনে হয় ?

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "খন্‌খনে আওয়াজ, তাহার উচ্চারণ একটু ভিন্ন রকম ; কথা

শুনিয়া মনে হইয়াছিল হয় সে স্কচ্‌ম্যান, না হয় অষ্ট্রেলিয়া-টষ্ট্রেলিয়ার লোক। লণ্ডনের লোকের কথার টান সেরকম নয়! আমার এক মাসতুতো ভাই কানাডা দেশে থাকে, তাহার কথার টানও ঐ রকম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যখন চলিয়া গেল—তখন কত রাত্রি?

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "প্রায় সাড়ে দশটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহার সঙ্গে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছিলে?"

গ্রীগ্‌স্ বলিল, "না গিয়া আর কি করি হুজুর! পাজী বেটা আমাকে বলিল, মনিব মহাশয় তাহাকে রাস্তায় পৌছাইয়া দিতে হুকুম করিয়াছেন! তখন কি আর জানি সে এ প্রকার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে? সে পথে আসিয়া পিকাডেলির দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে আমি হলঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমার টুলে বসিলাম। মনিব মহাশয় কাযকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন ভাবিয়া লাইব্রেরীতে গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস হইল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আচ্ছা এখন তুমি যাইতে পার, তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

গ্রীগ্‌স্ মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। সে অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ ডিক্সন, আপনি মিঃ ডিলন সম্বন্ধে যে গোপনীয় কথাটি বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা এখন বলুন।"

মিঃ ডিক্সন বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর টমাসের ধারণা হইয়াছে—হত্যাকারীর চুরি করিবার মতলব ছিল না, সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই মিঃ ডিলনকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সত্য নহে। আমার বিশ্বাস, সেই রাস্কেল চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছিল; সকল কথা শুনিলে আপনারও সেইরূপ বিশ্বাস হইবে। মিঃ ডিলনের সহিত আমাদের কারবার-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতে দুই দিন পূর্ব্বে এই কক্ষে আসিয়াছিলাম; মিঃ ডিলন আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে এই ডেস্কের সর্ব্বনিম্নস্থ দেরাজ খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ খোপটি খুলিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি মহামূল্য সুবৃহৎ হীরা বাহির করিলেন; সেগুলি

তখন সান-পালিশে পরিষ্কৃত ও ব্যবহার যোগ্য না থাকিলেও তাহাদের আকার ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে বলিলেন, কানাডা হইতে হীরার যে শেষ চালান আসিয়াছে—তাহারই মধ্যে সেগুলি ছিল। আপাততঃ তিনি সেগুলি বিক্রয়ের জন্য না দিয়া স্থাপ্যধন-রূপে মজুত রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।—কিন্তু আজ সেই দেরাজটা খুলিয়া দেখা গেল—সেইসকল হীরার একখানিও সেখানে নাই! কাল রাত্রে সেই রাস্কেলটা পলাইবার সময় নিশ্চয়ই সেগুলি চুরি করিয়াছে। তবে আর কি করিয়া বলি তাহার চুরি করিবার মতলব ছিল না? কিন্তু এই হীরাগুলি সম্বন্ধে কোন কথা এ পর্য্যন্ত আমি আর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভালই করিয়াছেন; কথাটা এখন গোপন রাখিলেই ভাল হয়।"

মিঃ ডিক্সনের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক আর একবার ডেক্সটি খুলিয়া তাহার নীচের দেরাজটা পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর তিনি ডেক্সের নিকট দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময় সাধারণ পরিচ্ছদধারী একজন কন্‌ষ্টেবল সেই কক্ষে পাহারা দিতে আসিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে দুই একটি কথা বলিয়া মিঃ ডিক্সনকে ও স্মিথকে সেই কক্ষের বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; অতঃপর তিনিও সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ ডিক্সনকে হল-ঘরের একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "এখানে আমার তদন্তের কায শেষ হইয়াছে। তদন্ত শেষ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। বিশেষ চিন্তা না করিয়া আমি আপনার নিকট হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মিঃ ডিলনের ব্যক্তিগত কোন গোপনীয় কথা আপনার জানা থাকিলে তাহা এখন আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার

করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবে না, সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে! যদি তাহাদের চেষ্টা সহজে সফল হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপার লইয়া আমার আর মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হইবে না; কিন্তু যদি তাহারা কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; যাহার কর্ণমূলে ঐরূপ বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন আছে, সে ধরা পড়িবার ভয়ে যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুক, তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস; এই প্রকাণ্ড জনারণ্যে তাহাকে যে শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে, এ আশা অল্প।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে স্পাইক্‌স্ কার্টার মিঃ ডিলনের অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইয়া পিকাডেলি অতিক্রম পূর্ব্বক অন্য একটি পথে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং হঠাৎ একটি রূপসী যুবতীকে একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, একখানি 'ট্যাক্সি' লইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

বৃটীশ-রাজধানী সুবিশাল লণ্ডন নগরীর পথঘাট সম্বন্ধে স্পাইক্‌স্ কার্টারের বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না; সে বহুদিন পূর্ব্বে একবারমাত্র একখানি সদাগরী জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছিল, সেই জাহাজখানি যে কয়েক দিন লণ্ডনের বন্দরে ছিল, সে কয়দিন সে সেই জাহাজেই বাস করিয়াছিল; অবসর-মত সে দুই একবার নগর দেখিতে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু লণ্ডনের পথঘাট সম্বন্ধে সেসময় সে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই।

এবার সে কানাডা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মন্ট্রিলে উপস্থিত হইয়া জন প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল; এবং সেই দরিদ্রা বিধবার শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছিল। তাহার নিকট যে অল্প টাকা অবশিষ্ট ছিল লণ্ডনগামী জাহাজের টিকিট ক্রিনিতে তাহার প্রায় সমস্তই খরচ হইয়াছিল। লণ্ডনে পদার্পণ করিয়া সে দেখিল, তাহার হাতে যে অর্থ আছে, তাহাতে কোন প্রকারে দুই পাঁচ দিন চলিতে পারে! কিন্তু সে হতাশ হইল না; একটা সামান্য হোটেলে বাসা লইয়া 'নরদার্ণ কেনেডিয়ান ডায়মণ্ড মাইন্‌স্' কোম্পানীর আফিসের অনুসন্ধানে সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এত বড় প্রকাণ্ড আফিস খুঁজিয়া বাহির করা তাহার ন্যায় নবাগত বৈদেশিকের পক্ষেও তেমন কঠিন হইল না। ডিলনের অপঘাত মৃত্যুর দিন মধ্যাহ্নকালে

সে সেই আফিসে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানের নিকট জানিতে পারিল, আফিসের অধ্যক্ষ মিঃ কর্ণেলিয়স্ ডিলন বার্কেলে স্কোয়ারে বাস করে।—তখন ডিলনের বাসগৃহ আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইল। সেই রাত্রে সে ডিলনের বাসগৃহে উপস্থিত হইবার পর যেসকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

স্পাইক্‌স্ কার্টার ডিলনের ডেস্কের দেরাজ হইতে প্রচুর অর্থ ও হীরক-গুলি হস্তগত করিতে না পারিলে এতবড় বিপদ মাথায় লইয়া লণ্ডনের ন্যায় অপরিচিত স্থানে কিরূপ বিপন্ন হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্তু তাহার পকেটে প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় কি করিয়া তাহার দিন-পাত হইবে, এ চিন্তায় আর তাহাকে ব্যাকুল হইতে হইল না; এখন সে কোথায় আশ্রয় পাইবে, কোথায় আড্ডা লইলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে না, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল; কারণ সে বুঝিয়াছিল ডিলনের মৃত্যু-সংবাদ অধিককাল গোপন থাকিবে না, সেই রাত্রেই পুলিশ এ সংবাদ জানিতে পারিবে, এবং ডিলনের ন্যায় মহাধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে লণ্ডনে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইবে; হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য লণ্ডনের বিশাল পুলিশ-বাহিনী চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিবে না। এ অবস্থায় সে কোথায় আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হইবে? সে এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ দিয়া চলিবার সময় হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত মোটরগাড়ীতে সেই রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে দেখিয়া যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। সে তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সেই যুবতীর মোটরের অনুসরণ করিল।

মোটরখানি অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে 'কুইন এন্‌স্ গেট' নামক সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। এই অট্টালিকাশ্রেণীর ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ, সুসজ্জিত সৌখীন বাসভবন লণ্ডন রাজধানীতে অতি অল্পই আছে। মোটরের আরোহিণী এই অট্টালিকার সম্মুখেই মোটর হইতে অবতরণ করিবে—স্পাইক্‌স্ কার্টার পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে

পারে নাই ; সে ভাবিতেছিল মোটরখানির অনুসরণ করিয়া তাহাকে আরও অনেক দূরে যাইতে হইবে।

কিন্তু মোটরখানি সেই বিরাট অট্টালিকাশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া থামিলে স্পাইক্‌স্ কার্টার ট্যাক্সি থামাইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল ; সে দেখিল, মোটরের আরোহিণীর সঙ্গী মোটর হইতে অবতরণ করিয়া যুবতীকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইতেছে।

স্পাইক্‌স্ কার্টার তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি হইতে নামিয়া 'সাফার'কে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্ববর্ত্তী মোটরের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে হঠাৎ সম্মুখে আসিয়া থামিতে দেখিয়া মোটরের আরোহী ও আরোহিণী উভয়েই সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহারা উভয়েই বুঝিতে পারিল এই মলিনবেশধারী দরিদ্র যুবক তাহাদিগকে কোন কথা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।

স্পাইক্‌স্ কার্টার আরও দুই একপদ অগ্রসর হইয়া যুবতীর সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি আমার বেয়াদপি মাফ্ করিবেন, আপনার নাম মিঃ গ্রেভিস্ কি না একথা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

লোকটি ঈষৎ শিরঃ-সঞ্চালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত বলিল, "হাঁ, আমার নাম গ্রেভিস্‌ই বটে ; আমার নিকট তোমার কি আবশ্যক ?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার গোপনে দুই একটি কথা আছে, দয়া করিয়া শুনিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।—আমি আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না।"

গ্রেভিস্ যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমার কি মত, মা ? এই যুবকটি কি বলিবে—তাহা শুনিবার সময় হইবে কি ?"

এই যুবতী আমাদের এই উপন্যাসমালার সহস্র সহস্র পাঠকের সুপরিচিতা মিস্ আমেলিয়া কার্টার ! তাহার অনেক অসাধারণ কীর্ত্তিকাহিনী পাঠকগণ "রূপসী বোম্বেটে" ও "রূপসীর প্রতিহিংসা" নামক উপন্যাসদ্বয়ে পাঠ

করিয়াছেন।—মিস্ আমেলিয়া কার্টার দীর্ঘকাল যাবৎ নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কিছুদিন হইতে তাহার মাতুলসহ লণ্ডনেই বাস করিতেছে। অন্যের অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব কোন একটি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্পে সে তখন লণ্ডনে বসিয়া নানাপ্রকার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল। সে অনেক দিন পূর্ব্বে বোম্বেটেগিরি ছাড়িয়া দিয়াছিল; এখন দূরদেশে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখানে তাহার রাজত্ব করিবার সখ হইয়াছিল!

আমেলিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুক যুবকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার মাতুলকে বলিল, "মামা, উহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহার কি বলিবার আছে তাহা শুনিলে ক্ষতি কি?"

স্পাইক্স্ কার্টার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধন্যবাদ আপনাকে! আমার সকল কথা শুনিবার পর আপনি আমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন তাহাই করিব।"

গ্রেভিসের ইঙ্গিতে স্পাইক্স্ কার্টার তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সে ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিল।—আমেলিয়া সর্ব্বাগ্রে সম্মুখস্থ অট্টালিকার ফটকে প্রবেশ করিল।

এই বিরাট অট্টালিকাশ্রেণীর যে অংশে আমেলিয়া কার্টার বাস করিত তাহা বহু কক্ষে বিভক্ত; প্রত্যেক কক্ষই নানাপ্রকার মূল্যবান আসবাব-পত্রে সুন্দররূপে সজ্জিত। মার্জ্জিত রুচি, ধনবত্তা ও বিলাসিতার নিদর্শন প্রত্যেক কক্ষে দেদীপ্যমান।—গ্রেভিস্ স্পাইক্স্ কার্টারকে সঙ্গে লইয়া আমেলিয়ার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সুপ্রশস্ত হল-ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক ডেস্কের নিকট একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। আমেলিয়া অদূরবর্ত্তী পুরুগদী-আঁটা একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া একটি উৎকৃষ্ট 'রুসিয়ান সিগারেট' ধরাইয়া ধূমপানে মনঃসংযোগ করিল।

গ্রেভিস্ একটি সিগারেট দ্বারা স্পাইক্স্ কার্টারের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "তোমার কি বলিবার আছে সংক্ষেপে বল।"

স্পাইক্স্ কার্টার অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মত

'তামাকখোর' দীর্ঘকাল পরে ধূমপানের সুযোগ পাইয়া ভয়ঙ্কর খুসী হইল; সে প্রথমে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিঃশব্দে ধূমপান করিল, তাহার পর 'ছাইঝাড়া রেকাবী'র উপর অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিবার পূর্ব্বে, আমি কি জন্য আপনাদের মোটরের অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি তাহাই বলিতে চাই। আমি পিকাডেলির পথ হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ আপনাদের মোটরখানি দেখিতে পাই। মোটরখানি আমার ঘাড়ের উপর প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল! সে সময় 'হুইশ্ল' না দিলে আমি গাড়ীর চাকার নীচে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতাম; আমি তাড়াতাড়ি এক পাশে সরিয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। এরূপ শঙ্কটজনক অবস্থায় না পড়িলে হয় ত আপনাদের শকটের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। আপনাদের দেখিয়াই আমি সেইখানে একখানি ট্যাক্সি লইয়া আপনাদের অনুসরণ করিলাম; সৌভাগ্য-ক্রমে সে সময় কতকগুলি গাড়ীর হুড়ামুড়িতে পথ বন্ধ হইয়াছিল, নতুবা আমার ট্যাক্সি সেই মোটরের অনুসরণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ! আমি আপনাদিগকে এই অট্টালিকার সম্মুখে নামিতে দেখিয়া ট্যাক্সি থামাইয়া আপনাদের সম্মুখে আসিলাম; আপনার নাম জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছিল। আপনি যদি বলিতেন আপনার নাম গ্রেভিস্ নহে, তাহা হইলে আমি আমার অসঙ্গত কৌতূহলের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার ট্যাক্সিতে ফিরিয়া যাইতাম।—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুনিলাম আপনার নাম গ্রেভিস্, সেই মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইল। আমি বুঝিলাম আপনার সঙ্গিনী মিস্ আমেলিয়া কার্টার ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।"

গ্রেভিস্ স্পাইক্স্ কার্টারের এই সুদীর্ঘ ভূমিকা শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল; সে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া, তুমি কি চাও সংক্ষেপে তাহাই বল হে বাপু!"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার অনুমান সত্য; আমিই আমেলিয়া কার্টার। তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাদের অনুসরণ করিয়াছিলে তাহা জানিতে আগ্রহ

হইয়াছে। মামা কাযের লোক, তাঁহার অবসর অল্প; তিনি অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না।"

স্পাইক্‌স্ কার্টার ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "এইবার আমি কাযের কথা বলিব;—কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার পরিচয়টা দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—আমেলিয়া, আমি তোমার সহোদর ভ্রাতা, তোমার দাদা রবার্ট কার্টার।"

সেই মুহূর্ত্তে যদি সেই কক্ষে হঠাৎ একটা বোমা পড়িয়া তাহা আমেলিয়ার পদপ্রান্তে বিদীর্ণ হইত, তাহা হইলেও আমেলিয়া বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও বিচলিত হইত না!—স্পাইক্‌স্ কার্টারের কথা শুনিয়া আমেলিয়ার বক্ষের স্পন্দন যেন হঠাৎ অবরুদ্ধ হইল, তাহার কম্পিত অঙ্গুলি হইতে সিগারেটটি খসিয়া পড়িল, যেন সহসা নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি তাহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাহার দৃষ্টির গতিরোধ করিল! গ্রেভিস্ তাহার চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ করিয়াই তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল।

যাহা হউক, আমেলিয়া বিপুল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "তুমি বড় অদ্ভুত কথা বলিতেছ! তুমি আমার দাদা!. আমাকে তুমি এই কথা বিশ্বাস করিতে বল?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার বসিল, "তুমি আমার কথা হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না তাহা জানি; কিন্তু তোমার যে একটি বড় ভাই ছিল, একথা কি তুমি অস্বীকার কর?"

আমেলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে তোমার কি বলিবার আছে তাহাই শুনিতে চাই। তুমি যেমন বলিলে তুমি আমার ভাই—অমনই তোমার কথা বিশ্বাস করিয়া তোমাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিব,—ইহাই কি তুমি প্রত্যাশা কর?"

স্পাইক্‌স্ কার্টার স্থির-দৃষ্টিতে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, আমি তাহা প্রত্যাশা করি না; আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, একথা

শুনিয়া তুমি খুসী হইতে পার নাই, ইহা কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না ? তুমি কেন, লণ্ডনের নারীসমাজের মধ্যে বোধ হয় এরূপ একজনও নাই—যে আমাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হইবে। কিন্তু যদি তুমি সত্যই অষ্ট্রেলিয়ার 'জিগ্‌স' স্বর্ণখনির ভূতপূর্ব্ব অধিকারী জন কার্টার ও তাঁহার পত্নী গ্রেভিসের কন্যা হও, তাহা হইলে আমার আত্মপরিচয় তুমি অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। সে বহুদিনের কথা—বিনাগঙ্গের সুরম্য উদ্যান-ভবনে পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে আমাদের ভাইভগিনী দু'টির সুখময় শৈশব কি আনন্দেই না অতিবাহিত হইয়াছিল! আমি তোমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলাম। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর সেই সময় আমি পিতামাতার প্রগাঢ় স্নেহ, সুখশান্তির আগার পিতৃগৃহ, সকল বন্ধন কাটিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় গৃহত্যাগ করি, এবং কতকগুলি পশু-পালকের দলে মিশিয়া কুইন্স্‌ল্যাণ্ডে যাত্রা করি। সেখানে কিছুকাল পশুপালনের কায শিখিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া উত্তরাঞ্চলে যাই, এবং 'ক্যাথেরাইন রিভার' জেলায় গিয়া স্বাধীন ভাবে পশুপালনের ব্যবসায় আরম্ভ করি।—পিতার প্রগাঢ় স্নেহের মায়ের গভীর ভালবাসার মধুর স্মৃতি সময়ে সময়ে আমাকে ব্যথিত—ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত ; কিন্তু আমি বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনের উদ্দাম আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলাম, শৈশবের আনন্দ নিকেতন পিতৃগৃহে আর ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। আমার আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেইখানেই রহিলাম। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তোমাদের কোন সংবাদ লইলাম না! পিতামাতাও বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন আমি প্রাণত্যাগ করিয়াছি।

"তাহার পর আমি শুনিতে পাইলাম নিউ-গিনি রাজ্যে অনেকগুলি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবার আশায় অনেক লোক থন্তা-কোদাল লইয়া সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। আমিও সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না ; 'চাটিবাটি' তুলিয়া নিউ-গিনিতে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না ; অব্যবস্থিত চিত্ত যুবকের

দুর্দ্দশা পদে পদে ! আমি নিরুপায় হইয়া একদল মুক্তাব্যবসায়ীর সহিত মিশিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মুক্তা তুলিতে চলিলাম। কিছু দিন জাহাজে জাহাজে কাটিয়া গেল ; সাগরে উপসাগরে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তাহার পর আমেরিকায় ফিরিয়া পুনর্ব্বার স্বর্ণখনির সন্ধানে মনঃসংযোগ করিলাম। পিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার জিগ্‌স স্বর্ণখনিতে যাহার মন বসে নাই, সে নূতন সোনার খনির সন্ধানে আলাস্কা হইতে চিলে পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা !

"কিন্তু আমি আমেরিকায় অপরিচিত নহি ; সেখানে সুনাম অর্জ্জন করিতে না পারিয়া থাকি—দুর্নাম অর্জ্জনে কেহ আমাকে বাধা দিতে পারে নাই! কুসংসর্গে মিশিয়া দুই হাতে টাকা উড়াইতাম, জুয়া খেলিতাম ; নাচ গান, পান-ভোজন আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন দুনিয়ায় আর কোন সুখ আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কানাডা রাজ্যের প্রত্যেক নগরে, এমন কি, তাহার উত্তরাঞ্চলেও স্পাইক্‌স্ কার্টারের নাম সকলের সুপরিচিত ছিল ; কিন্তু আমার প্রকৃত নাম স্পাইক্‌স্ কার্টার নহে, রবার্ট কার্টার। সকল স্থানেই আমি আমার নাম ভাঁড়াইয়া 'স্পাইক্‌স্ কার্টার' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আসিয়াছি।—ইহাই আমার অভিশপ্ত জীবনের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"আজ রাত্রে পিকাডেলির পথ দিয়া চলিতে চলিতে মোটর গাড়ীতে মামা গ্রেভিস্‌কে হঠাৎ দেখিলেও চিনিতে পারিলাম। আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম—এই সুদীর্ঘ দশবৎসর পরেও তাঁহার চেহারা প্রায় সেইরূপই আছে, এইজন্যই উঁহাকে চিনিবার কোন অসুবিধা হয় নাই ; কিন্তু আমেলিয়া, তোমাকে আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই, কারণ যখন আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করি, তখন তুমি একাদশ বৎসরের বালিকা মাত্র ; এই দশ বৎসরে তোমার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তোমার এখনকার চেহারার সঙ্গে সেই সময়ের চেহারার যে কোন সাদৃশ্যই নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না ; বরং তোমার চেহারা দেখিয়া আমার স্নেহময়ী মায়ের চেহারাই মনে পড়িতেছে ! তাঁহারও অমনই ঠোঁট দু'খানি, অমনই নাক

চোক, অমনই ভ্রু ছিল। মনে হইল, মা-ই যেন নবযৌবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন!

"মামা, আমেলিয়া, তোমরা দুইজনেই আমার শোচনীয় জীবনের ইতিহাস শুনিলে; আমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। আজ আমি দরিদ্র, নিরাশ্রয়; আমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না হইলে তোমাদের মনে বিশ্বাস-উৎপাদনের উপযুক্ত প্রমাণ আমি কোথায় পাইব? কিন্তু আমার অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, তোমাদিগকে বিব্রত করিবার ইচ্ছা আদৌ আমার নাই। আমাকে 'দাদা' বলিয়া স্বীকার করিতে যদি তোমার লজ্জা হয়—তাহা হইলে আমেলিয়া তুমি আমাকে বিদায় দাও; আমি যেভাবে আসিয়াছি সেইভাবেই চলিয়া যাইব। আমি তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় লণ্ডনে আসি নাই; সৌভাগ্যক্রমে দৈবযোগে হঠাৎ তোমার দেখা পাইয়াছি। পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, আমি তোমাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।"

আমেলিয়া চেয়ারে বসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে স্পাইক্‌স্ কার্টারের সকল কথা শ্রবণ করিল; তাহার কথা শুনিতে শুনিতে আমেলিয়ার মুখভাবের কতবার পরিবর্ত্তন হইল, তাহার সংখ্যা হয় না! তাহার মন বর্ত্তমান হইতে অতীত স্মৃতির তমসাচ্ছন্ন গর্ভে ডুবিয়া অধীর ভাবে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল! তাহার অল্প অল্প মনে পড়িত তাহার পুত্রহারা স্নেহময়ী জননী পুত্র-শোকে অধীর হইয়া কতদিন নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিয়াছেন, রবার্টের জন্য কত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন; আমেলিয়া তখন শিশু ছিল, তথাপি রবার্টের কথা একটু একটু তাহার মনে পড়িত। একদিন রবার্ট নূতন লাটিম আনিয়া সাদরে ভগিনীকে উপহার দান করিয়াছিল; অনেক স্মরণীয় বৃহৎ ঘটনা অপেক্ষা এই তুচ্ছ কথাটাই এতকাল পরে তাহার মনে পড়িয়া গেল! তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় কি এক অজ্ঞাত বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল, এবং বড় বড় নীল চক্ষু দুটি সহসা অশ্রুময় হইল। তাহার ধারণা ছিল, রবার্ট বহু-দিন পূর্ব্বে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে; মা বাবা উভয়েই তাহাকে দুঃখের

সাগরে ভাসাইয়া ভিখারিণীর ন্যায় নিরাশ্রয় করিয়া অকালে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে এক মাতুল ভিন্ন তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। এতদিন পরে তাহার সেই দীর্ঘকালের নিরুদ্দিষ্ট ভাই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত! কিরূপে সে তাহার অভ্যর্থনা করিবে? কি করিয়া সে তাহার পরমপ্রীতিভাজন সহোদরের নিকট তাহার হৃদয়াবেগের পরিচয় প্রদান করিবে?

আমেলিয়া কম্পিত পদে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর স্পাইক্‌স্ কার্টারের সম্মুখে আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আলোর কাছে ফিরিয়া দাঁড়াও দেখি!"

স্পাইক্‌স্ কার্টার সূত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সরিয়া গিয়া বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইল।

তখন আমেলিয়া সেই উজ্জ্বল আলোকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্পাইক্‌স্ কার্টারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমার চুলের রঙ্গ আমাদের চুলের মতই একটু লাল্‌চে কাল; মায়ের চক্ষুর তারা দুটী যেমন ছিল, তোমার চক্ষুর তারাদুটিও ঠিক সেই রকম; বিশেষতঃ, তোমার নাকটি ঠিক যেন আমার মায়েরই নাক, আমাদের ভাই বোন উভয়ের, নাকেই সাদৃশ্য আছে।—তবে কি তুমি সত্যই আমার হারানো ভাই রবার্ট? ঈশ্বরের দিব্য, তুমি সত্য কথা বল।—আমার যে সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে!"

স্পাইক্‌স্ কার্টার আমেলিয়ার স্কন্ধে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "যদি তুমি অষ্ট্রেলিয়ার বিনাগঙ্গ ষ্টেশনের উত্থানবাসী জন কার্টারের কন্যা হও—তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আমিই তোমার সহোদর রবার্ট কার্টার।"

ঠিক সেই সময় আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া রবার্টের সম্মুখে দাঁড়াইল; আকস্মিক উত্তেজনায় আজ সে-ও অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অতীতের অনেক বিস্মৃতপ্রায় কথা ধীরে ধীরে তাহার মনে

পড়িতেছিল ; সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রবার্টের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে আমেলিয়াকে বলিল, "আমেলিয়া, ইহার কথা যে সত্য, এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; এ তোমার দাদা রবার্টই বটে ! তোমার পিতা যৌবনকালে দেখিতে যেরূপ ছিলেন, সে মূর্ত্তি আমি ভুলি নাই ; এ অবিকল সেই মূর্ত্তি ! হাঁ, এ রবার্ট কার্টার ভিন্ন অন্য কেহ নহে, মা !"

গ্রেভিস্ আনন্দভরে স্পাইক্স্ কার্টারের করমর্দ্দন করিল। তাহার পর সে বলিল, "অনেকদিন পূর্ব্বে যখন রবার্ট কার্টার ক্ষুদ্র শিশুমাত্র ছিল—সে সময় আমি তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর-সোহাগ করিয়াছি। আমার মনে আছে সেই সময় আমি তাহার ঘাড়ের নীচে একটা প্রকাণ্ড কালো তিল দেখিতাম। তোমার ঘাড়ের নীচে সেই তিলটি এখন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই আছে।"

স্পাইক্স্ কার্টার অর্থাৎ রবার্ট ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাহা আছে কি না তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ, মামা !"—সে তৎক্ষণাৎ তাহার কোট খুলিয়া ফেলিয়া সার্ট ও গেঞ্জি টানিয়া তুলিয়া তাহার পৃষ্ঠ অনাবৃত করিল, এবং ল্যাম্পের দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। গ্রেভিস তাহার পিঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘাড়ের নীচে শুভ্র চর্ম্মের উপর একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ তিল বর্ত্তমান আছে !

এই সময় রবার্টের কর্ণমূলস্থ সুপ্রশস্ত ও গভীর ক্ষতচিহ্নটিও গ্রেভিসের দৃষ্টি গোচর হইল। সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বব, (রবার্টের ডাক নাম 'বব।' যেমন উইলিয়মের ডাকনাম বিল্ ; আমাদের মধ্যেও যথা, বলেন্দ্র—বলু ; ভজহরি —ভজা) তোমার কানের নীচে ও ক্ষতচিহ্নটা ত পূর্ব্বে ছিল না ! ওখানে ক্ষত হইয়াছে কিরূপে ?"

রবার্ট বলিল, "সে কথা পরে বলিতেছি, মামা !"

কিন্তু আমেলিয়া সে কথার কর্ণপাত না করিয়া উভয় বাহুতে রবার্টের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "বব, বব, এতকাল পরে তোমাকে ফিরিয়া পাইলাম ! আমার যে এ আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। পরমেশ্বর

আজ আমাকে কত সুখী করিয়াছেন—তা আমি কি করিয়া প্রকাশ করিব?" —আনন্দাতিশয্যে সে রবার্টকে প্রায় কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল!—সেই সুমধুর মিলন-দৃশ্য দেখিয়া কঠিনহৃদয় গ্রেভিসের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রবার্ট কার্টার ভগিনীর স্নেহালিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া কহিল, "ভগিনী আমেলিয়া, আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পাইয়া আমি যে কতদূর সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি আজ হঠাৎ তোমাকে দেখা দিয়া ভাল করিয়াছি কি না সন্দেহ! আজ পথে আসিতে আসিতে মোটর গাড়ীতে মামাকে ও তোমাকে না দেখিলে এই লণ্ডন সহরে তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতাম,—এরূপ মনে হয় না। আমার মত দুরবস্থাপন্ন, মলিনপরিচ্ছদধারী দরিদ্র ভবঘুরেকে তুমি তোমার সহোদর বলিয়া স্বীকার করিবে—ইহাও আমি আশা করি নাই।"

আমেলিয়া সস্নেহে বলিল, "ভাই, এ তোমার অন্যায় অভিমান! মায়ের পেটের ভাই দরিদ্র হইলেও সে কি কখন তাহার ভগিনীর অনাদরের পাত্র হয়? স্নেহ কি ধনী-দরিদ্র বিচার করে? তুমি যতই দরিদ্র, হতভাগ্য হও, তোমার পরিচ্ছদ যতই অব্যবহার্য্য হউক, তথাপি তুমি আমার ভাই; আমরা দু'জনে একই মাতার স্তন্যদুগ্ধে বর্দ্ধিত হইয়াছি, একই পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছি, একই রক্ত আমাদের উভয়ের দেহে প্রবাহিত হইতেছে। আর আজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তুমি দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব? বরং দরিদ্র ও নিরাশ্রয় বলিয়া তুমি আমার অধিক আদর ও যত্নের পাত্র।"

রবার্ট হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া তাহার ভগিনীকে বলিল, "আমেলিয়া, তোমার কথা শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। পরমেশ্বর আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দিনে তোমার সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া দিলেন; জানি না তাঁহার ইচ্ছা কি? কিন্তু আমার সকল কথা শুনিলে আমাকে তোমার ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি

না ; হয়.ত এজন্য তুমি অনুতপ্ত হইবে।—তুমি বসিয়া স্থির চিত্তে আমার সকল কথা শোন।"

আমেলিয়া রবার্ট কার্টারকে সম্মুখে বসাইয়া একখানি প্রকাণ্ড চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমার কি বলিবার আছে, বল।"

গ্রেভিসও আর একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাদের পাশে বসিল। একটা প্রকাণ্ড ঘড়িতে ঠং-ঠং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল, কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

রবার্ট ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তোমাদের অনুসন্ধান করিতে লণ্ডনে আসি নাই ; আমার এখানে আসিবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল।—কি উদ্দেশ্যে আমি লণ্ডনে আসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। মামা, তুমি আমার কর্ণমূলের নীচে প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্নটি দেখিয়া উহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলে ; আমার সকল কথা শুনিলে তাহাও জানিতে পারিবে।"

রবার্ট কার্টার তখন তাহার প্রতি ডিলনের ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কাহিনী আদ্যোপান্ত তাহাদের গোচর করিল। স্বর্ণখনির সন্ধানে কানাডা রাজ্যের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত নিকল্‌সন পোষ্টের নির্জ্জন কুটীরে একাকী অবস্থানকালে একদিন রাত্রিকালে পথশ্রমে ক্লান্ত পীড়িত জন প্যাট্রিকের উদ্ধার সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া, ডিলনের সন্ধানে লণ্ডনে আসিয়া তাহার গৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ, মল্লযুদ্ধ ও তাহার আকস্মিক মৃত্যু পর্য্যন্ত সবিস্তার বর্ণনা করিল।—আমেলিয়া ও গ্রেভিস্ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিল ; তাহাদের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না!

রবার্ট কার্টার মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি তোমাদের যে সকল কথা বলিলাম—তাহার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে,—ইহা আমি সপথ করিয়া বলিতেছি। আমার সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার ইচ্ছা হইলে পশ্চিম কানাডার যে কোন নগরে অনুসন্ধান করিলেই

তাহা জানিতে পারিবে। সেখানকার সকল লোকই হয় ত একবাক্যে বলিবে, আমি ব্যাসনাশক্ত, অপব্যয়ী, ঘোর বিলাসী ও অব্যবস্থিত চিত্ত যুবক; কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, পরস্বাপহারী তস্কর,—একথা কেহই বলিতে পারিবে না। বরং সকলেই বলিবে, আমি সাধ্যানুসারে পরের উপকারই করিয়াছি। কিন্তু আত্মপ্রশংসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যে স্বেচ্ছায় নরহত্যার পাতকে লিপ্ত হই নাই, ইহা তোমাদের বিশ্বাস করাইবার জন্যই একথার উল্লেখ করিলাম। তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিলেও পুলিশ একথা বিশ্বাস করিবে না; তাহাদের ধারণা হইবে—আমি স্বহস্তে স্বেচ্ছায় ডিলনকে হত্যা করিয়াছি। তাহার অপঘাত মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নহি, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন করিব? পুলিশ হয় ত এতক্ষণ ডিলনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছে; আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চারিদিকেই ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে! যদি আমি ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর নিস্তার নাই; সেসন আদালতের বিচারে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। কিন্তু আমি সপথ করিয়া বলিতেছি, ডিলনকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই।

"পিকাডেলির পথে আসিতে আসিতে যদি তোমাদের দেখা না পাইতাম, তাহা হইলে যে জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছি, সেই জাহাজেই ফিরিয়া যাইতাম। জাহাজখানির নাম 'পপ্‌লার' তাহা এখনও বন্দরে নঙ্গর করিয়া আছে। সেই জাহাজে আমার কানাডায় প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প ছিল। জন প্যাট্রিকের আবিষ্কৃত খনিতে হস্তক্ষেপনের আশা নাই, উহা পূর্ব্বেই ডিলন হস্তগত করিয়াছিল; সুতরাং আমি যে কয়েকখানি হীরক আজ রাত্রে ডিলনের ডেস্ক হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা দিয়াই প্যাট্রিকের নিরাশ্রয় পরিবারের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিব। যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি হস্তগত করিয়াছি, তাহা নিজের অভাব মোচনের জন্য রাখিব। হীরকগুলির সংখ্যা অল্প হইলেও তাহা অত্যন্ত মূল্যবান, প্রথম শ্রেণীর হীরক; তাহা বিক্রয় করিলে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই দরিদ্র প্যাট্রিক পরিবারের অভাব দূর হইবে। জন প্যাট্রিকের বিধবা পত্নী যতদিন বাঁচিবে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার বড়

দুঃখ এই যে, এতকাল পরে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলেও দুই দিন একত্র বাস করিতে পারিলাম না! না, আমার অদৃষ্টে সে সুখ নাই; আজ রাত্রেই আমাকে জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে হইবে। আমার মত ফৌজদারীর আসামীকে আশ্রয় দান করিয়া তুমি বিপন্ন হও, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

রবার্টের কথা শুনিয়া আমেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইহাই কি তুমি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছ?"

রবার্ট বলিল, "হাঁ, আমেলিয়া, ইহাই আমার কর্ত্তব্য। আমার কর্ত্তব্যের জন্য আমিই দায়ী; যদি ধরা পড়িয়া দণ্ডভোগ করিতে হয়, আমি একাকী সে দণ্ড ভোগ করিব? এই লজ্জাজনক ঘৃণিত ব্যাপারে তোমাকে জড়াইব কেন? আমাকে আশ্রয়দান করিলে তোমাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইবে, তাহা ত তুমি বুঝিতে পারিতেছ।"

আমেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ডিলন যে কুকর্ম্ম করিয়াছিল, সে তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছে; পরমেশ্বর তাহার পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর—এতদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পাইয়া আমেলিয়া কার্টার বিপদের আশঙ্কায় তাহার নিরাশ্রয় গৃহহীন বিপন্ন সহোদরকে পরিত্যাগ করিবে?—আমার সম্বন্ধে যদি তোমার এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে—তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিব, তুমি আমার প্রকৃতির পরিচয় পাও নাই।"

রবার্ট কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কিন্তু নারী তুমি, মামা গ্রেভিস্ ভিন্ন তোমার হিতৈষী অন্য কেহ আছে কি না জানি না; আর থাকিলেও, আইনের চক্ষে যে অপরাধী, লণ্ডনের সমগ্র পুলিশ ফৌজ যাহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ, তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে—"

আমেলিয়া হঠাৎ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে বিজলী প্রভার বিকাশ করিয়া, রবার্টের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার কথায় বাধা দিয়া সতেজে বলিল, "আমার পক্ষে কতদূর সঙ্গত, কতদূর সম্ভব, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? সেই জন্যই ত বলিতেছি, বব, তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না, আমার শক্তি-

সামর্থ্যেরও কোন পরিচয় পাও নাই! কিন্তু এপর্য্যন্ত তুমি কি তোমার ভগিনীর ও তোমার মাতুলের সম্বন্ধে কোন কথা কোন সংবাদপত্রেও পাঠ কর নাই? সুবিখ্যাত রূপসী বোম্বেটের নাম কি তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত?"

রবার্ট কার্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি এ সকল কথা কিছুই জানি না। চিরজীবন পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে স্বর্ণের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কখন কোন সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পাই নাই; সভ্যজগতের কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহারও সন্ধান রাখি নাই। এই জন্যই, তুমি কি বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমেলিয়া এবার তাহার মাতুল গ্রেভিসের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "মামা, আমার মনে অহঙ্কার ছিল—আমার নাম শ্রবণ করে নাই, আমার শক্তির পরিচয় পায় নাই, সভ্যজগতে এরূপ লোক কেহই নাই! কিন্তু ববের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমার সে অহঙ্কারের কোন মূল্য নাই; আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার সম্মুখেই এরূপ একজন বসিয়া আছে—যে কোনও দিন আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অজেয় জলদস্যু 'রূপসী বোম্বেটে'র নাম শোনে নাই! আমাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি এতই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ!"

রবার্ট কার্টার বিস্মিত ভাবে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমেলিয়া বলিল, "কিন্তু শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবে; সে জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আজ রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সে জন্য তোমাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিতেছি। তুমি ভয়, উদ্বেগ ত্যাগ কর, নিশ্চিন্ত হও; তুমি সৌভাগ্যক্রমে যখন আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছ, তখন পুলিশ সহজে তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আমার এই আশ্বাসবাণীর উপর তুমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পার। রাত্রি অধিক হইয়াছে, ক্ষুধাও যথেষ্ট হইয়াছে; তুমিও বোধ হয় দীর্ঘকাল অনাহারে আছ। খাবার ঠাণ্ডা হইতেছে; চল, এখন পরিতৃপ্তির সহিত আহার করি। তাহার পর আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ তোমাকে এইমাত্র বলিয়া রাখি—প্রাণভয়ে তোমার দেশান্তরে পলায়ন করিবার আবশ্যক নাই; তুমি এমন কোন গর্হিত কার্য্য কর নাই, যেজন্য তোমাকে আমার ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা হইবে। তোমার কায আইনের চক্ষে যতই দূষণীয় হউক, আমার সহোদরের তাহা অযোগ্য হয় নাই। একথা কেন বলিতেছি, তাহা তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব।—মামা, তুমি ববের সঙ্গে একটু গল্প কর, ততক্ষণ আমি একটা কায সারিয়া আসি।"

আমেলিয়া উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল; রবার্ট কার্টার তাহার মাতুলের সহিত গল্পে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলগুলির মধ্যে 'হোটেল ভিনিসিয়া'র নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের কোনও দরিদ্র ব্যক্তি যে সেখানে গিয়া পান-ভোজনাদি করিবে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অতীত! সেখানে 'ফতো' ইংরাজের স্থান নাই। বড় বড় বনিয়াদী ঘরের ছেলেরা, লণ্ডনের ধনকুবেরগণ সেখানে আহার বিহার করিতে যান; গান-বাজনায় পরিতৃপ্ত হন। বিশেষতঃ ভিনিসিয়া হোটেলে প্রতিদিন অপরাহ্ণে যে ঐক্যতানিক বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয়—তেমন সুমিষ্ট যন্ত্র-সঙ্গীত লণ্ডনের আর কোন হোটেলে শুনিতে পাওয়া যায় না। মিঃ ব্লেক ইহার এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে, তিনি অবসর পাইলেই অপরাহ্ণকালে ভিনিসিয়া হোটেলে উপস্থিত হইতেন, এবং সেখানে কিঞ্চিৎ পান-ভোজন শেষ করিয়া ঐক্যতানিক যন্ত্রসঙ্গীতে মনোনিবেশ করিতেন। —বেলা সাড়ে চারিটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেখানে 'অরচেষ্ট্রা' বাজিত।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনও অপরাহ্ণকালে মিঃ ব্লেক তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর স্মিথকে লইয়া ভিনিসিয়া হোটেলে গমন করিয়াছিলেন। হোটেলের সুপ্রশস্ত ভোজনাগার তখন লোকে লোকারণ্য! মিঃ ব্লেক একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া একজন খানসামাকে দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশেই আর একখানি চেয়ারে বসিয়া চারিদিকে ভোজন-বিলাসী নরনারীগণের সমাগম লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু আমোদে যোগদান করিতে আসিয়াও মিঃ ব্লেকের মন চিন্তাশূন্য ছিল না; তখনও তিনি ডিলনের হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবিতেছিলেন। কি উপায়ে হত্যাকারীর সন্ধান করিবেন, তাহা তখন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। তদন্তের পর দুই দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর

টমাস ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে অনেকবার পরামর্শ করিয়াছে ; কিন্তু কেহই কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই।

ইন্‌স্পেক্টর টমাস, কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন-বিশিষ্ট লোকটির সন্ধানে দশ বারজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিল ; তাঁহারা লণ্ডনের সকল পল্লীতেই হত্যাকারীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কেহই এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইন্‌স্পেক্টরের ধারণা হইয়াছে হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়াছে ; কিন্তু মিঃ ব্লেক এ সম্বন্ধে তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ব্যাপারটা 'ইচ্ছাকৃত নরহত্যা' বলিয়াই ইন্‌স্পেক্টরের ধারণা ছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, ডিলনের লাইব্রেরী-কক্ষে আততায়ীর সহিত তাহার রীতিমত মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় যেরূপেই হউক, ডিলনের মস্তক হঠাৎ অগ্নিকুণ্ডের লৌহময় আধারগাত্রে সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ফলে যাহাই হউক, ডিলনের আততায়ী যে নিরপরাধ, এ ধারণা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা না হইলেও তাহার অপরাধ যে গুরুতর, এ বিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

হত্যাকাণ্ডের পরদিন ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ পশ্চিম কানাডার অন্তর্গত এড্‌মণ্টন নগরের পুলিশের অধ্যক্ষকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া ডিলনের অতীত জীবনের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিল---যদি ইহা হইতে হত্যা-রহস্যভেদের কোন রকম সাহায্য পাওয়া যায়। এড্‌মন্‌টনের পুলিশের অধ্যক্ষ সেই দিনই সেই টেলিগ্রামের উত্তর দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোন কাযের কথা ছিল না। ডিলন সেই অঞ্চলে কিছুকাল বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা ছিল কি না তাহা অজ্ঞাত।—টেলিগ্রামে এই মর্ম্মের উত্তর পাইয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে সে স্থির করিয়াছিল, সমগ্র লণ্ডনসহর তোলপাড় করিয়া যাহার বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাকেই সে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে, এবং

যেরূপে পারে তাহার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইবে ; কিন্তু বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট একটি প্রাণীও ধরা পড়িল না !

কিন্তু মিঃ ব্লেক অন্যভাবে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তাহা তিনি ইন্‌স্পেক্টর টমাসকে জানিতে দিলেন না। ডিলন কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি উইল করিয়াছিল ; মিঃ ডিক্সন সেই উইলখানি মিঃ ব্লেককে ও ইন্‌স্পেক্টর টমাসকে দেখাইয়াছিলেন। উইলে ডিলন দুইজনমাত্র লোককে তাহার সম্পত্তির 'এক্‌জিকিউটার' নিযুক্ত করিয়াছিল ; একজন মিঃ ডিক্সন, দ্বিতীয় ডিলনের এটর্ণি। উইলখানি অতি সংক্ষিপ্ত। তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহার মৃত্যুর পর—কানাডা রাজ্যের অন্তর্গত মন্‌ট্রিল নগরের ১০৬ এ ব্লুয়ারী ষ্ট্রীটস্থ প্যাট্রিক নাম্নী বিধবা তাহার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে !

উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ ও মিঃ ব্লেক উভয়েরই ধারণা হইল, এই রমণীর সহিত মিঃ ডিলনের কোনরূপ আত্মীয়তা ছিল ; কিন্তু সেই আত্মীয়তা কিরূপ তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইল। ডিলন বিবাহ করে নাই ; ইংলণ্ডে তাহার কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয় ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর মন্‌ট্রিলের পুলিশের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া উত্তর পাইলেন, বিধবা প্যাট্রিক-পত্নীর সহিত ডিলন নামক কোন ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই ! এই সংবাদে ইন্‌স্পেক্টর টমাস ও মিঃ ব্লেক উভয়ে হতবুদ্ধি হইলেন। কোন সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, এমন কি, পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, অথচ ধনকুবের ডিলন সুদূর কানাডা রাজ্যের মন্‌ট্রিল নগরের একটা দরিদ্রা বিধবাকে তাহার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছে ! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার পূর্ব্বে কখন তাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। ডিলন যে এই ভাবে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, জন প্যাট্রিকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—তাহার যৎসামান্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে, ইহা মিঃ ব্লেকের কল্পনারও অতীত ! ডিলন পুত্রাপহরণ করিয়া ধনকুবের হইয়াছিল, অবশিষ্ট জীবন সুখ-সচ্ছন্দে ও মহাসম্মানে কাটাইয়া, যাহার ধন হরণ করিয়া সে 'হঠাৎ নবাব' হইয়াছিল তাহার বিধবা পত্নীকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যাইবে,—ডিলনের অতীত

জীবনের গুপ্ত রহস্য না জানিলে, ইহা কেহই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিত না। বিশেষতঃ, জন প্যাট্রিকের বিধবা পত্নী দুইটি অপোগণ্ড বালকবালিকা লইয়া অর্থাভাবে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, ইহা জানিয়াও ডিলন জীবিত অবস্থায় একটি 'পেনী' পাঠাইয়াও তাহাকে সাহায্য করে নাই, এ অবস্থায় কি উদ্দেশ্যে সে সেই বিধবাকেই তাহার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিল—তাহা কে বুঝিবে ?

ডিলন তাহার উইলে কেবল যে বিধবা প্যাট্রিককেই তাহার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়াছিল এরূপ নহে, উইলে ইহাও লিখিত-ছিল, যদি তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিধবা প্যাট্রিকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বিধবার বৈধ উত্তরাধিকারীরা তাহার পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তি লাভ করিবে !

মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন, এই উইলের দানের সূত্র ধরিয়াই তিনি তদন্ত আরম্ভ করিবেন। ইন্‌স্পেক্টর টমাস্ এই সূত্র ধরিয়া মন্‌ট্রিলে টেলিগ্রাম করিয়া কিছুই জানিতে না পারিলেও মিঃ ব্লেক হতাশ হইলেন না। তিনি ইন্‌স্পেক্টর টমাসের অগোচরে তাঁহার মন্‌ট্রিলস্থ এজেণ্টের নিকট একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন প্রভাতে সেই টেলি-গ্রামের যে উত্তর আসিয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"আপনার আদেশানুসারে যথাযোগ্য তদন্ত করিলাম। প্যাট্রিক নাম্নী একটি বৃদ্ধা বিধবা এই নগরের ১০৬ এ ব্লুয়ারী ষ্ট্রীটের একখানি জীর্ণ কুটীরে বাস করে। বৃদ্ধার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ; সে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার একটি নাতি ও একটি নাতিনী আছে। নাতির বয়স বাইশ, নাতিনীর বয়স কুড়ি বৎসর। নাতিটি পরিশ্রমী কর্ম্মক্ষম যুবক ; তাহারা কঠিন পরিশ্রমে যাহা উপায় করে—তাহাতে অতি কষ্টে এই দরিদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হয়। মেয়েটি একটি কারখানায় 'টাইপিষ্টে'র (Typist) কায করে। তাহার উপার্জ্জন অতি সামান্য। তথাপি তাহারা ভ্রাতা ভগিনীতে উপার্জ্জন আরম্ভ করিবার পর হইতে ইহাদের দুই বেলার অন্নের সংস্থান হইয়াছে। এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া আজ জানিতে পারিলাম—

এই দরিদ্র পরিবার আজই লণ্ডন হইতে তার যোগে দুইশত পাউণ্ড পাইয়াছে! এ টাকা কে পাঠাইয়াছে, কেন-ই বা পাঠাইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই; সন্ধানে থাকিলাম—এ সকল সংবাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিতে পারিলেই আপনাকে পুনর্ব্বার তার করিতেছি।"

এই তার পাইয়া মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহাকে এই উত্তর দিলেন:—"দুই শত পাউণ্ড লণ্ডন হইতে কে পাঠাইল, তাহার সন্ধান লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তুমি সংবাদপত্রে তারের খবরে দেখিয়া থাকিবে, লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ হীরক-ব্যবসায়ী ডিলন দুই দিন পূর্ব্বে হঠাৎ নিহত হইয়াছে। তাহার উইল পাঠ করিয়া এইমাত্র জানিতে পারিলাম সে তাহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি প্যাট্রিকের বিধবাকে দান করিয়া গিয়াছে! প্যাট্রিকের বিধবা পত্নী ডিলনসম্বন্ধে কি জানে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্র আমাকে জানাইবে। সে ডিলনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে, এ সংবাদ তাহাকে দেওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে হয় সেইরূপ করিবে।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই দিন অপরাহ্ণকালে ভিনিসিয়া হোটেলে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছেন,এমন সময় উহার উত্তর আসিল। তাঁহারা উভয়েই ব্যগ্রভাবে পাঠ করিলেন, "আপনার অনুরোধানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি; যে ব্যক্তি লণ্ডন হইতে দুইশত পাউণ্ড পাঠাইয়াছে, তাহার নাম কার্টার। তাহার ঠিকানা জানিতে পারি নাই। সংবাদপত্রের টেলিগ্রামে ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠ করিলাম। প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীর সহিত পুনর্ব্বার দেখা করিয়া ডিলনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, সে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে; তাহার সহিত কথা কহিয়া বুঝিলাম, ডিলনের প্রতি সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধা ও বিরক্তা। সে বলিল, ডিলনের পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে! সেই সময় তাহার নাতি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সে কথা চাপিয়া গেল, আর কোনও কথা বলিতে সম্মত হইল না। তাহার পর কার্টারের কথা তুলিলাম; তাহাকে বেশ চেনে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমার নিকট কোন কথা স্বীকার করিল না। আমাকে বোধ হয় সন্দেহ

করিয়াছে। আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম, ডিলন তাহাকে তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়াছে ; কথাটা সে বিশ্বাস করিল না।—অতঃপর আমাকে কি করিতে হইবে জানাইবেন।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর কি করিবেন, হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন্‌ট্রিলস্থ এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ তাঁহাকে অনেক নূতন সংবাদ জানাইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলির সাহায্যে রহস্যভেদের কোন পন্থা তিনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে তিনি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, প্যাট্রিক-পত্নী ফিলিপ্‌সের নিকট যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কথাই সে জানে ; তাহার নাতি হঠাৎ সেখানে আসিয়া হয় ত নিষেধসূচক ইঙ্গিত করাতেই সে আর কোন কথা প্রকাশ করে নাই। প্যাট্রিক-পত্নী আর কোন কথা প্রকাশ না করিলেও ডিলনের প্রতি সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, ইহা সে গোপন করে নাই ; ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সে সুখী হইয়াছে। ডিলন তাহার যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে দিয়া গিয়াছে, একথা সে বিশ্বাস করে নাই। ডিলনের প্রতি যে এরূপ জাতক্রোধ—ডিলন তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছে ; ইহার-ই বা কারণ কি ? এই দুর্ব্বোধ্য রহস্য ভেদের উপায় কি ? বিশেষতঃ, ডিলনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্যাট্রিক-পত্নীর নিকট দুইশত পাউণ্ড প্রেরিত হইল ! কে তাহা পাঠাইল ? ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সহিত এই দানের কোন সম্বন্ধ আছে কি ?

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় স্মিথ অদূরে কুমারী আমেলিয়াকে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে জানিত মিঃ ব্লেকের সহিত আমেলিয়ার যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে। তিনি আমেলিয়ার সহিত দেখা হইলে সুখী হইবেন মনে করিয়া স্মিথ ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, কুমারী আমেলিয়াও এখানে আসিয়াছেন দেখিতেছি !"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "কৈ ? আমি ত তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না !"

স্মিথ বলিল, "ঐ যে ! ঐ থামটার আড়ালে বসিয়া আছেন ; তিনি একা

আসেন নাই, তাঁহার মামা মিঃ গ্রেভিসও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন; আর একটি যুবককে দেখিতেছি—হাসিয়া হাসিয়া আমেলিয়ার সঙ্গে গল্প করিতেছে! লোকটা কে চিনিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক মস্তক প্রসারিত করিয়া অদূরবর্ত্তী স্তম্ভের অন্তরালে উপবিষ্ট আমেলিয়াকে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "হাঁ, এবার দেখিয়াছি। উহারা আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই; এখনই তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না, পরে দেখা করিলেই চলিবে।"

মিঃ ব্লেকের চা-পান অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তিনি ধূমপান করিতে করিতে পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; ইতিমধ্যে কখন যে স্মিথ তাঁহার পাশ হইতে উঠিয়া আমেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে তিনি স্মিথকে পাশে না দেখিয়া আমেলিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি দেখিলেন, স্মিথ আমেলিয়ার অদূরে একখানি টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তিনি আমেলিয়ার দিকে চাহিতেই যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার মনে যুগপৎ ক্ষোভ ও ঈর্ষার সঞ্চার হইল, তিনি ডিলনের হত্যাকাণ্ডের কথা বিস্মৃত হইলেন; এতক্ষণ যে সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল, তাহা মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল! হঠাৎ তাঁহার বুকের ভিতর কি এক অজ্ঞাত বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল; তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে কাণের ডগা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল!

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমেলিয়া, তাহার মাতুল গ্রেভিস, এবং যে অপরিচিত যুবক আমেলিয়ার পাশে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছিল—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এই যুবকটি কে? স্মিথের ন্যায় তিনিও তাহাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই! সে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাহা তিনি তাহার সুন্দর মুখশ্রী ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক নানা কারণে আমেলিয়ার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; এ কাল পর্য্যন্ত যদি কোন রমণী মিঃ

ব্লেকের হৃদয় মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে—তবে সে আমেলিয়া ; যদি তিনি জীবনে কোন রমণীকে ভালবাসিয়া থাকেন—তাহা হইলে কেবলমাত্র আমেলিয়াই তাঁহার হৃদয় জয়ে সমর্থ হইয়াছিল। তিনিও আমেলিয়ার হৃদয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; উভয়ের জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে প্রধাবিত। আমেলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, জীবনের সকল উচ্চাভিলাষ, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া—ডিটেক্‌টিভের গৃহলক্ষ্মীরূপে বৈচিত্র্যহীন শান্তিময় জীবন যাপন করিবে—তাহার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; আবার মিঃ ব্লেক তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ইহজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সাধনা পদদলিত করিবেন, স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহার অপরিসীম দুরাকাঙ্ক্ষার অনুসরণে নিয়ত তাহার সঙ্গে সাগরে সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, তাহার আত্মম্ভরিতার, ধৃষ্টতার, ও নানা অবৈধ আচরণের সমর্থন করিবেন, ইহাও কদাচ সম্ভব নহে। এজন্য তাঁহাদের হৃদয় পরস্পরের প্রতি যতই আকৃষ্ট হউক, তাঁহাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু ক্ষুধিত প্রেম পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় বক্ষ-পিঞ্জরের অন্তরালে কিরূপ নিদারুণ অতৃপ্তি ও ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া ব্যর্থ আবেগে নিরন্তর হাকাকার করিতেছিল—তাহা পরস্পরের বেদনাবিদ্ধ ব্যথিত হৃদয়ের অজ্ঞাত ছিল না।

সেই আমেলিয়া আজ বহুমূল্য সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ভিনিসিয়া হোটেলে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছে ; তাহার পার্শ্বে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান যুবক, বহুমূল্য পরিচ্ছদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। আমেলিয়ার নেত্রযুগল হইতে প্রগাঢ় প্রীতির অমৃতধারা ক্ষরিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে অভিসিঞ্চিত হইতেছিল ; যেন সেই যুবকের হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমেলিয়ার স্নেহ-বিহ্বল নয়নযুগলের ক্ষুধা মিটিতেছিল না! তাহার পর আমেলিয়া যখন বিকশিত রক্তোৎপলতুল্য করপল্লবে সেই ভাগ্যবান যুবকের হাতখানি ধরিয়া, প্রীতির আবেশে যেন তাহার অঙ্গের দিকে কতকটা ঢলিয়া পড়িয়া—আবেগভরে গাঢ়স্বরে তাহাকে কি কথা বলিতে লাগিল, তখন মিঃ ব্লেকের বুকের ভিতর

কি এক অব্যক্ত বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। তাঁহার ন্যায় উদ্দারচেতা, মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ও ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল! তিনি বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ঈর্ষাপ্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, যুবক আমেলিয়ার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে কি বলিতেছে! গ্রেভিস সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এক পাশে বসিয়া আছে; যুবক-যুবতীর এই ঘনিষ্টতা যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমর্থনযোগ্য! গ্রেভিসটা কি আমেলিয়ার ভেড়ুয়া? মিঃ ব্লেক গ্রেভিসের প্রতিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের বিস্ময়বেদনা-বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টির সহিত আমেলিয়ার দৃষ্টির বিনিময় হইল। আমেলিয়ার প্রসন্ন নেত্রে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই অদূরবর্ত্তী টেবিলের সন্নিকটে দণ্ডায়মান স্মিথকেও সে দেখিতে পাইল। আমেলিয়াকে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী যুবকের সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্মিথ আর তাহার সন্নিহিত হইতে সাহস করে নাই; কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।— আমেলিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়কেই তাহার কাছে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

মিঃ ব্লেক বিপুল চেষ্টায় মানসিক উত্তেজনা দমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক আমেলিয়াকে অভিবাদন করিলেন, এবং কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধেই যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আমেলিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। অভিমান ও বিরাগের আধিক্যবশতঃ আমেলিয়ার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার যতই অনিচ্ছা হউক, এই অপরিচিত যুবকটি কে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল!—তিনি আমেলিয়ার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ তাহার পাশে আসিয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া আমেলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল; মিঃ ব্লেক বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে তাহার সহিত 'করকম্পন' করিলেন। তাহার পর তিনি গ্রেভিসের হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া

অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন। আমেলিয়া ভ্রাতাকে মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচিত করিবার জন্য বলিল, "ইনি মিঃ রবার্টস্।"—প্রকৃত পরিচয় সে গোপন রাখিল।

গ্রেভিস মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে চা-পানের জন্য অনুরোধ করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই মাত্র চা খাইয়াছি, দ্বিতীয়বার আর চা খাইব না, তবে এক গ্ল্যাস 'হুইস্কি-সোডা' পাইলে তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু স্মিথের বোধ হয় কিছুতেই আপত্তি নাই! বিশেষতঃ টেবিলের উপর যেরকম 'কেকের' স্তূপ সজ্জিত দেখিতেছি, স্মিথের ক্ষুধানল নিশ্চয়ই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।"

গ্রেভিসের আদেশে খানসামা মিঃ ব্লেকের জন্য 'হুইস্কি-সোডা' আনিতে গেল। আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "একটু আগে আমরা ডিলনের হত্যাকাণ্ডের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম। ইতি-মধ্যে স্মিথ আসিয়া বলিল, "আপনি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।"

স্মিথের এই বাচালতায় বিরক্ত হইয়া মিঃ ব্লেক টেবিলের নীচে পা বাড়াইয়া তাহার পায়ের উপর জুতার ঠোক্কর দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভ্রুদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া আমেলিয়াকে বলিলেন, "ডিলনের হত্যাকাণ্ডের পর আমি অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া দুই-চারিটি কথা জানিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু তদন্তের ভার প্রধানতঃ পুলিশের হাতেই আছে।"

আমেলিয়া বলিল, "হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, আপনি কি তাহার সমর্থন করেন?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমার নিজের কি মত, তাহা আমি এখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি।—এ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

আমেলিয়া বলিল, "আমার ধারণা? আমার ধারণা এই যে, ডিলনের সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি—সে যে শাস্তি পাইয়াছে, তাহা বিন্দুমাত্র অসঙ্গত হয় নাই। তাহার অপঘাত মৃত্যুকে

হত্যাকাণ্ড বলিয়া খবরের কাগজগুলা যে 'ফয়তা' দিতেছে, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সমর্থন করি না।"

আমেলিয়া যেরূপ আবেগ ভরে ও উৎসাহের সহিত এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে মিঃ ব্লেক বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না; কিন্তু ঠিক সেই সময় স্মিথ কি একটা হাসির কথা বলায় সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে কথাটাও চাপা পড়িয়া গেল। মিঃ ব্লেক আর আমেলিয়ার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলেন না; ইতিমধ্যে হোটেলের পরিচারক মিঃ ব্লেকের জন্য 'হুইস্কি-সোডা' লইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক টেবিলের উপর হইতে গ্ল্যাসটী তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে আমেলিয়া আদর করিয়া 'মিঃ রবার্ট্স্এ'র স্কন্ধে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "দেখ জ্যাক্, তুমি সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই মিঃ রবার্ট ব্লেকের কথা পাঠ করিয়াছ; ইনিই সেই ব্লেক! ইঁহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ, কেবল ইংলণ্ডে নহে—সমগ্র ইউরোপেও দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ইনি যে সকল চুরী ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করেন, তাহার আসামীদের গ্রেপ্তার না করিয়া ছাড়েন না। যে সকল ব্যাপারে পুলিশ দস্তস্ফুট করিতে পারে না, মিঃ ব্লেকের নিকট তাহা জলের মত সোজা!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের হস্তস্থিত হুইস্কির গ্ল্যাসটা হঠাৎ তাঁহার হস্ত-স্খলিত হইয়া টেবিলের উপর পড়িল, এবং শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল! গ্ল্যাসের সোডামিশ্রিত হুইস্কি টেবিল ভাসাইয়া দিল!—মিঃ ব্লেক এই ব্যাপারে লজ্জিত হইয়া আমেলিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এই ব্যাপার স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না; সে বুঝিতে পারিল, মিঃ ব্লেক হঠাৎ কোন কারণে অত্যন্ত বিচলিত হওয়াতেই তাঁহার হাত-ফস্‌কাইয়া গ্ল্যাসটি টেবিলের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইয়াছে! কিন্তু সে তাঁহার এই আকস্মিক ভাবা-ন্তরের কারণ বুঝিতে পারিল না।—আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া 'মিঃ রবার্ট্সে'র স্কন্ধে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক আদর করাতেই তিনি যে হঠাৎ এরূপ বিচলিত হইয়াছেন, বুদ্ধিমতী আমেলিয়ার একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

ইহাতে সে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল, এবং মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু কৌতুকপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, মিঃ ব্লেকের সম্মুখে 'জ্যাকে'র প্রতি আরও অধিক আদর-যত্নের অভিনয় করিয়া তাঁহাকে অধিকতর ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিবে।—আমেলিয়ার হাঁড়ে-হাড়ে নষ্টামী!

কিন্তু মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে আমেলিয়ার এই 'নষ্টামী' পরিপাক করিয়া আর এক গ্লাস হুইস্কি-সোডা গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি, তাঁহার মনের ভাব তিনি বাহ্যিক আকার-ইঙ্গিতে কাহাকেও বুঝিতে দিতেন, না; আজ হঠাৎ তাঁহার চিত্তগত দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হওয়ায় নিজের উপর তাঁহার বড় রাগ হইল। ভবিষ্যতে সতর্কতাবলম্বনের জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু এই অপরিচিত যুবকের প্রতি আমেলিয়ার আচরণ দর্শনে তাঁহার মনে কিরূপ ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

'মিঃ রবার্টস্' গল্প করিতে করিতে মিঃ গ্রেভিসের কানে কানে কি একটা কথা বলিবার জন্য তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মস্তক প্রসারিত করিল; সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বাম স্কন্ধের উর্দ্ধে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়েরই দৃষ্টি পড়িল। সেই দিকে চাহিয়াই তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিতভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন!

'মিঃ রবার্টস্':গ্রেভিসের দিকে মুখ বাড়াইতেই তাহার সার্টের কলারের ভিতর হইতে গলাটা অনেকখানি বাহির হইয়াছিল; এই জন্যই তাহার বাম স্কন্ধের উর্দ্ধস্থিত কর্ণমূলের সুগভীর ক্ষতচিহ্ন হঠাৎ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই ক্ষতচিহ্নের কথা বোধ হয় সে সময় তাহার স্মরণ ছিল না; স্মরণ থাকিলে 'রবার্টস্' নিশ্চয়ই এরূপ অসতর্কভাবে গ্রেভিসের দিকে মস্তক প্রসারিত করিত না। কিন্তু সামান্য অসতর্কতার ফল অনেক সময় সাংঘাতিক হইয়া থাকে, এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শেষ মুহূর্ত্তের অসাবধানতার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারা যায় না। 'রবার্টসে'র কলারের ভিতর ক্ষতচিহ্নের কিয়দংশ সংগুপ্ত থাকিলেও তাহার যতটুকু মিঃ ব্লেকের ও স্মিথের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট।

মিঃ ব্লেক এবার লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, আধুনিক ফ্যাসান্-অনুসারে ভদ্রলোকের সার্টের কলার যে পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে, এই অপরিচিত যুবকটির সার্টের কলার তাহা অপেক্ষা অধিক উচ্চ! এরূপ কলার 'অর্ডার' দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া কি না—মিঃ ব্লেক তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবান্তর আমেলিয়ার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। রবার্টসের বাম কর্ণ-মূলস্থ ক্ষতচিহ্নের প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না ইহা সে ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, মিঃ ব্লেক যাহাতে আর তাহা দেখিবার সুযোগ না পান এই উদ্দেশ্যে, আমেলিয়া রবার্টসকে যেন কি একটা জরুরি কথা বলিবে—এইভাবে তাহার হাত ধরিয়া টানিল। রবার্টস্ তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিল এবং তাহার ক্ষতচিহ্নটি 'কলারে' ঢাকা পড়িয়া গেল।

মানুষের দেহের কোন অংশে কোনরূপ বিকৃতি থাকিলে সেই অঙ্গবৈকল্য প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; সুতরাং রবার্টসের এইরূপ অস্বাভাবিক উচ্চ কলার ব্যবহারে কাহারও সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু পুলিশ যেরূপ ভবঘুরে ও সমাজের নিম্নস্তরের লক্ষ্মীছাড়া লোকের অনুসন্ধানে লণ্ডন নগর তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার সহিত আমেলিয়ার এই সম্ভ্রান্ত বন্ধুটির আকাশ-পাতাল প্রভেদ! কবির ভাষায় বলিতে পারা যায় 'এ আলো—সে অন্ধকার!' কত কারণে কত লোকের কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কি এই ধনবান, বিলাসী, বহুমূল্য পরিচ্ছদ-বিভূষিত সৌখীন ভদ্রলোকটিকে ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে? বাম কর্ণমূলে একমাত্র ক্ষতচিহ্ন ভিন্ন ডিলনের আততায়ীর সহিত ইহার ত কোন সাদৃশ্যই নাই।

মিঃ ব্লেকের মনে এই সকল চিন্তার উদয় হইলেও, যে সন্দেহ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা তিনি পরিহার করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পূর্ব্ব হইতেই তাহার অন্তরাত্মাকে এই অপরিচিত ভদ্রলোকটির প্রতি বিমুখ করিয়াছিল। তিনি দুই একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ রবার্টসের

মুখের দিকে চাহিলেন,—যুবক রূপবান সন্দেহ নাই; কিন্তু দীর্ঘকাল যাহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মুখে প্রকৃতিদেবী রুক্ষতার যে প্রলেপ দিয়াছেন, তিন দিনের প্রসাধনে তাহা মুছিবার নহে। মিঃ ব্লেক তাহার মুখমণ্ডলে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তাঙ্কিত সেই দুরপনেয় রুক্ষতা দেখিতে পাইলেন; মুখের ত্বক লাবণ্যহীন, কর্কশ; তাহার করতলও শ্রমজীবির করতলের ন্যায় ক্ষীণাঙ্ককঠিন, স্থূল। দৈহিক শ্রমে অনভ্যস্ত নগর-বাসী বিলাসী ধনাঢ্য যুবকের করতলের কোমলতা মসৃণতা ও কান্তি তাহাতে লক্ষিত হইল না! তাহার হস্তের অঙ্গুলিগুলি স্থূল, মাংসপেশী সুপরিস্ফুট ও সুদৃঢ়।

কিন্তু মিঃ ব্লেকের মনে যে কোন সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে ইহা কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া সহাস্যবদনে মিঃ রবার্টসের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাকে বলিলেন, "মিঃ রবার্ট্স্, মিস্ আমেলিয়ার সহিত আমার অনেক দিনের পরিচয়; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আপনাকে এই প্রথম দেখিতেছি! আপনি কি লণ্ডন দেখিতে বিদেশ হইতে সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন?"

'রবার্ট্স্' মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অভিপ্রায়ে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন না যে, আমেলিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে টেবিলের নিম্নস্থিত পা খানি ঈষৎ প্রসারিত করিয়া তদ্বারা রবার্টসের জানুর নিম্নে মৃদু আঘাত করিল!

আমেলিয়ার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া 'রবার্ট্স্' সংযত ভাবে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি কয়েকদিনের জন্য লণ্ডনে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ইংলণ্ডের অধিবাসী নহেন?"

রবার্ট্স্ বলিল, "না, আমি অষ্ট্রেলিয়াবাসী;—আমি—"

'রবার্ট্স্' কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে ভাবিয়া আমেলিয়া তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ রবার্ট্স্ আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। কর্ত্তাদের আমল হইতে উঁহাদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা। আমি

যখন নিতান্ত শিশু, তখনও উনি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাইতেন ; তাহার পর বহুদিন উঁহাকে দেখি নাই। এতদিন পরে আজ লণ্ডনে উঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর আপনাকে কি বলিব ?"

মিঃ ব্লেক রবার্টস্‌কেই লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এখানে আজকাল আসিয়াছেন ? আমি কার্য্যোপলক্ষে অনেকবার অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছি।—জাহাজে আসিবার সময় আপনি সমুদ্রপথে কোন অসুবিধায় পড়েন নাই ত ?"

রবার্টসের পাশেই আমেলিয়া বসিয়াছিল, এই জন্য সে মিঃ ব্লেকের জেরায় ভয় পাইল না, অসঙ্কোচে বলিল, "না, সমুদ্রপথে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই ; তবে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিবার পর সামান্য ঝড় উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বিশেষতঃ 'আলবানী' জাহাজখানি নূতন ও বেশ বড় জাহাজ, সামান্য ঝড়ে ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না।"

মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতেই 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় লণ্ডনাগত জাহাজ সমূহের তালিকা পাঠ করিয়াছিলেন ; প্রত্যহ যে সকল জাহাজ লণ্ডন হইতে বিভিন্ন দেশে যাত্রা করে, ও যে সকল জাহাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে লণ্ডনের বন্দরে উপস্থিত হয়, তাহাদের নামের তালিকা পাঠ করা মিঃ ব্লেকের দৈনিক কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ ছিল। মিঃ রবার্টসের কথা শুনিয়া তাঁহার স্মরণ হইল 'আলবানী' নামক জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে সত্যই সেদিন লণ্ডনে আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, মিঃ রবার্টসের কথা যদি সত্য হয়—যদি সে সত্যই 'আলবানী' জাহাজে অষ্ট্রেলিয়া হইতে লণ্ডনে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সংস্রবে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; যে দিন রাত্রে ডিলন নিহত হইয়াছে, 'আলবানী' জাহাজ সে দিন ইংলণ্ড হইতে বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছিল। সুতরাং 'আলবানী'র কোন আরোহীর হস্তে ডিলনের মৃত্যু সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ, মিঃ রবার্টস্ আমেলিয়া ও গ্রেভিসের বহুদিনের পরিচিত, তাহাদের পুরাতন বন্ধু, সম্ভবতঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয়

যুবক, ধনাঢ্য ব্যক্তি, কর্ণমূলে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া উহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা উচিত হয় নাই।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক মিঃ রবার্টস্‌কে আর কোন জেরা করিলেন না; আরও দুই চারি মিনিট তাহার সহিত অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া তিনি আমেলিয়া, গ্রেভিস ও তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলে রবার্ট কার্টারের বিপদের আশঙ্কায় আমেলিয়া যেরূপ অভিভূত হইল, এবং তাহাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গ্রেভিসের সহিত যে সকল পরামর্শ করিতে লাগিল—মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলে ডিলনের হত্যাকাণ্ডের রহস্য-ভেদের জন্য অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীর্ণ ও মলিন পরিচ্ছদধারী নিরাশ্রয় দরিদ্র স্পাইক্‌স্ কার্টার—যে একদিন রাত্রিকালে ভবঘুরের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বার্কেলে স্কোয়ারে ডিলনের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, আর সুবেশধারী, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত, বিলাসী মিঃ রবার্টস্—যে আমেলিয়ার সঙ্গে লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ভিনিসিয়ায় উপস্থিত হইয়া নানা খোস গল্প ও পানাহারে সন্ধ্যাযাপন করিতেছিল, এ উভয় যে অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা অনুমান করা অতীব দুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন আমেলিয়ারই কৌশলের ফল। ডিলনের আকস্মিক মৃত্যুর পর রবার্ট কার্টার আমেলিয়ার গৃহে উপস্থিত হইলে, বহুকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইয়া সে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, তাহাদের নিবিড় মিলনানন্দে সেই দুর্ঘটনার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। আমেলিয়া তাহাকে কেবল এই মাত্র বলিয়াছিল, সে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; কিন্তু আমেলিয়ার এই অঙ্গীকারের কি মূল্য, তাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই!

পরদিন প্রভাতে লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাসমূহে ডিলনের আকস্মিক হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইলে—ত্রাসে বিস্ময়ে লণ্ডনের জনসাধারণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, আমেলিয়া সংবাদপত্র পাঠে ইহাও জানিতে পারিল। আমেলিয়া বুঝিল, অতঃপর আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে; কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সে তাহার ভ্রাতাকে পুলিশের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে—তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে যে সকল দৈনিক প্রকাশিত হয়—তাহা পাঠ করিয়া আমেলিয়া জানিতে পারিল—ডিলনের হত্যাকারীকে সনাক্ত করিবার প্রধান উপায় এই

যে, তাহার বাম কর্ণমূলে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে। এই ক্ষতচিহ্ন-বিশিষ্ট লোকটির অনুসন্ধানে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমগ্র পুলিশ ফৌজ তাহাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। এই সংবাদ পাঠে আমেলিয়া অধিকতর চিন্তিত হইল। সে বুঝিতে পারিল, এই ক্ষতচিহ্নটি সহজে গোপন করা সম্ভবপর নহে; অথচ সে তাহার ভ্রাতাকে দিবারাত্রি ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না, তাহাকে কোন-না-কোন সময় বাড়ীর বাহিরে যাইতেই হইবে। বাড়ীর বাহির হইলেই তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমেলিয়া প্রথমে স্থির করিল, ভ্রাতাকে সে কোন কৌশলে লণ্ডন হইতে সরাইয়া দিবে। কিন্তু অবশেষে সকল দিক ভাবিয়া সে বুঝিতে পারিল, ইহাতে সুফল লাভের আশা নাই; বরং ইহাতে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা আরও প্রবল হইবে। এ অবস্থায় সে তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া, তাহার বাহ্যিক সাজ-পোষাকের আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারা পুলিশের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিল। সে বুঝিল, এরূপ করিলে তাহাকে ডিলনের আততায়ী বলিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।

আমেলিয়ার আদেশানুসারে গ্রেভিস অবিলম্বে রবার্ট কার্টারের জন্য নানা প্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদাদি সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমেলিয়ার পরিচ্ছদাগার রবার্ট কার্টারের নানা রকম নূতন 'ফ্যাসানের' পরিচ্ছদে পূর্ণ হইল! যে পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদে রবার্ট কার্টার ডিলনের গৃহে তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, আমেলিয়া তাহা, এমন কি, তাহার কামিজটা পর্য্যন্ত অগ্নি-মুখে সমর্পণ করিল। সে তাহার পুরাতন জুতা জোড়াটাও এই ভাবে নষ্ট করিল। আমেলিয়া তাহার ভ্রাতাকে কয়েক দিন বাসার বাহিরে যাইতে দিবে না, ইহাই সঙ্কল্প করিল।

আমেলিয়া যে দিন তাহার ভ্রাতাকে লইয়া ভিনিসিয়া হোটেলে গিয়াছিল—সেই দিনই সে জানিতে পারিল, ডিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার মিঃ ব্লেক স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ ব্লেকের শক্তি-সামর্থ্যের কথা আমেলিয়ার অজ্ঞাত ছিল না। এই সংবাদে তাহার দুশ্চিন্তা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। তাহার

পূর্ব্বদিন রবার্ট কার্টার ভগিনীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই বাহিরে গেল, এবং 'কার্টার' এই নাম দিয়াই মন্‌ট্রিলে প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীর নিকট দুইশত পাউণ্ড পাঠাইয়া আসিল! আমেলিয়া পরে একথা জানিতে পারিয়া ভ্রাতার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল, এবং বলিল, এই কার্য্যে সে তাহার ধরা পড়িবার পথ প্রশস্ত করিল। কিন্তু তখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া আমেলিয়া অধিকতর সতর্কতাবলম্বনের সঙ্কল্প করিল। মিঃ ব্লেক মন্‌ট্রিল হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রবার্ট কার্টারের অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস না করিলেও আমেলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সম্ভব বলিয়াই মনে করিল।

তাহার পর আমেলিয়া শুনিতে পাইল, মৃত ডিলনের উইল পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, ডিলন তাহার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীকে দান করিয়াছিল।—এই সংবাদে আমেলিয়ার উৎকণ্ঠা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহার ভ্রাতার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল; এবং যাহাতে তাহাকে ধরা পড়িতে না হয়, সেজন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে—তাহার সকল ব্যবস্থাই করিয়া ফেলিল। সে সর্ব্বপ্রথমে প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নীকে টেলিগ্রাম করিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—কার্টার সম্বন্ধে কোন কথা সে যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করে; কেহ তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন অজ্ঞাতর ভান করে। কিন্তু মিঃ ব্লেকের মন্‌ট্রিলস্থ এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ তৎপূর্ব্বেই প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, লণ্ডন হইতে যে ব্যক্তি তাহাকে দুইশত পাউণ্ড সাহায্য পাঠাইয়াছে—তাহার নাম 'কার্টার'। সুতরাং আমেলিয়ার এই সতর্কতা কতকটা নিষ্ফল হইল। যাহা হউক, বৃদ্ধাকে সতর্ক করায়, সে পরে ফিলিপ্‌সের নিকট আর কোন কথা প্রকাশ করিল না; ইহাও কতকটা মন্দের ভাল।

অতঃপর আমেলিয়া তাহার ভ্রাতাকে বলিল, তাহার প্রকৃত নাম সম্পূর্ণ-রূপে গোপন না করিলে আর তাহার রক্ষা নাই। আমেলিয়া সেই দিনের

একখানি সান্ধ্য দৈনিক পাঠ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, সেই দিন প্রভাতে অষ্ট্রেলিয়ার একখানি জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া পৌছিয়াছে; সে জাহাজের আরোহীগণের নামের তালিকার মধ্যে যে সকল নাম দেখিতে পাইল, তন্মধ্যে 'রবার্টস্' নামটি তাহার সুসঙ্গত মনে হওয়ায় তাহার ভ্রাতাকে এই নামটিই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তদনুসারে রবার্ট কার্টার 'মিঃ রবার্টস্' হইল। ইহার পর আমেলিয়া ভ্রাতাকে ক্রমাগত লুকাইয়া রাখা অপেক্ষা তাহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। সে বুঝিল, এরূপ করিলে তাহার ভ্রাতাকে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ আমেলিয়া তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু মিঃ ব্লেক ডিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ভার গ্রহণ করায় তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেকের চক্ষুতে ধূলা দেওয়া অতি কঠিন কার্য্য!

মিঃ ব্লেক ভিনিসিয়া হোটেলে আসিয়া 'মিঃ রবার্টস্'কে দেখিয়া ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমেলিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল; অতঃপর ভ্রাতাকে বাঁচাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে প্রথমে মনে করিল, মিঃ ব্লেকের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট সরলভাবে সকল কথা স্বীকার করিবে,—এবং তিনি পুলিশের নিকট কোন কথা প্রকাশ না করেন—এজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবে; তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, মিঃ ব্লেককে এরূপ অনুরোধ করা সঙ্গত হইবে না; তিনি স্বয়ং যে ব্যাপারের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ জানিতে পারিয়াও যদি তিনি আসামীকে ধরাইয়া না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে; তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন, এবং ভবিষ্যতে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইবেন। তাঁহার সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে।—তাঁহাকে এভাবে অপদস্থ করিবার তাহার কি অধিকার

আছে ? আর তিনিই-বা অনুরোধে পড়িয়া এরূপ অন্যায় কায কেন করিবেন ? আমেলিয়া বুঝিল, মিঃ ব্লেককে এরূপ অনুরোধ করিলে তাহার ভ্রাতার উপকার না হইয়া অনিষ্টই হইবে। আমেলিয়া এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

আমেলিয়া ভাবিতে লাগিল, মিঃ ব্লেক সত্যই কি তাহার ভ্রাতাকে সন্দেহ করিয়াছেন ? তিনি ও স্মিথ তাহার ভ্রাতার কর্ণমূলের ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার মনে হইল, সে যখন মুখ বাড়াইয়া গ্রেভিসের সহিত কথা বলিতেছিল, সেই সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিথ যেন হঠাৎ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, স্মিথের এই ভাবান্তর মুহূর্ত্তস্থায়ী হইলেও তাহা আমেলিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে বুঝিল স্মিথের এই আকস্মিক ভাবান্তরের অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে না ; মিঃ ব্লেক 'ববে'র কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন দেখুন না দেখুন, স্মিথ নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সুতরাং মিঃ ব্লেক তাহা না দেখিলেও ফল সমানই !

আমেলিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "এখন আমি করি কি ? কি করিয়া ভাইকে বাঁচাই ? আমার সর্ব্বস্ব যাউক, আমার জীবন বিপন্ন হউক, ক্ষতি নাই ; 'বব'কে বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়াও কি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব ?—মিঃ ব্লেক কেন এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করিলেন ? তিনি ইহাতে যত টাকা পাইবেন, তাহার দ্বিগুণ—তিন গুণ টাকা তাঁহাকে দিতে পারিতাম—যদি তিনি এই ভার ত্যাগ করিতেন ; কিন্তু এখন তাঁহাকে সে অনুরোধ করা নিষ্ফল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে ! মিঃ ব্লেক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ না করিলে আমাকে এত উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইতে হইত না। এখন আমি কোন্ পথে যাইব ? ভাইটিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিব ? 'আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মামারও ত মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমেলিয়া, বব তোমার মায়ের পেটের ভাই ; সে আজ বিপন্ন, দীর্ঘকাল পরে তোমার শরণাগত, তাহাকে বিপদের মুখে সমর্পণ করা কখনই তোমার কর্ত্তব্য নহে। ধন প্রাণ সমস্ত এক দিকে, সে এক দিকে ; সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।'

—ইহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাকে আশ্রয় দিয়াছি, অভয়দান করিয়াছি, তাহাকে যদি রক্ষা করিতে না পারি—তাহা হইলে জীবন ধারণে ফল কি? শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখি, তাহার পর পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে।"

তমসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় একাকিনী স্বীয় উপবেশন-কক্ষে বসিয়া আমেলিয়া আকুল হৃদয়ে এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল।—ইতিমধ্যে আমেলিয়ার পরিচারিকা আনা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিবার জন্য ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সে আলো জ্বালিয়া আমেলিয়ার বিষণ্ণ ভাব ও চক্ষুতে দারুণ উৎকণ্ঠার ছায়া দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে বুঝিল, আমেলিয়া সামান্য কারণে এরূপ বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু ব্যাপার কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না, আমেলিয়াকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। আনা তাহার বিষণ্ণ ভাব ও উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমেলিয়া মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিল, এবং জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া তাহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর সে নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল।

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া সে 'বব' ও গ্রেভিসের সহিত এরূপ প্রফুল্ল ভাবে গল্প করিতে লাগিল যে, তাহার মন দারুণ উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়াছে, ইহা তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারিল না। অন্যান্য কথার পর, পুলিশের চেষ্টা নিষ্ফল করিবার জন্য আর কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, অতঃপর কি ভাবে কায করিলে 'বব' নিরাপদ হইবে, আমেলিয়া গ্রেভিসের সহিত তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিল। গ্রেভিস তাহার ভাগিনেয়ীকে চিনিত, জানিত, সে বুদ্ধিবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে; সুতরাং সে আমেলিয়ার কোন প্রস্তাবেরই প্রতিবাদ করিল না। তাহার সকল কথাই যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিল। সে বুঝিল, মিঃ ব্লেক ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ হইলেও বুদ্ধির যুদ্ধে তিনি আমেলিয়াকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভিনিসিয়া হোটেলের বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনুচর স্মিথকে বলিলেন, "দেখ স্মিথ, তোমাকে আজ রাত্রেই একবার 'সাউথ প্যাসিফিক লাইনে'র জাহাজের আফিসে যাইতে হইবে। ঐ লাইনের 'আল-বানী' নামক একখানি জাহাজ আজ সকালেই অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়া 'ডকে' পৌঁছিয়াছে। তুমি সন্ধান লইয়া জানিবে—আজ সকালে ঠিক কোন্ সময় উহা ডকে ভিড়িয়াছে, এবং গত পরশু রাত্রে উহা কোথায় ছিল। তাহার পর যেসকল আরোহী এই জাহাজে আসিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা লইয়া দেখিবে তাহাদের মধ্যে 'জন' বা 'জ্যাক্' রবার্টস্ নামক কোন লোক ছিল কি না। এই সকল সন্ধান লইয়া তুমি অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে মিঃ রবার্টসের কর্ণমূলের দাগটা আপনিও লক্ষ্য করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "হাঁ, লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু তাহাকেই যে আসামী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছি, এরূপ মনে করিও না। আমেলিয়ার কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়-বন্ধু যে এরূপ জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। অনেক লোকের কর্ণমূলেই ক্ষতচিহ্ন আছে, সে জন্য যাহাকে-তাহাকে ডিলনের আততায়ী বলিয়া সন্দেহ করা সঙ্গত নহে। যদি এই লোকটি 'আল্‌বানী' জাহাজে সত্যই আসিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাকে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। যে সময় ডিলন নিহত হইয়াছিল, আলবানী জাহাজ তখন বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে ছিল; সেই রাত্রে আলবানীর কোন আরোহী উড়িয়া আসিয়া ডিলনকে হত্যা করিয়া গিয়াছে, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু আমেলিয়ার এই বন্ধুটির কথা সত্য কি না তাহা অবিলম্বে পরীক্ষা করা আবশ্যক। সেই ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বা গণ্যমান্য হউক, তাহার কথা সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর নির্ভর করা গোয়েন্দা-নীতি-বহির্ভূত কার্য্য। তাহার কথা সত্য কি না, ইহা সপ্রমাণ করা আবশ্যক ; এই জন্যই আমি তোমাকে জাহাজের আফিসে পাঠাইতেছি। যদি সে সত্যই 'আলবানী'তে লণ্ডনে আসিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাকে সন্দেহের অতীত বলিয়াই বিশ্বাস করিব ; তখন আর তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক হইবে না। মন্‌ট্রিল্ হইতে আমার এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছে—তুমি ফিরিয়া আসিলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

মিঃ ব্লেক কিছুদূরে আসিয়া তাঁহার মোটর হইতে নামিয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাড়ী চলিলেন। স্মিথ তাঁহার মোটর লইয়া জাহাজের আফিসের দিকে চলিল।

'আলবানী', সাউথ প্যাসিফিক লাইনের একখানি যাত্রী-বাহী জাহাজ। 'লণ্ডন ওয়াল্ বিল্‌ডিংস্'এ এই কোম্পানীর আফিস সংস্থাপিত। স্মিথ যথাসম্ভব দ্রুতবেগে মোটর চালাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই আফিসে উপস্থিত হইল।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, জাহাজের আফিস বন্ধ হইবার অধিক বিলম্ব ছিল না ; কিন্তু স্মিথ দেখিল তখন পর্য্যন্ত অনেক লোক আফিসের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্মিথ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, তাহাদের অধিকাংশ জাহাজের আরোহী ; কোম্পানীর একখানি জাহাজ কয়েক দিনের মধ্যে দেশান্তরে যাত্রা করিবে, এই সকল লোক সেই জাহাজে বিদেশ-যাত্রা করিবে বলিয়া টিকিট্ কিনিতে আসিয়াছে।

স্মিথ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে একজন কেরাণী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া কায করিতেছিল ; স্মিথ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের আলবানী নামক জাহাজ কি আজ ডকে আসিয়াছে ?"

কেরাণী বলিল, "হাঁ, আজ সকালে ;—বেলা নয়টার সময়।"

স্মিথ বলিল, "উহা কোন ডকে ভিড়িয়াছিল ?"

কেরাণী বলিল, "টিল্‌বারি ডকে।"

স্মিথ বলিল, "ঐ জাহাজে যে সকল 'প্যাসেঞ্জার' আসিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকাটি আমাকে একবার দয়া করিয়া দেখিতে দিবেন?"

কেরাণী বলিল, "সে তালিকা আমার কাছে নাই, ঐ ও-মুড়ায় সকলের শেষে যে কেরাণীটি বসিয়া আছেন তাঁহার কাছে সন্ধান লউন।"

স্মিথ কেরাণীটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল; সেখানেও সে কয়েকজন লোক দেখিতে পাইল; এই সকল লোক দেশান্তরে যাইবার জন্য টিকিট কিনিতে আসে নাই, তাহারা সেই দিনের জাহাজে লণ্ডনে আসিয়া পৌছিয়াছিল। কেহ জানিতে আসিয়াছিল—তাহার লণ্ডনে পৌছিবার পূর্ব্বে জাহাজের আফিসের ঠিকানায় তাহার নামের কোনও চিঠিপত্র আসিয়াছিল কি না; কেহ কেহ 'সোমালী' জাহাজের সংবাদ লইতে আসিয়াছিল; এই জাহাজখানিও সুয়েজের পথে সেইদিন লণ্ডনে পৌছিয়াছিল। কেহ কেহ বা জাহাজের গুদাম হইতে তাহাদের মাল খালাস করিতে আসিয়াছিল।

জাহাজের অনেক আরোহীর চিঠিপত্র জাহাজের আফিসের ঠিকানায় আসিয়াছিল; সেই সকল চিঠিপত্র এইখানে জমা ছিল। দুইজন কেরাণী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই সকল চিঠিপত্র বাছিতেছিল, এবং আরোহীগণের মধ্যে যে যে নাম বলিতেছিল, সেই নামের কোন চিঠিপত্র থাকিলে তাহা তাহার হস্তে প্রদান করিতেছিল।

স্মিথ সেই জানালার এক পাশে দাঁড়াইয়া কেরাণীদ্বয়ের চিঠিপত্র বিলিকরা দেখিতেছিল। ব্যাপারটা যেন বড় ডাকঘরের 'উইণ্ডো ডেলিভারি'র মত! এখানে আসিলে বোধ হয় না যে, ইহা জাহাজের আফিস;—মনে হয় ইহা একটি ডাকঘর।

স্মিথ কেরাণীদ্বয়ের অবসরের প্রতীক্ষায় কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল; ইতিমধ্যে পুরা পাঁচ হাত লম্বা একটি প্রকাণ্ড জোয়ান জানালার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আলবানীর প্যাসেঞ্জার জে. রবার্টসের নামে কোন চিঠিপত্র আছে?"

কেরাণী বলিল, "দাঁড়ান একটু, না দেখিয়া বলিতে পারিতেছি না; চিঠি আছে কি না খুঁজিয়া দেখি।"

'জে. রবার্টস্' নাম শুনিয়াই স্মিথের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; সে ত এই নামের প্যাসেঞ্জারেরই সন্ধান লইতে আসিয়াছে! স্মিথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। সে দেখিল লোকটা যেমন জোয়ান, তাহার মুখে সেইরূপ জমকালো দাড়িগোঁফ; উপনিবেশবাসীর মুখের বিশিষ্টতা তাহার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। তাহার চেহারা দেখিয়া, সে যে একজন নবাগত ঔপনিবেশিক—এ বিষয়ে স্মিথের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। গ্রীষ্মমণ্ডলে দীর্ঘকাল বাসের জন্য মুখখানি রৌদ্রপক্ক—অত্যন্ত লাল। ঔপনিবেশিকের পরিচ্ছদের ন্যায় ঢিলা পরিচ্ছদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় প্রকাণ্ড একটা নরম টুপি, তাহা তাহার চক্ষু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

লোকটা যে অষ্ট্রেলিয়াবাসী, ইহা বুঝিতে স্মিথের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না; কিন্তু তাহার মুখে 'জে. রবার্টস্' নাম শুনিয়া স্মিথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কারণ 'মিঃ জে, রবার্টস্' নামক যে ব্যক্তিকে সে অল্পকাল পূর্ব্বে ভিনিসিয়া হোটেলে আমেলিয়া ও গ্রেভিসের দলে মিশিয়া পানাহার করিতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাহার সহিত এই ব্যক্তির আকার-প্রকারের আকাশ-পাতাল প্রভেদ! এই আগন্তুক যদি জে. রবার্টস্ হয়, তাহা হইলে আমেলিয়ার বন্ধু সেই সম্ভ্রান্ত বেশধারী দাড়ি-গোঁফবর্জ্জিত, অল্পবয়স্ক সৌখীন রসিক যুবকটি নিশ্চয়ই জে. রবার্টস্ নহে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, 'আলবানী' জাহাজে যে সকল যাত্রী আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন 'জে. রবার্টস্' থাকাও অসম্ভব নহে; 'জন' বা 'জেন' এবং রবার্টস্ এই দুইটিই অত্যন্ত সাধারণ নাম। তাহার মন সন্দেহে ও কৌতূহলে আন্দোলিত হইতে লাগিল; সে এই নামরহস্য-ভেদের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিনিট-দুই পরে একজন কেরাণী কয়েকখানি পত্র আনিয়া বাতায়নপথে উক্ত 'জে. রবার্টসে'র হস্তে প্রদান করিল। আগন্তুক পত্রগুলি লইয়া তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিল, এবং স্মিথের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। স্মিথ সেই অবসরে

বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া তাহার বামপার্শ্বের পকেট হইতে একখানি পত্র খপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে ফেলিল! সে চক্ষুর নিমিষে এরূপ তৎপরতার সহিত এই কার্য্যটি করিল যে, লোকটি বুঝিতেও পারিল না, তাহার একখানি পত্র অপহৃত হইয়াছে। পাকা গাঁটকাটারা কি করিয়া লোকের পকেট মারে—সে বিদ্যাও স্মিথের জানা ছিল! এসকলও বোধ হয় গোয়েন্দাগিরির অপরিহার্য্য অঙ্গ। সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য গোয়েন্দাদিগকেও তস্করসুলভ অনেক কার্য্য করিতে হয়! তবে বড় দরের ডিটেক্‌টিভেরা এ সকল কার্য্য স্বয়ং না করিয়া সাগ্‌রেদের সাহায্যেই করিয়া থাকেন। এই সকল কারণেই ত ভদ্র-লোকেরা ডিটেক্‌টিভের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন; কিন্তু তাঁহারাই আবার বিপন্ন হইলে ডিটেক্‌টিভের শরণাপন্ন হইতে কুণ্ঠিত হন না! পুলিশকে ঘৃণাও করিব, আবার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাদের পিঠে হাতও বুলাইব—ভদ্র-সমাজের এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পুলিশও ভদ্রলোককে একটু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন;—ইহা অস্বাভাবিক নহে।

যাহা হউক, আগন্তুক ভদ্রলোকটি কোনদিকে না চাহিয়া, তালগাছের মত লম্বা হইয়া হেলিয়া-দুলিয়া বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; ইত্যবসরে স্মিথ বাতায়নের অপর প্রান্তস্থিত কেরাণীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ আলবানী জাহাজে যে সকল প্যাসেঞ্জার আসিয়াছে, তাহাদের নামের লিষ্টখানি একবার দেখিতে পাই কি?—দয়া করিয়া দেখাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

একরাশি পুরু পিস্‌বোর্ডে আলবানীর প্যাসেঞ্জারগণের নামের তালিকা আঁটা ছিল; কেরাণীটি সেই পিস্‌বোর্ড একখানি ঠকাস্ করিয়া স্মিথের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দেখুন।—দরকার হইলে আপনি উহা লইয়া যাইতেও পারেন। আমরা উহা বিতরণের জন্যই রাখি।"

স্মিথ কেরাণীটিকে ধন্যবাদ জানাইয়া লিষ্ট সহ সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল; দরজার বাহিরে আসিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে দেখিল, সে যে লোকটার পকেট মারিয়াছিল সে তখন পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয় নাই।

স্মিথ তাহার অনুসরণ করিবার জন্য রাজপথে উপস্থিত হইল; এবং

দক্ষিণে বা বামে কোনদিকে না চাহিয়া কেবল তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশ পঁচিশগজ অগ্রসর হইল। কিন্তু সেই লম্বা জোয়ানটা এরূপ বেগে চলিতে লাগিল যে, স্মিথের আশঙ্কা হইল—সে শীঘ্রই তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবে!

দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলে তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে ভাবিয়া স্মিথ অদূরবর্ত্তী ট্যাক্সির আড্ডায় আসিয়া একজন ট্যাক্সিচালককে বলিল, "ঐ যে প্রকাণ্ড টুপি মাথায় তালগাছের মত লম্বা জোয়ানটা যাইতেছে, দূরে থাকিয়া উহার অনুসরণ করিতে চাহি; কিন্তু লোকটা যেন সন্দেহ না করে আমরা উহার অনুসরণ করিতেছি।—যাইতে পারিবে? যাহা ভাড়া, তাহার ডবল বক্‌শিস্ দিব।"

ট্যাক্সিচালক বলিল, "শীঘ্র উঠুন, কর্ত্তা!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ট্যাক্সি দূরে দূরে থাকিয়া তাল-গাছটির অনুসরণ করিল।

এবার আর স্মিথ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিল না, 'সাফার'ই সে ভার গ্রহণ করিয়াছিল। স্মিথ ব্যাগ্রভাবে প্যাসেঞ্জারের তালিকাখানির উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিল। এই তালিকায় জাহাজের আরোহীগণের নাম বর্ণানুক্রমে ছাপা হইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে সকল নাম পাঠ করিতে হইল না; যে সকল নামের আদ্যাক্ষর 'আর' সে সেই নামগুলি পাঠ করিতে করিতে দেখিতে পাইল সর্ব্ব-শেষে নামটি 'রবার্টস্ জে.'। তাহার পর আর কোন নাম নাই; এবং এই নামও একটির অধিক নাই!

স্মিথ তালিকাখানি ক্রোড়ে ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "আলবানী জাহাজে একজন মাত্র জে. রবার্টস্ লণ্ডনে আসিয়াছে; কিন্তু ঐ তালগাছটিই যদি 'জে. রবার্টস্' হয়, তাহা হইলে যে সৌখীন যুবকটিকে আমেলিয়ার সঙ্গে দেখিয়াছি, সে কে? অথবা হয় ত সেই যুবকটিই 'জে. রবার্টস্', এই তালগাছটা তাহার কোন কারপরদাজ, তাহারই চিঠিপত্র লইতে আসিয়াছিল। এ লোকটা ত জাহাজের কেরাণীর নিকট চিঠিপত্র চাহিবার সময় এমন কথা বলে নাই, 'আমার নাম জে. রবার্টস্, আমার কোন পত্র আছে কি না দেখ।'—সে কেবল

নামটিরই উল্লেখ করিয়াছিল ; উহা উহারই নাম, আমার এরূপ অনুমান করিবার কি সঙ্গত কারণ আছে ?—যাহাই হউক, এই নাম-রহস্য ভেদ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না ; কয়েকমিনিটের মধ্যেই জানিতে পারিব কে আসল, কে মেকি।”

স্মিথ এই সকল কথার আলোচনা করিয়া, তাহার সম্মুখস্থ জানালার শার্শিতে করাঘাত করিয়া মুহূর্ত্তে ট্যাক্সি থামাইল ; তাহার পর সাফারকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া ও প্রতিশ্রুত বক্‌শিস্ দিয়া বলিল, “তোমাকে আর যাইতে হইবে না, আমি এইখানেই নামিয়া যাইব।”

সে যাহার অনুসরণ করিতেছিল সেই লোকটি তখন তাহার আট দশগজ মাত্র অগ্রে ছিল ; স্মিথ তাড়াতাড়ি চলিয়া তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া হস্ত দ্বারা তাহার পৃষ্ঠস্পর্শ করিল ! লোকটা চম্‌কাইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইতেই স্মিথ তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিল, “বেয়াদপি মাফ্ করিবেন ; মহাশয়, আপনার নাম কি মিঃ রবার্টস্ ?”

তালগাছটি বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে স্মিথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, “তুমি গণৎকার না কি ? পথ-চল্‌তি বিদেশী লোক দেখিয়া ঠকাইয়া কিছু মারিয়া লইবার মতলব করিয়াছ ? আমার নাম রবার্টস্ কি না সে খোঁজে তোমার আবশ্যক ? আমার লম্বা দাড়িগোঁফ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ আমি ছেলে মানুষ নহি ; তোমার মত দুধের ছেলে—আমার মত আধবুড়োর কাছে ‘ধাপ্পাবাজি’ করিতে আসিতে সাহস করে ? স্পর্দ্ধাও ত কম নয় ! বেশী ফাজ্‌লেমি করিলে—এক থাপ্পড়ে—” লোকটা স্মিথের গণ্ডদেশ লক্ষ্য করিয়া তাহার তালবৃন্তের ন্যায় সুপ্রশস্ত করতল প্রসারিত করিল।—চড় মারে আর কি !

স্মিথ এই আকস্মিক আক্রমণ হইতে তাহার গালটিকে রক্ষা করিবার আশায় এক লম্ফে দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া আসিল ; তাহার পর সে অধিকতর বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “মহাশয়, আমি গণৎকার নহি ; কোন দুরভি-সন্ধিতেও আপনার নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি একটু কাযে জাহাজের

আফিসে গিয়াছিলাম, সেখানে আপনাকে দেখিয়াছিলাম; দেখিলাম, আপনি কতকগুলি চিঠি লইয়া চলিয়া আসিলেন; একটু পরে আমি ফিরিয়া আসিবার সময় একখানি পত্র পড়িয়া পাইলাম। আপনার নাম যদি মিঃ রবার্টস্ হয় ও আপনি আজ সকালে 'আলবানী' জাহাজে লণ্ডনে আসিয়া থাকেন—তাহা হইলে পত্রখানি নিশ্চয় আপনারই, এইরূপ মনে করিয়া পত্রখানি আপনাকে প্রদান করিবার জন্য জাহাজের আফিস হইতে এতদূর পর্য্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়াছি; আপনার উপকার করিতে আসিলাম, আপনি আমাকে চড় মারিতে উদ্যত হইলেন। ভদ্রলোকের কায বটে!"

স্মিথের কথা শুনিয়া লোকটি লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইয়াছ? বটে! আমার নাম জন রবার্টস্। আমি আজ আলবানী জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছি; আমার নামে জাহাজের আফিসে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল তাহা আনিতে গিয়াছিলাম, চিঠিগুলি পকেটে ফেলিবার সময় বোধ হয় ওখানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল; তুমি উহা আনিয়া দিয়া আমার বড় উপকার করিলে। আমি তোমাকে সন্দেহ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি, আমার রূঢ় ব্যবহার মার্জ্জনা কর। তুমি সত্যই খুব ভাল ছেলে।"

অষ্ট্রেলিয়ানটি পত্রখানি পকেটে পুরিয়া স্মিথকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দানের অভিপ্রায়ে বুকের পকেটে হাত দিল; কিন্তু সে টাকা বাহির করিবার পূর্ব্বেই স্মিথ সেইস্থান পরিত্যাগ করিল।

অষ্ট্রেলিয়ানটি মনে মনে বলিল, "ছোকরা বক্‌শিস্ না লইয়াই চলিয়া গেল! যাক্, উহাকে দেখিয়া বোধ হইল, উহার অবস্থা ভাল।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ীতে জাহাজের আফিসে গিয়াছিল, মোটর-খানি কিছুদূরে রাস্তার মোড়ে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। স্মিথ সেই গাড়ীতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই ভদ্রলোকটির অনুসরণ করিল।—লোকটি পদব্রজে হলবর্ণ পল্লী অতিক্রম পূর্ব্বক নদীতীরে অগ্রসর হইল।

নদীর অদূরে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের দিকে একটি প্রকাণ্ড হোটেল আছে।

ভদ্রলোকটি সেই হোটেলে প্রবেশ করিল। স্মিথ তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিল, অষ্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকটি এই হোটেলে বাসা লইয়াছে। সে হোটেলে প্রবেশ করিয়া লোকটির পরিচয় ঠিক কি না জানিয়া লইল।

স্মিথ কয়েক মিনিট পরে হোটেল হইতে বাহির হইয়া বেকার ষ্ট্রীটের অভিমুখে সবেগে মোটর পরিচালিত করিল। সে তাহার পরিশ্রমের আশাতীত ফল লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার নিকট সকল সংবাদ অবগত হইয়া মিঃ ব্লেক কোন্ পথে চলিবেন—তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে একখানি প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় বসিয়া স্মিথের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই দিনের সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাসমূহে ডিলনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক ভিনিসিয়া হোটেল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহা সমস্তই পাঠ করিয়াছিলেন; তাহাতে উল্লেখযোগ্য কোন নূতন কথা ছিল না। নূতনের মধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন, ডিলনের উইলের মর্ম্ম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর একখানি দৈনিকের সম্পাদক প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নীসম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হইবার জন্য মন্‌ট্রিলে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে প্যাট্রিক-পত্নীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই!

এই সংবাদ পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন তাঁহার মন্‌ট্রিলস্থ এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ মন্‌ট্রিলের ব্লেয়ুরি ষ্ট্রীটে প্যাট্রিক-পত্নীর বাড়ীতে দুইবার উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকার জেরা করায় সে ভয় পাইয়া সেই বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে অদৃশ্য হইয়াছে! প্যাট্রিক-পত্নীর এইরূপ আকস্মিক অন্তর্ধান-সংবাদে তিনি চিন্তিত হইলেন; অতঃপর তিনি কিভাবে তদন্ত আরম্ভ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্মিথ প্রফুল্ল চিত্তে গুন্-গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিল, তাহা সফল হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে দেখিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

স্মিথ তাহার টুপিটা একখানি চেয়ারের উপর নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত আর একখানি চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিল, "খবর খুব ভাল কর্ত্তা! আমি যে সন্ধান লইয়া আসিয়াছি,

তাহা শুনিলে আপনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কর্ত্তা!"

স্মিথ জাহাজের কেরাণীর নিকট হইতে যে তালিকাটি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল। মিঃ ব্লেক তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়াই আগ্রহভরে বলিলেন, "কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইল কিরূপে? হেঁয়ালি ছাড়িয়া সকল কথা খুলিয়া বল।"

স্মিথ বলিল, "আপনাকে যে ফর্দ্দখানা দিলাম, ইহাতে 'আলবানী' জাহাজের আরোহীগণের নাম ছাপা আছে। 'আলবানী' জাহাজ আজ বেলা নয়টার সময় টিল্‌বারির ডকে ভিড়িয়াছিল। আপনি অনুমান করিয়াছিলেন যে রাত্রে ডিলন তাহার গৃহে নিহত হইয়াছিল—সেই রাত্রে 'আলবানী' জাহাজ ইংলণ্ডের বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে ছিল; আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মিস্ আমেলিয়া যে ভদ্রলোকটিকে 'মিঃ রবার্ট্‌স্' বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন, ও 'আলবানী' জাহাজে আজ লণ্ডনে আসিয়াছে বলিয়াছিলেন, সেই ভদ্রলোকের নাম প্রকৃতই 'রবার্ট্‌স্' কি না তাহা জানি না; কিন্তু যে রবার্ট্‌স্ 'আলবানী' জাহাজে আজ লণ্ডনে আসিয়াছে, সে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; চাক্ষুষ প্রমাণ, কর্ত্তা! অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।"

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি?—ব্যাপার কি খুলিয়া বল ত!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে সেই তালিকাখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং সেই তালিকায় 'রবার্ট্‌স্' নামটির নীচে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বলিল, "দেখুন আলবানী জাহাজে এই একজন রবার্ট্‌স্ ভিন্ন দুইজন রবার্ট্‌স্ লণ্ডনে আসে নাই। এই আরোহীর নাম জে. রবার্ট্‌স্। আমি জাহাজের আফিসে গিয়া দেখিলাম, সেখানে তখন ভয়ানক ভিড়। অগত্যা আমাকে সেখানে একটু অপেক্ষা করিতে হইল। আমি জানিতে পারিলাম, সেই সকল লোকের অধিকাংশই আসবানী ও সোমালী জাহাজের প্যাসেঞ্জার। তাহাদের অনেকেই চিঠিপত্র লইবার জন্য জাহাজের আফিসে উপস্থিত

হইয়াছিল। আমি জাহাজের আফিসের একটা কামরার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন কেরাণীর কাছে 'আলবানী' জাহাজের আরোহীদের নামের তালিকাটি চাহিব, এমন সময় হঠাৎ একহাত দাড়িওয়ালা তালগাছের মত লম্বা একটা জোয়ান আমার পাশে আসিয়া সেই জানালার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেরাণীটাকে জিজ্ঞাসা করিল, আলবানী জাহাজের প্যাসেঞ্জার জে. রবার্টসের নামে কোন চিঠিপত্র আছে কি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে চাহিয়া তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম; তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—সে অষ্ট্রেলিয়ান। লোকটার পরিচয় জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল; কিন্তু কি করিয়া তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি?—শেষে মাথায় এক ফন্দী আসিল। সে তাহার চিঠিপত্রগুলি লইয়া পকেটে ফেলিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, তাহার একখানি পত্র 'থপ্' করিয়া তাহার পকেট হইতে তুলিয়া লইলাম, তাহার পর কেরাণীর নিকট হইতে আলবানীর আরোহীদের নামের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়া সেই অষ্ট্রেলিয়ানটার অনুসরণ করিলাম; কিন্তু পাছে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই ভয়ে আপনার মোটরে উঠিলাম না, সাফারকে আমার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া, কিছু দূরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া লইয়া তাহার অনুগমন করিলাম।

"কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিলাম, অষ্ট্রেলিয়ানটা বেগে হাঁটিয়া যাইতেছিল, আমি তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়ের নাম কি মিঃ রবার্টস্?'—আমার কথা শুনিয়া লোকটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে জোচ্চোর বাট্‌পাড় মনে করিয়া মারিতে উদ্যত হইল! তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই, ষ্টীমার আফিসে মিঃ রবার্টসের নামের একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইয়াছি, পত্রখানি তাঁহার কি না জানিবার জন্যই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি।—চিঠিখানা পাইয়া লোকটা একেবারে 'জল' হইয়া গেল; খুসী হইয়া বলিল, তাহারই নাম জন রবার্টস্; সে আজ আলবানী জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছে। পত্রখানি পকেটে পুরিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ

মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, উহা পাইয়া তাহার বড় উপকার হইল ; আমি খুব ভাল ছেলে !—ইত্যাদি।

"তাহার পর আমি তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িলাম, এবং পথের মোড়ে আসিয়া মোটরে উঠিয়া পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক পথ ঘুরিয়া লোকটা ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং 'গ্রাণ্ড হোটেলে' প্রবেশ করিল। প্রথমে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সে হয় ত মিঃ রবার্টসের কোন কার্‌পরদাজ। এই জন্যই একটু কৌশল খাটাইয়া তাহার পরিচয় জানিয়া লইলাম—তাহারই নাম জন রবার্টস্, আজ সে আলবানী জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছে। কি জানি যদি সে আমার নিকট তাহার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া থাকে, এই ভাবিয়া আমি হোটেলের আফিসে গিয়া তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করিলাম। সেখানে জানিতে পারিলাম, সত্যই তাহার নাম জন রবার্টস্, আজই সে আলবানী জাহাজে লণ্ডনে আসিয়া সেখানে বাসা লইয়াছে।—সুতরাং মিস্ আমেলিয়া যে যুবককে মিঃ 'রবার্টস্' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন সে আজ নিশ্চয়ই আলবানী জাহাজে লণ্ডনে আসে নাই। মিস্ আমেলিয়া নিশ্চয়ই তাহার মিথ্যা পরিচয় দিয়াছেন। একে মিথ্যা পরিচয়—তাহার উপর তাহার কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন !—গুরুতর সন্দেহের কারণ নাই কি ?"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক ভাবে স্মিথের সকল কথা শ্রবণ করিলেন ; শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্মিথের কথা শেষ হইলেও তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া লইলেন, এবং ধূমপান করিতে করিতে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক ভিনিসিয়া হোটেলে উপস্থিত হইয়া সেই অপরিচিত যুবকের প্রতি আমেলিয়ার সপ্রেম ব্যবহার ও অত্যধিক প্রশ্রয় দানের পরিচয় পাইয়া ঈর্ষান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; অবশেষে তাহার বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার মনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।—কিন্তু সেই অপরি-

চিত যুবকের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা ও বিরাগ তাঁহার এই প্রতিকুল ধারণার কারণ মনে করিয়া তিনি নিজের মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন অধীর চিত্তাবেগে পরিচালিত না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন; যথাযোগ্য তদন্তদ্বারা যদি তাহাকে সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ পাওয়া যায়—তবেই তাহাকে সন্দেহ করিবেন। আমেলিয়া তাহার যে পরিচয় দিয়াছিল—তাহা মিথ্যা পরিচয়, যতক্ষণ ইহার অকাট্য প্রমাণ না পান, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমেলিয়ার কথা অবিশ্বাস করিবেন না।

আমেলিয়া এই যুবকের যে পরিচয় দিয়াছিল—তাহা মিথ্যা পরিচয়, ইহার অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত হইল; কিন্তু সেই যুবককে ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবার ইহাই কি পর্য্যাপ্ত প্রমাণ? আমেলিয়া হয় ত বিশেষ কোন কারণে যুবকের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়াছিল, মিথ্যা কথায় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল; তাঁহার সহিত আমেলিয়ার এরূপ কপটাচরণ যতই গর্হিত হউক, তাঁহার পক্ষে তাহা যতই বেদনাদায়ক হউক, ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সহিত আমেলিয়ার কোনও সংস্রব আছে বা আমেলিয়া জানিয়া-শুনিয়া ডিলনের হত্যাকারীকে আশ্রয় দান করিয়াছে, এবং তাহার নরহন্তা প্রণয়ীর প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছে, আমেলিয়ার চরিত্র ও রুচি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এরূপ হীন ধারণাকে মনে স্থান দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু আমেলিয়ার 'নূতন বন্ধু'র বিরুদ্ধে স্মিথ যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিল, তিনি কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবেন? যদি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, আমেলিয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য কোন ডিটেক্‌টিভের হস্তে এই ভার প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে সে এই প্রমাণ সংগ্রহের পর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিত? সে যে পন্থা অবলম্বন করিত, এ ক্ষেত্রে তাহার যাহা কর্ত্তব্য হইত, তাঁহারও তাহাই কর্ত্তব্য। কোন কারণেই তিনি কর্ত্তব্যপথ-ভ্রষ্ট হইতে পারিবেন না। এই অপ্রীতিকর ব্যাপার লইয়া

তাঁহাকে আমেলিয়ার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে না হইলে তিনি সুখী হইতেন; কিন্তু যে ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে নিরপেক্ষ ভাবে সুসম্পন্ন করিয়া দিতেই হইবে।

একটির পর আর একটি সিগারেট নিঃশেষিত হইল, কিন্তু তাঁহার চিন্তার শেষ হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমেলিয়ার এই নূতন বন্ধুটিকে ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ না করিয়া উপায় নাই! কিন্তু সে যে এই ভয়ানক অপরাধে অপরাধী, আমেলিয়া কি তাহা জানে না? গ্রেভিসেরও কি তাহা অজ্ঞাত? যদি ইহা তাহাদের উভয়েরই অবিদিত থাকে, তাহা হইলে ইহা অবিলম্বে তাহাদের জ্ঞাপন করা প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য হইবে। ইহাতে তাহারা সতর্ক হইতে পারিবে। এই ব্যাপারে তাহাদিগকে লইয়া টানাটানি করা আমার সঙ্গত মনে হয় না। কিন্তু যদি তাহার অপরাধের কথা জানিয়াও তাহারা তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না! আমি তাহাদের লাঞ্ছনার উপলক্ষ্য হইব, ইহা মনে করিতেও কষ্ট হয়। না, আমি আমেলিয়াকে বিপন্ন করিতে পারিব না। এক দিকে আমার কর্ত্তব্য, অন্য দিকে আমেলিয়া।—আমি এখন করি কি?

"কিন্তু এই যুবকটা কে? আমেলিয়া আমার নিকটেও তাহার প্রকৃত পরিচয় কি জন্য গোপন করিল? তাহার অপরাধের কথা আমেলিয়ার অজ্ঞাত থাকিলে কি সে তাহার মিথ্যা পরিচয় দিত? দুরভিসন্ধি না থাকিলে কেহ মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। সে কি সত্যই আমেলিয়ার প্রণয়ী? খুনী আসামী আমেলিয়ার প্রণয়ী! তাহার বাল্যবন্ধুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা থাকাই সম্ভব। অপরাধী জানিয়াও সে নিশ্চয়ই তাহার আশ্রিত প্রণয়ীকে কখন পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবে না। আমেলিয়া যাহাকে আশ্রয় দান করে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পণ করে। আমেলিয়ার স্থান সাধারণ রমণী-সমাজের অনেক ঊর্দ্ধে কি নিম্নে, কে বলিবে?"

মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক

ঝুপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। স্মিথ দূরে বসিয়া তাঁহার মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল; সে তাহার প্রভুকে বহুকাল এরূপ বিচলিত হইতে দেখে নাই! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্মিথ দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল; সে মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

আমেলিয়ার আশ্রিত মিঃ ব্লেকের অপরিচিত নবাগত যুবকটিকে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া, তাহার প্রতি ক্রোধ ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য, তাঁহার মনে কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্যেই আমেলিয়া প্রকাশ্য হোটেলে তাঁহার সম্মুখে সেই যুবকের প্রতি অনুচিত আদর যত্ন প্রদর্শন করিয়াছে, হাব-ভাব-কটাক্ষে তাহার মনোরঞ্জন করা কেবল ত তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার আগুন জ্বালিবার জন্যই! আমেলিয়া কিরূপ অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছে,—তাহা তাহাকে বুঝাইয়া না দিলে তাঁহার মনের জ্বালা নিবারিত হইবে না।

মিঃ ব্লেক আরও কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এই লোকটা কাহার আশ্রিত কাহার প্রণয়ের পাত্র, তাহা লইয়া আমার আলোচনা করিবার কি আবশ্যক? আমার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিব, তাহা সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইব না। আমি জানিতে পারিয়াছি আমেলিয়ার আশ্রিত এই যুবক রবার্টস্ নহে। আমরা যাহার সন্ধানে ফিরিতেছি, এ কি সেই লোক? যদি সে লোক না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নাম গোপন করিয়া তাহাকে অন্যের নামে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য কি? এরূপ লুকো-চুরির নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। তথাপি আমেলিয়া তাহাকে ভালবাসে, ভিনিসিয়া হোটেলে সে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। আমেলিয়ার প্রণয়ের পাত্র আমারই হস্তে গ্রেপ্তার হইবে, ইহাই কি বিধিলিপি? কেন সেদিন ভিনিসিয়ায় গিয়াছিলাম? তাহা হইলে ত আমাকে এরূপ উভয়সঙ্কটে পড়িতে হইত না! আমাদ্বারা আমেলিয়ার প্রণয়ীর কোন অপকার হইলে সে কি আমাকে ক্ষমা করিবে?

ক্ষমা করিবে না—জানি, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় যাহাদের কার্য্যভার গ্রহণ

করিয়াছি, তাহাদের কায নষ্ট করিবার ত আমার কোন অধিকার নাই; তাহাদের বিশ্বাস, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে ডিলনের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিতে পারিব; আমি কোন কারণে তাহাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে পারিব না। হয় ত সে প্রকৃতই অপরাধী নহে, সে অপরাধী না হইলেই আমি সুখী হইব। আমেলিয়ার সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ? সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে লইয়াই সুখী হউক; কিন্তু তাহাকে অপরাধী বলিয়া যখন আমার সন্দেহ হইয়াছে, তখন সে সন্দেহ দূর করিতে আমি ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

"আমি যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি, এখন তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিলেও আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা তাহাদের নিকট গোপন করিলে আমাকে তাহাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে। যদি গত কল্য কি অদ্য প্রভাতেও এই দায়িত্ব-ভার ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমার বিবেকের নিকট আমি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার সে সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা!"

মিঃ ব্লেকের ডেস্কের উপর একটি রৌপ্যনির্ম্মিত সুদৃশ্য 'টাইমপিস্' ঘড়ি ছিল, তাহাতে ঠং-ঠং করিয়া রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল।

সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ যেন তাঁহার চমক্ ভাঙ্গিল; তিনি মুখ ফিরাইয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহাকে বলিলেন, "টেলিফোঁতে মিস্ আমেলিয়াকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া কলের কাছে আসিতে বল।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কক্ষান্তরে টেলিফোঁর কলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং আমেলিয়ার বাসার টেলিফোঁর নম্বর ঠিক করিয়া লইয়া সাড়া লইবার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরে আমেলিয়ার বাড়ীর টেলিফোঁ হইতে সে সাড়া পাইল। যে সাড়া দিল তাহার কণ্ঠস্বরে স্মিথ অনুমান করিল—সে আমেলিয়ার পরিচারিকা আনা।

স্মিথ বলিল, "মিস্ আমেলিয়া বাড়ী আছেন কি?"

আনা বলিল, "হাঁ, আছেন।"

স্মিথ বলিল, "তুমি দয়া করিয়া তাঁহাকে জানাও, বিশেষ কোন প্রয়োজনে মিঃ ব্লেক তাঁহাকে কলের কাছে একবার ডাকিয়াছেন; কি একটা জরুরি কথা বলিবেন।"

"ডাকিয়া দিতেছি"—বলিয়া আনা কলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে স্মিথ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, মিস্ বোধ হয় এখনই কলের কাছে আসিবেন।—আপনি আসুন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্ত পরে কলের অন্য দিক হইতে সাড়া দিয়া আমেলিয়া বলিল, "আমাকে কে ডাকিতেছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি রবার্ট ব্লেক। আমিই আপনাকে ডাকিয়াছি, মিস্ সাহেবা!"

আমেলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; মিঃ ব্লেক টেলিফোঁতে তাহার তরল হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। আমেলিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম, মিঃ ব্লেক! আমি আপনার নিকট 'আপনি' 'মিস্ সাহেবা' প্রভৃতি আখ্যার উপযুক্ত সম্ভ্রমের পাত্রী কবে হইতে হইলাম? আপনার সঙ্গে আমার আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন দেখা—তখন পর্য্যন্ত 'তুমি' ও 'আমেলিয়া' ছিলাম! হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন! আপনার কি হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিছু মনে করিও না আমেলিয়া! আমার সম্বোধনে যদি মনে বেদনা পাইয়া থাক, তাহা হইলে সে জন্য আমি দুঃখিত। পুনর্ব্বার তোমার মনে আঘাত দিব না।—আমি জানিতে চাই এখন তুমি বাড়ী থাকিবে কি না?"

আমেলিয়া বলিল, "বাহিরে যাইবার ইচ্ছা আছে, আপনি যদি আসেন তাহা হইলে একত্রই যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সে সুবিধা হইবে না।—তোমার সহিত দেখা করিতে চাই; কথা আছে।"

আমেলিয়া মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "দুঃখ কেন? কথাটা খুব অপ্রীতিকর জরুরি না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জরুরি এবং অত্যন্ত গোপনীয় বটে; টেলিফোঁতে তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না। তোমার সঙ্গে অবিলম্বে আমার একবার সাক্ষাৎ না হইলেই নয়!"

আমেলিয়া বলিল, "তবে আপনি তাড়াতাড়ি এখানে আসুন; আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আটটা বাজিয়াছে, সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে বোধ হয় তোমার কোন অসুবিধা হইবে না?"

আমেলিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভাবিয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি।"

অল্পক্ষণ পরে আমেলিয়া বলিল, "আপাততঃ আমি কতকগুলা কাযে ব্যস্ত আছি, আপনি ন'টার সময় আসিলে আমার কোনও অসুবিধা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; আমি ঠিক নয়টার সময় তোমার বাসায় উপস্থিত হইব।

মিঃ ব্লেক টেলিফোঁর চোঙ্ নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "মিসেস্ বার্ডেলকে তাড়াতাড়ি আমার খাবার দিতে বল। নয়টার পূর্ব্বেই আমি বাহিরে যাইব; তৎপূর্ব্বে আমাকে কয়েকখানি জরুরি পত্র লিখিতে হইবে। আর অধিক সময় নাই।"

স্মিথ তাড়াতাড়ি মিসেস্ বার্ডেলকে এই সংবাদ দিতে চলিল, মিঃ ব্লেক আর একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া চঞ্চল চিত্তে সেই কক্ষে গম্ভীরভাবে পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, "আমেলিয়া যাহাকে মিঃ রবার্টস্ বলিয়া আমার নিকট পরিচিত করিয়াছিল, তাহারই প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, ইহা কি সে বুঝিতে পারিয়াছে?

আমি ত কথাবার্ত্তায় এরূপ কোন ভাব প্রকাশ করি নাই—যাহাতে এই সন্দেহ তাহার মনে উদিত হইতে পারে ; কিন্তু সে বড়ই বুদ্ধিমতী।”

ইতিমধ্যে স্মিথ তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করায় তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। স্মিথ পত্র লিখিবার উপকরণ—দোয়াত কলম, কাগজ প্রভৃতি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।—আহার প্রস্তুতের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে দিয়া পত্রগুলি লিখাইতে লাগিলেন।

মিসেস্ বার্ডেল খানা লইয়া আসিলে মিঃ ব্লেক পত্র লেখা বন্ধ রাখিয়া আহার করিতে চলিলেন ; উভয়ে নিঃশব্দে আহার শেষ করিলেন। অন্যান্য দিন আহারের সময় কত হাসি গল্প চলে, আজ উভয়েই নির্ব্বাক !

আহার শেষ করিয়া মিঃ ব্লেক উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কাফি পান করিতে করিতে স্মিথের সাহায্যে অসম্পূর্ণ পত্রখানি শেষ করিলেন।

নয়টা বাজিতে যখন কুড়ি মিনিট বাকি, সেই সময় মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, “তুমি পোষাক বদলাইয়া লও ; আমার সঙ্গে তোমাকেও যাইতে হইবে।”

স্মিথ ভাবিয়াছিল—প্রভু একাকী যাইবেন ; তাঁহার আদেশ শ্রবণ মাত্র সে তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে গেল।

রাত্রি ঠিক পৌনে নয়টার সময় তাঁহারা উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ‘কুইন্ এন্স্ গেটে’ আমেলিয়ার বাসার অভিমুখে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার বাসার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন ; স্মিথও নামিল। তখন মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিচালককে তাঁহাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া আমেলিয়ার বাসার ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই সময় আমেলিয়ার বৈঠকখানার প্রকাণ্ড ঘড়িতে নয়টা বাজিল।

আমেলিয়ার এই বাসা তাঁহার সুপরিচিত ; দ্বারবানেরাও তাঁহাকে চিনিত, ও

জানিত এখানে তাঁহার অবারিত-দ্বার। সুতরাং এতেলা পাঠাইয়া তাঁহাকে আমেলিয়ার সহিত দেখা করিতে যাইতে হইল না। তিনি নিজের বাড়ীর মত অসঙ্কোচে আমেলিয়ার বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন।

দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ; প্রায় দুই মিনিট তাঁহাকে রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল! তিনি কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এমন সময় সুবেশধারী একজন দ্বারবান ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল; এই দ্বারবানটিকে তিনি পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

দ্বারবান তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া না দিয়া, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কক্ষস্থিত উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর তাঁহাকে বলিল, "রাত্রি নয়টার সময় যে ভদ্রলোকটির এখানে আসিবার কথা ছিল—আপনিই কি সেই লোক?"

মিঃ ব্লেক দ্বারবানের এই প্রশ্নে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাহাই ত বোধ হয়; আমারই এখানে রাত্রি নয়টার সময় আসিবার কথা।"

দ্বারবান বলিল, "আপনার নামটি জানিতে পারি কি?"

মিঃ ব্লেক তাহার ধৃষ্টতায় অধিকতর বিচলিত হইয়া বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে;—আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

দ্বারবান তাঁহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কিছু মনে করিবেন না মহাশয়; আমি আপনাকে চিনি না বলিয়াই আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি।—আপনার নামে একখানি পত্র আছে।"

দ্বারবান পকেট হইতে একখানি পুরু লেফাপা বাহির করিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানি আমেলিয়ার প্রিয় সৌরভসারে সুরভিত। আমেলিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্র লিখিতে যে লেফাপা ব্যবহার করিত, ইহা সেই লেফাপা। লেফাপার উপর সুস্পষ্ট মোটা-মোটা অক্ষরে মিঃ ব্লেকের নাম লিখিত ছিল, তাহা আমেলিয়ারই হস্তাক্ষর; সেই সুন্দর হস্তাক্ষর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক কৌতূহলোদ্বেলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন ; পত্রের ভিতর হইতে সুকোমল মিষ্ট গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

আমেলিয়ার নামাঙ্কিত পত্র। পত্রখানি অতি সঙ্ক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত ; তাহাতে ভূমিকার কোন আড়ম্বর ছিল না।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিলেন :—

"সুনীল স্বচ্ছ আকাশে হঠাৎ মেঘ উঠিতে দেখিয়াছিলাম ; মেঘোদয় দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, বজ্রাঘাত অবশ্যম্ভাবী।—এই জন্যই সরিয়া পড়িলাম। আপনার সঙ্গে একটু কপট ব্যবহার করিয়াছি ; সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কেবল দুঃখিত নহি, লজ্জিতও বটে ; কিন্তু আত্মীয় হউক, বন্ধু হউক, যে শরণাগত ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় দিয়াছি, এবং যাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতেই আপনি কষ্টস্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন, কোন কারণেই আমি তাহাকে বিপদের মুখে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সকল উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা, এমন কি, আপনার অসন্তোষ পর্য্যন্ত আমি অম্লান বদনে নতমস্তকে সহ্য করিব। অতীতের কোন দিনের কোন মধুর স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমার বর্ত্তমান ব্যবহারে যদি আপনি ক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে সেই সকল পুরাতন কথা বিস্মৃত হইয়া শান্তিলাভ করিবেন ; বিদায়!

আমেলিয়া।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি কম্পিত হস্তে মুঠায় পুরিয়া 'ধরা গলায়' বিকৃত স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, চল বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন ; তিনি কোন দিকে না চাহিয়া অবনত মস্তকে কি ভাবিতে লাগিলেন—তাহা তিনিও বোধ হয় বলিতে পারিতেন না!

নবম পরিচ্ছেদ

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; স্মিথ তাহার শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান রাজধানীর জন-কল্লোল এখন মন্দীভূত; সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর আলোক-মেখলা-পরিবেষ্টিতা বিরাট রাজধানী সুখসুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন; কেবল আমোদ-বিলাসী নিশাচরগণের চক্ষে নিদ্রা নাই, কদাচিৎ তাহাদিগকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাজপথে দেখা যাইতেছে; ক্বচিৎ দুই একখানি ট্যাক্সি নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সশব্দে পথ দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়াছে। মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে কাঠের কুঁদো গন্-গন্ করিতেছে; এবং দ্বারের সন্নিকটে মিঃ ব্লেকের 'ব্লড্ হাউণ্ড' টাইগার একখানি কম্বলে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহার কর্ণ সজাগ আছে।

কিন্তু এত রাত্রেও মিঃ ব্লেকের চক্ষে নিদ্রা নাই; তিনি তুলাভরা একটি পোষাকি 'গাউনে' সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া পেন্সিল দিয়া কি লিখিতেছিলেন, আর 'পাইপ' টানিতেছিলেন; লিখিতে লিখিতে তিনি মধ্যে মধ্যে লেখা বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন।—চিন্তাভারে তাঁহার ভ্রুদ্বয় কুঞ্চিত। এই গভীর রাত্রে তিনি কি লিখিতেছিলেন?

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের স্মরণ আছে। তিনি নয় ঘটিকার অল্প পরে গৃহে ফিরিয়া ডেস্কের নিকট বসিয়াছেন, এই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বসিয়া আছেন! স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার আদেশে পত্র লিখিতেছিল; রাত্রি দশটার পর সে ছুটী পাইয়া শয়ন করিতে গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়াও আমেলিয়ার প্রসঙ্গে স্মিথকে কোন কথা বলেন নাই। আমেলিয়া মিঃ ব্লেককে কি লিখিয়াছিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়া কেনই-বা সে দেখা করিল না, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত

আগ্রহ হইলেও স্মিথ তাঁহাকে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই ; তবে প্রভুর ভাবভঙ্গি দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল—ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর !

স্মিথ শয়ন করিতে যাইবার পর মিঃ ব্লেক ডিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্বন্ধে যে সকল নোট লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা হইতে যাহা যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় তাহাই পেন্সিল দিয়া লিখিয়া হত্যারহস্যের বিচ্ছিন্নসূত্রগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের পর হইতে কি ভাবে নোট লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে ভাবিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"ডিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত।—কর্ণেলিয়স্ ডিলনের ভৃত্য-কর্ত্তৃক লাইব্রেরীস্থিত অগ্নিকুণ্ডের লৌহবেষ্টনীর সন্নিকটে ডিলনের মৃতদেহের আবিষ্কার ; ইহা হত্যাকাণ্ড, স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা, না আকস্মিক অপঘাত ? মৃতদেহের অবস্থান ও ললাটের আঘাত-চিহ্ন পরীক্ষা। পরীক্ষা ফল,—আততায়ীর স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা নহে ; লৌহবেষ্টনীতে মস্তক সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেই আঘাতজনিত মৃত্যু। আততায়ীর সহিত ধস্তাধস্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ডিলনের সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ; তাহার আকার-প্রকারের বিবরণ ; তাহাকে সনাক্ত করিবার প্রধান উপায়—তাহার বাম কর্ণমূলে গভীর ক্ষতচিহ্ন।

"ডিলনের উইল পাঠ।—মন্ট্রিলের 'বিধবা প্যাট্রিকপত্নী' নাম্নী রমণীকে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান ! ফিলিপ্‌স্-কর্ত্তৃক প্যাট্রিকের বিধবার অনুসন্ধান ; অনুসন্ধানের ফল।—ডিলনের মৃত্যুর পরদিন প্যাট্রিকের বিধবার দুইশত পাউণ্ড সাহায্য-প্রাপ্তি ; এ টাকা লণ্ডন হইতে প্রেরিত ! প্রেরকের নাম কার্টার। ডিলনের মৃত্যুর সহিত এই টাকা-প্রেরণের কোন সংস্রব আছে কি ? ডিলনের প্রতি প্যাট্রিক-পত্নীর বিজাতীয় ঘৃণা ; তথাপি ডিলন-কর্ত্তৃক এই নিঃসম্পর্কীয়া (?) দরিদ্রা নারীকে সর্ব্বস্ব দান ! লণ্ডন হইতে প্রেরিত দুই শত পাউণ্ড কি প্যাট্রিক-পত্নী প্রত্যাশা করিতেছিল, না, এই সাহায্য তাহার অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব, ও সম্পূর্ণ আকস্মিক ?

"ভিনিসিয়া হোটেলে আমেলিয়ার সঙ্গী অপরিচিত যুবকের সহিত সাক্ষাৎ; তাহার বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কার; আমেলিয়া-কর্ত্তৃক তাহার পরিচয় প্রদান; পরিচয়, 'অষ্ট্রেলিয়া বাসী মিঃ জে. রবার্টস্।'—সে আলবানী জাহাজের আরোহী জে. রবার্টস্ নহে; ইহার অকাট্য প্রমাণ। তাহার বাম কর্ণমূলের ক্ষত ডিলনের ভৃত্যের বর্ণিত ক্ষতচিহ্নের অনুরূপ। ডিলনের সহিত সাক্ষাৎ-কারীর কথার টান ঔপনিবেশিকের কথার টানের মত; আমেলিয়ার বন্ধুর কণ্ঠ-স্বরেও এই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত।

"আমেলিয়ার বন্ধু নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়াছে, ইহা সুপ্রতিপন্ন। লণ্ডনে কি বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন-বিশিষ্ট লোক একাধিক আছে? তাহাদের প্রত্যেকেরই কি আত্মপরিচয় গোপনের বিশেষ কোন কারণ আছে? কোনও অপরাধ করিয়া পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যেই কি নাম ভাঁড়াইবার প্রয়াস?—যদি এই একই ভাবের ক্ষতচিহ্ন-বিশিষ্ট দুইজন লোক লণ্ডনে থাকে, তবে তাহা বিচিত্র নহে কি?

"মিস্ আমেলিয়ার অদ্ভুত ব্যবহার! অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি টেলিফোঁতে তাহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলে আমাকে সে নিশ্চয়ই সন্দেহ করিয়াছিল। তাহার অন্তর্ধান তাহার পত্র পাঠ। পত্র হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে—আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক জানি—ইহাই সে সন্দেহ করিয়াছে। এই জন্যই সে ও তাহার মাতুল গ্রেভিস কর্ণমূলে ক্ষতবিশিষ্ট লোকটিকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

"কোথায় পলায়ন করিয়াছে? তাহার লক্ষ্য কোন্ দেশ? যে ব্যক্তি ডিলনের মৃত্যুর কারণ, সে কি উদ্দেশ্যে ডিলনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল? তাহাদের বিবাদেরই-বা কারণ কি? ইহার সহিত প্যাট্রিকপত্নীর স্বার্থের কোন সম্বন্ধ আছে কি? ডিলনের উইলের মর্ম্ম পূর্ব্বে অবগত হওয়া তাহার পক্ষে কতটুকু সম্ভব? আততায়ী পলায়নের পূর্ব্বে ডিলনের ডেস্ক হইতে স্বর্ণমুদ্রা ও সঞ্চিত হীরকগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

"মন্ট্রিলে বিধবা প্যাট্রিকপত্নীর নিকট যে দুইশত পাউণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কি এই লুণ্ঠিত অর্থের অংশ? এই অনুমান সত্য হইলে উক্ত প্রচ্ছন্ননামা যুবকের সহিত প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নীর নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে। সে কিরূপ সম্বন্ধ? শোণিত-সম্পর্ক, না বন্ধুত্ব?

"যুবকের সহিত আমেলিয়ার কি সম্বন্ধ? প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নী সমাজের যে স্তরের লোক, সে স্তরের লোকের সহিত আমেলিয়ার কোনও সম্বন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় না; কিন্তু প্রচ্ছন্ননামা যুবকের সহিত আমেলিয়ার ঘনিষ্ঠতা নূতন বা আকস্মিক নহে। এই ঘনিষ্ঠতার মূল কি? প্রণয়? পূর্ব্ব-পরিচয়, না আত্মীয়তা? তাহাকে অপরাধী জানিয়াও, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে আশ্রয়দানের জন্য আমেলিয়ার এত আগ্রহের কারণ কি? কেবল কি নিঃস্বার্থ পরোপকার?

"আরও এক কথা। ফিলিপ্‌সের টেলিগ্রামে প্রকাশ—প্যাট্রিক-পরিবার তাহাদের বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে! এভাবে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি? প্যাট্রিকের বিধবা নিশ্চয়ই ডিলনের উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়াছে; সে কি তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির দাবী করিতে লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছে? —তাহার পাথেয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই কি লণ্ডন হইতে 'কার্টার' কর্ত্তৃক উক্ত দুইশত পাউণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল? এই অনুমান সত্য হইলে, যে তাহাকে উক্ত দুইশত পাউণ্ড পাঠাইয়াছিল, অন্যে জানিবার পূর্ব্বেই সে ডিলনের উইলের মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু প্যাট্রিকের বিধবা যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে তাহার অর্থ-কষ্ট নিবারণের জন্যই উক্ত দুই শত পাউণ্ড তাহার হিতৈষী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত।

"কিন্তু সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই ব্যাপারের সহিত বিধবা প্যাট্রিক-পত্নীর কোন-না-কোনরূপ সংস্রব আছে—ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আমেলিয়ার যে বন্ধুটির কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াছি, সে যদি ডিলনের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়, যদি সেই ব্যক্তিই বিধবা প্যাট্রিক-পত্নীর নিকট দুইশত পাউণ্ড পাঠাইয়া থাকে, এবং ডিলনের মৃত্যুতে বিধবা প্যাট্রিক-পত্নীর ন্যায়

তাহারও কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে এই যুবক লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়া নিশ্চয়ই মন্ট্রিলে যাত্রা করিয়াছে। গ্রেভিস ও আমেলিয়া এই যুবককে লইয়া লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং তাহারা তিন জনেই মন্ট্রিলে গিয়াছে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আমার মন্ট্রিলের এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ প্যাট্রিকপত্নীর সন্ধানে গিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে দেখিতে পায় নাই, পৌত্রদ্বয়কে লইয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু সে মন্ট্রিল ত্যাগ করিয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যদি আমেলিয়ার জাহাজ 'ফ্লোর-ডি-লিজ্' এখনও বন্দরের বাহিরে গিয়া না থাকে, তাহা হইলে আমেলিয়া ও গ্রেভিস সেই যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া এই জাহাজেই অবিলম্বে ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই।

"অতএব আগামী কল্য প্রত্যুষেই জাহাজখানির সন্ধান লইতে হইবে। জাহাজ বন্দরে থাকিলে আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ও তাহার উপর লক্ষ্য রাখিব; কিন্তু যদি তাহা বন্দর ত্যাগ করিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া উহাদের সন্ধানে অবিলম্বে মন্ট্রিলে যাত্রা করিব।—কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার এজেণ্ট ফিলিপ্‌সের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া তাহাকে জানাইব—আমরা মন্ট্রিলে যাত্রা করিতেছি, সে যেন প্যাট্রিক-পত্নীর নূতন বাসা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত নোটগুলি পাঠ ও বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর চেয়ার হইতে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং এক গ্ল্যাস হুইস্কি-সোডা পান করিয়া শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভোজনের পর মিঃ ব্লেক টেবিলের কাছে বসিয়া স্মিথকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা বলিতেছেন,—এমন সময়ে মিসেস্ বার্ডেল ডাকের চিঠিপত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি সেই চিঠির তাড়ার উপরেই নীলবর্ণের একখানি লেফাপা দেখিতে পাইলেন,—ইহা 'কেব্‌লগ্রামে'র লেফাপা।

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "ডাক-পিয়ন চিঠিপত্রগুলি দিয়া চলিয়া যাইবে, এমন

সময় টেলিগ্রামের পিয়ন আসিয়া এই নীল লেফাপাখানি আমার হাতে দিল। —উহার রসিদে সহি করিয়া দিতে হইবে।”

মিসেস্ বার্ডেল রসিদখানি লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক চিঠিগুলি স্মিথকে দেখিতে দিয়া টেলিগ্রামখানি খুলিলেন ; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

“ব্লেক, লণ্ডন ;—প্যাট্রিকের বিধবার নূতন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। বাড়ীটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াছি ; সন্ধান লইয়া জানিলাম সে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছে! এখন পর্য্যন্ত পুলিশে কোন সংবাদ দিই নাই ; অতঃপর আমাকে কি করিতে হইবে জানাইবেন।—ফিলিপ্স্।”

মিঃ ব্লেক টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া তাহা স্মিথের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, “এই ব্যাপারে ফিলিপ্স্ যেরূপ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিতেছে—তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগামী মাস হইতে তাহার বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিব, একথা তোমার নোটবহিতে লিখিয়া রাখ। তুমি অবিলম্বে বাহিরে যাও, ‘ফ্লোর ডি-লিজ্’ কাল বন্দরে ছিল কি না জানিয়া আসিবে। যদি তাহা বন্দর ত্যাগ করিয়া থাকে—তবে কোন সময় গিয়াছে,তাহাও জানিবার চেষ্টা করিবে।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ ব্লেকের মোটরখানি তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল ; স্মিথ তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

স্মিথ মোটরে উঠিয়া চক্ষুর নিমিষে অদৃশ্য হইল।—মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া চিঠিপত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে স্মিথ গৃহে প্রত্যাগমন করিল ; সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “কর্ত্তা, খবর লইয়া আসিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি এত শীঘ্র ফিরিতে পারিবে, ইহা আশা করি নাই।—কি জানিয়া আসিলে বল।”

স্মিথ বলিল, “ফ্লোর-ডি-লিজ প্লি-মাউথের বন্দর হইতে নিউইয়র্কে যাত্রা করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “বিদেশগামী জাহাজগুলির নামের

তালিকায় দেখিতেছিলাম—'মরেটেনিয়া' নামক জাহাজ আজই অপরাহ্ণে লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে যাত্রা করিবে। আমরা সেই জাহাজেই যাইব। তুমি তাড়াতাড়ি জিনিসগুলা গুছাইয়া লও। এক বেলার মধ্যেই সমস্ত কায শেষ করিতে হইবে। লিভারপুলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে জাহাজ ধরিতে পারিব না। বিদেশে গিয়া আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হওয়াই সম্ভব; তাহা বুঝিয়া জিনিসপত্র সঙ্গে লইবে। ইতিমধ্যে আমি একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসি। আমাদের জন্য দুইখানি টিকিট সংগ্রহ করিতে হইবে; লিভারপুলে একখান টেলিগ্রাম না করিলে সেখানে পৌঁছিয়া জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করা কঠিন হইতে পারে।"

স্মিথ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছাইতে গেল; মিঃ ব্লেক মোটর লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ইউষ্টন রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং লিভারপুলগামী ট্রেণে আরোহণ করিলেন। এই ট্রেণ যখন লিভারপুলের ডকে আসিয়া থামিল—তখন 'মরেটেনিয়া' জাহাজ ছাড়িবার বিশ-মিনিট মাত্র বিলম্ব ছিল! চতুর্দ্দিকে ভয়ানক ভিড়, জাহাজের আরোহীরা ব্যস্তভাবে জাহাজের দিকে চলিয়াছে। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহাদের দলে মিশিয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিলেন, তাঁহার টেলিগ্রাম-খানি চারিঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার লিভারপুলস্থ এজেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। সে তাঁহাদের জন্য মরেটেনিয়া জাহাজের একটি প্রকাণ্ড 'কেবিন' ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে।—এই সংবাদে তিনি নিরুদ্বেগ হইলেন।

তাঁহারা জাহাজে উঠিবার পর অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল, এবং দ্রুতগতি মুক্ত সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের মনে হইল, জাহাজখানি অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে!

'মরেটেনিয়া' দিবারাত্রি অশ্রান্তভাবে চলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'কুইন্‌স্ টাউনে'র বন্দরে অল্প সময়ের জন্য থামিল; এবং সেখান হইতে ডাক লইয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে কুইন্‌স্ টাউনের বন্দর

পশ্চাতে অদৃশ্য হইল।—সম্মুখে আট্‌লান্টিক মহাসাগরের দিগন্তপ্রসারিত অনন্ত নীলাম্বুরাশি; কোন দিকে তটরেখার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইল না! সেই বিশাল বারিধি-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জাহাজ ক্রমাগত পাঁচ দিন চলিল; পাঁচ দিন পরে মরেটেনিয়া স্যাণ্ডিহুকের বন্দরে নঙ্গর করিল।—এই ত আট্‌লান্টিক মহাসাগর, এই পথেই ত নিউইয়র্কে যাইতে হয়; কিন্তু ফ্লোর-ডি-লিজ্ কোথায়? অকূল মহাসমুদ্রে ফ্লোর-ডি-লিজের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না।

মিঃ ব্লেক অনেক জাহাজে বহুবার সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়াছেন; সকল জাহাজের বেগ সমান নহে। তিনি অনেক দ্রুতগামী জাহাজে পাঁচ সাত বার আট্‌লান্টিক পার হইয়াছেন। ক্ষিপ্রগামিতায় 'মরেটেনিয়া' সেই সকল জাহাজের কোনখানি অপেক্ষা হীন নহে, বরং অনেকের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহার আশা ছিল, আমেলিয়ার জাহাজ 'ফ্লোর-ডি-লিজ্' মরেটেনিয়ার লিভারপুল ত্যাগের একদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া থাকিলেও, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সন্ধান পাইবেন।

কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না।—আমেলিয়ার চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সে ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে কোন কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইত না। যতদূর উৎকৃষ্ট, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ও বেগবান ইঞ্জিন সংগ্রহ করা সম্ভব, সেইরূপ ইঞ্জিন সে ফ্লোর-ডি-লিজে সংস্থাপিত করিয়াছিল; দ্রুতধাবন বিষয়ে পৃথিবীর কোনও দেশের কোন জাহাজ তাহার সমকক্ষ ছিল না। বিশেষতঃ, তাহার জাহাজের কাপ্তেন ভঘাম্নের ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণ কাপ্তেন পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের জাহাজে অধিক ছিল না। একবার আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারিলে ফ্লোর-ডি-লিজ্‌কে ধরিতে পারে, এরূপ জাহাজ তখন পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই!—এ সকল কথা মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং আশাপূর্ণ না হওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যদি ফ্লোর-ডি-লিজ্ সত্যই নিউইয়র্কে যাত্রা করিয়া থাকে—তাহা হইলে মরেটেনিয়া নিউইয়র্কে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইবার আশা নাই।

কিন্তু সত্যই কি আমেলিয়া ফ্লোর-ডি-লিজে নিউইয়র্কে যাত্রা করিয়াছে? তাহার নিউইয়র্কে গমনের উদ্দেশ্য কি? সে কি প্যাট্রিকের বিধবা পত্নীর সহিত নিউইয়র্কে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়াছে? না, কোনও বৃটীশ বন্দরে আশ্রয় লইতে যাওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়াই সে নিউইয়র্কে পলায়ন করিয়াছে?—কিন্তু মিঃ ব্লেক এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন না; ফিলিপ্‌স্ তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল—প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নী মন্ট্রিলেই লুকাইয়া আছে, এবং সে তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে। সে পলায়ন করিতে না পারিলে আমেলিয়া ও তাহার সঙ্গীগণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হইবে না। প্যাট্রিক-পত্নী মন্ট্রিল হইতে নিউইয়র্কে যাত্রা করিলে—সে সংবাদ তিনি অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন।

মিঃ ব্লেক ফ্লোর-ডি-লিজের সন্ধান লইবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করিলেন না। তিনি আট্‌লান্টিক-বক্ষে ভাসমান কয়েকখানি জাহাজে 'তারহীন' টেলিগ্রামের সাহায্যে ফ্লোর-ডি-লিজের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোন জাহাজের কাপ্তেন তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না!

'স্যাণ্ডিহুক' পরিত্যাগ করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মরেটেনিয়া নিউইয়র্কের উপসাগর-সন্নিকটে উপস্থিত হইল; এবং মার্কিণ স্বাধীনতার বিজয়বৈজয়ন্তী 'স্বাধীনতা'র বিরাট মূর্ত্তি অভ্রভেদী গিরিচূড়ার ন্যায় আরোহীগণের দৃষ্টিগোচর হইল।

মরেটেনিয়া বন্দরে প্রবেশ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অনেকগুলি পোতাশ্রয় অতিক্রম করিয়া চলিল। সেই সকল পোতাশ্রয়ে বিভিন্ন দেশের অনেক জাহাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সকল জাহাজের মধ্যে ফ্লোর-ডি লিজ্ আছে কি না জানিবার জন্য মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, কখন বা দূরবীনের সাহায্যে, জাহাজগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও জেটিতে ফ্লোর-ডি-লিজের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল না!

মরেটেনিয়া জেটিতে ভিড়িলে চারিদিকে মহাগণ্ডগোল আরম্ভ হইল। জাহাজের ডেকে অসম্ভব ভিড়; সেই ভিড় ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবার

চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া, মিঃ ব্লেক স্মিথকে পশ্চাতে লইয়া জনতা-হ্রাসের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।—অনেক যাত্রী নামিয়া যাইবার পর তাঁহারা উভয়ে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া যথারীতি 'কষ্টম' আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে তাঁহারা 'কষ্টম' আফিসের কর্ম্মচারীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া কুলির মাথা হইতে পর্ব্বতপ্রমাণ লগেজের স্তূপ গাড়ীর ছাদে চাপাইতে আরম্ভ করিলেন!—মিঃ ব্লেক নিউইয়র্কে আসিয়া ৪২নং রাস্তায় বেল্‌মণ্ট হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ট্যাক্সিচালককে সেই ঠিকানায় যাইবার জন্য আদেশ করা হইল।

নির্দ্দিষ্ট হোটেলে উপস্থিত হইয়া একটি কক্ষে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিবার পর মিঃ ব্লেক হোটেলের আফিসে প্রবেশ করিলেন; এবং ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নামে কোনও চিঠিপত্র আসিয়াছে কি না।

মিঃ ব্লেক জাহাজ হইতেই ফিলিপ্‌সের নিকট বিনাতারের টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, সেই সংবাদ মনট্রিলে ফিলিপ্‌সের হস্তগত হইয়া থাকিলে—তাঁহার হোটেলে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার উত্তর আসিবার সম্ভাবনা ছিল।

হোটেলের কর্ম্মচারীটি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে—দুইখানি টেলিগ্রাম আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে টেলিগ্রাম দুইখানি খুলিয়া দেখিলেন—উভয় টেলিগ্রামই ফিলিপ্‌সের নিকট হইতে আসিয়াছে।—মরেটেনিয়া হইতে তিনি ফিলিপ্‌সের নিকট বিনাতারে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাইবামাত্র ফিলিপ্‌স্ এক টেলিগ্রাম করিয়াছিল, তাহা এই :—

"টেলিগ্রাম পাইলাম। আদেশানুযায়ী কার্য্যের ত্রুটি হইবে না; বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।—ফিলিপ্‌স্।"

দ্বিতীয় টেলিগ্রামখানি কিছু দীর্ঘ ; তাহাতে এই রূপ লেখা ছিল :—

ব্লেক ; হোটেল বেল্‌মণ্ট, ৪২নং পথ, নিউইয়র্ক সিটি।—ঘটনা-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছি ! বিধবা আর এক চাল চালিয়াছে। সে আর একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছে ; উহা লণ্ডন হইতে আসিয়াছে জানিয়াছি। বিধবাটি দুই নাতিকে লইয়া প্যাক্‌বন্দী মাল সহ বাড়ী ছাড়িল। জাহাজের আফিসে আসিয়া নিউ-ইয়র্কের টিকিট কিনিল, আমিও টিকিট কিনিলাম ; নজর ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না। তথায় পৌঁছিয়া যতশীঘ্র সম্ভব বেল্‌মণ্টে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। আশাকরি তখন নূতন সংবাদ দিতে পারিব।—ফিলিপ্‌স্।"

মিঃ ব্লেক টেলিগ্রাম দুইখানি স্মিথের হস্তে প্রদান করিয়া কিছু দূরে গিয়া একটি যুবতীর নিকট কয়েকটি চুরুট চাহিলেন। এই যুবতী সেই হোটেলে চুরুট বিক্রয় করে।

যুবতী তাঁহার হস্তে চুরুটপূর্ণ একটি বাক্স প্রদান করিল ; তিনি তাহা খুলিয়া কয়েকটি চুরুট বাহির করিয়া লইতেছেন, এমন সময় স্মিথ উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে কাহার অভ্যর্থনা করিল। মিঃ ব্লেক সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন, আগন্তুক অন্য কেহ নহে, তাহারই মন্‌ট্রিলের এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ !

মিঃ ব্লেক চুরুট বিক্রয়কারিণী যুবতীকে চুরুটের মুল্য একটি ডলার দিয়া চুরুটগুলি পকেটে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ফিলিপ্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং সাগ্রহে তাহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, ইহাতে বড়ই সুখী হইয়াছি। তোমাকে সঙ্গে লইয়া মন্‌ট্রিলে যাইব—এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু তুমি বোধ হয় একা আস নাই। প্যাট্রিক-পত্নী নজরের বাহিরে যাইতে পারে নাই ত ? তাহারাও নিউইয়র্কে আসিয়াছে কি ?"

ফিলিপ্‌স্ হাসিয়া বলিল, "আপনাকে দেখিয়া ভারি খুসী হইলাম ; চলুন, তামাক খাইবার ঘরে যাই, সেখানে সকল কথা শুনিবেন। অনেক কথা আছে।"

ধূমপানের কক্ষটি নিকটেই ছিল ; মিঃ ব্লেক ফিলিপ্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটিতে তখন অন্য কোন লোক ছিল না ; এক-

খানি প্রশস্ত টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানি চর্ম্মাবৃত চেয়ার খালি পড়িয়াছিল ; দুইখানি চেয়ারে উভয়ে মুখোমুখী হইয়া বসিলেন। ফিলিপ্‌স্ তাহার মুখবিবর হইতে একরাশি ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা ত আপনাকে টেলিগ্রামেই জানাইয়াছি। যে সকল কথা আপনাকে জানাইতে পারি নাই, তাহাই বলি। প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নী তাহার ব্লেয়ুরি ষ্ট্রীটের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তাহাও আপনাকে জানাইয়াছি। তাহার নূতন বাসা খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে আমার চোখে ধূলা দিয়াছিল আর কি!— সে যে কি উদ্দেশ্যে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই ; আমি মনে করিতেছিলাম পুলিশের ভয়েই সে পলাইয়াছে। আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল, ডিলনের হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব আছে। তাহার পর যখন সংবাদ আসিল ডিলনের উইল অনুসারে সে-ই তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা দলে দলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিল, কিন্তু পাখী তাহার পূর্ব্বেই খাঁচা ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছিল! আমি ঘটনা-চক্রে হঠাৎ তাহার নূতন বাসার সন্ধান পাইলাম।

"আপনার বোধহয় স্মরণ আছে—আমি আপনাকে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহার একটি নাতি ও একটি নাতিনী আছে। একদিন আমি নোতারডেম ষ্ট্রীট দিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ তাহার সেই নাতিনীটা আমার সম্মুখে পড়িয়া গেল!

"তাহারা তখন পলাতক ; আমি তাহাদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছি ; এমন সময় মেয়েটাকে দেখিয়া আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম! আমি তাহার অনুসরণ করিলাম ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, এই নূতন বাড়ীতে তাহারা বাসা লইয়াছে। সেখান হইতে তাহারা যাহাতে আমার অজ্ঞাতসারে অন্য কোথাও সরিয়া পড়িতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি আমার দুইজন অনুচরকে তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত করিলাম।

"একদিন শুনিলাম, সেই দিনই তাহাদের নিকট দুইখানি কেব্‌লগ্রাম আসিয়াছে। সে সংবাদ আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি; কিন্তু কে কি উদ্দেশ্যে উহা পাঠাইয়াইছে তাহা জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহার পরেই 'মরেটেনিয়া' জাহাজ হইতে আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া জানিলাম, আপনি এখানে আসিতেছেন! কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে উহারা এক নূতন চা'ল চালিয়া বসিল! একখান গাড়ী ভাড়া করিয়া তিন জনেই হঠাৎ বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। শেষে দেখি তাহারা নিউইয়র্কের টিকিট লইয়া জাহাজে উঠিল। আমিও সেই জাহাজের আরোহী হইলাম। সংবাদটা জানাইবার জন্য আপনাকে টেলিগ্রাম করিলাম। নিউইয়র্কে আসিয়া উহারা ১৮নং রাস্তায় একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। মন্‌ট্রিল হইতে আমি একজন বিশ্বাসী অনুচরকে আনিয়াছি; তাহাকেই তাহাদের পাহারায় রাখিয়া আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। বুড়ী ও তাহার নাতি-নাতিনী সেই বাড়ীতেই আছে।"

মিঃ ব্লেক ফিলিপ্‌সের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাহার কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ডিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আরম্ভ করিয়া আমি যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা তোমাকে পরে বলিব; আপাততঃ আমি স্মিথকে মাল্‌বারী ষ্ট্রীটে পুলিশের অধ্যক্ষ মিঃ কেলির নিকট পাঠাইব। 'জে. রবার্টস্' নামধারী একজন ফেরারী আসামীর গ্রেপ্তারের জন্য একখানি 'ওয়ারেণ্ট' অবিলম্বেই আনাইয়া লইতে হইবে। এই লোকটাকেই কর্ণেলিয়স্ ডিলনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ হয়। স্মিথ, তুমি মিঃ কেলিকে বলিবে, আমি একটু পরেই তাঁহাকে সকল কথা জানাইব। তুমি যতশীঘ্র সম্ভব, এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের আদেশ পালনে মাল্‌বারী ষ্ট্রীটে যাত্রা করিল। মিঃ ব্লেক ফিলিপসের নিকট ডিলনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত আমেলিয়ার কোন সংস্রব আছে—ইহা তিনি ফিলিপ্‌স্‌কে জানিতে দিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় স্মিথ নিউইয়র্ক-পুলিশের অধ্যক্ষ মিঃ কেলির নিকট হইতে 'ওয়ারেণ্ট' লইয়া হোটেলে প্রত্যাগমন করিল। মিঃ কেলি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে স্বতন্ত্র একখানি পত্র পাঠাইয়া মিঃ ব্লেককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক ফিলিপ্‌স্ ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে প্যাট্রিকের পরিবারবর্গের সন্ধানে ১৮নং রাস্তায় তাহাদের হোটেলে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিলেন। ফিলিপ্‌স্ তাহার যে অনুচরটিকে পলাতকগণের পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; কিন্তু মিনিট-দুইয়ের মধ্যেই একখানি ট্যাক্সি বন্-বন্ শব্দে সেই স্থানে আসিয়া থামিল। ফিলিপ্‌সের অনুচর সেই গাড়ী হইতে নামিয়াই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল; সে ফিলিপ্‌সকে বলিল, "আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবার অল্প পরেই প্যাট্রিকের নাতি একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাহিরে যায়; অগত্যা আমিও আর একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহার অনুসরণ করি। দেখিলাম, সে ঈষ্ট রিভারের 'বেণ্টলি জেটি'তে প্রবেশ করিল!"

মিঃ ব্লেক এই জেটি পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন; উইলিয়ম্‌স্‌বর্গ নামক সেতুর সন্নিকটে এই জেটি অবস্থিত। প্যাট্রিকের নাতি একাকী সেখানে গিয়াছে—তাহার পিতামহী ও ভগিনী হোটেলেই আছে শুনিয়া ফিলিপ্‌স্ আশ্বস্ত চিত্তে মিঃ ব্লেককে বলিল, "চিন্তার কোন কারণ নাই; এখন কি কর্ত্তব্য, তাহাই স্থির করুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছোকরা নিশ্চয়ই ফ্লোর-ডি-লিজ্ জাহাজে কাহারও অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছে। আমরাও সেই জেটিতে গিয়া অপেক্ষা করিব; এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।"

তাঁহারা ট্যাক্সিতে উঠিবামাত্র ট্যাক্সিখানি বায়ুবেগে পূর্ব্ব-হাউষ্টন্ ষ্ট্রীট অভিমুখে ধাবিত হইল ; ঐ পথ দিয়াই বেণ্টলি-জেটিতে যাইতে হয়।

বেণ্টলি-জেটি নিউইয়র্ক বন্দরের একটি প্রকাণ্ড জেটি। যে সকল জাহাজ কোন ব্যবসাদার কোম্পানীর জাহাজ নহে—সেই সকল জাহাজ এই জেটিতে ভিড়িয়া থাকে। মিঃ ব্লেক বেণ্ডার ষ্ট্রীটের প্রান্তভাগে আসিয়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িলেন ; ফিলিপ্‌স্ ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল।

তাঁহারা জেটিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, একখানি জাহাজ ঠিক সেই সময়ে জেটিতে ভিড়িতেছে। মিঃ ব্লেক জাহাজখানি দেখিবামাত্র চিনিলেন, তাহা আমেলিয়ার জাহাজ—'ফ্লোর-ডি-লিজ'!

মিঃ ব্লেক জাহাজের ডেকের উপর মাঝি-মাল্লাদের দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু আমেলিয়া, গ্রেভিস বা তাহাদের সঙ্গী 'মিঃ রবার্টস্'কে দেখিতে পাইলেন না। তখন পর্য্যন্ত জাহাজ হইতে জেটির উপর সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হয় নাই ; সুতরাং তাঁহারা ঔৎসুক্যভরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজ হইতে একখানি অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল। সেই মুহূর্ত্তেই জেটির এক প্রান্ত হইতে একটি যুবক সেই সিঁড়ি দিয়া জাহাজের ডেকে উঠিল।—ফিলিপ্‌স্ মিঃ ব্লেককে ঈঙ্গিতে জানাইল, এই যুবকই প্যাট্রিক-বিধবার নাতি।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল বিচলিত চিত্তে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চাঞ্চল্য দূর হইল, তিনি মন স্থির করিলেন, দৃঢ়স্বরে ফিলিপ্‌স্‌কে বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে 'ওয়ারেণ্ট' আছে, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই ; চল, আমরা জাহাজের উপরেই আসামীকে গ্রেপ্তার করিব। ইহাতে যদি কোন বিপদ ঘটে, ঘটুক।"

মিঃ ব্লেক মুখে একথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাযটি কতদূর কঠিন তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সিংহীর গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে তাহার শাবক কাড়িয়া লইয়া আশা বরং সহজ, কিন্তু আমেলিয়ার জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে তাহার আশ্রিত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া

আনা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কঠিন, বিপজ্জনক! প্রাণভয়ে যিনি কোনদিন কাতর হন নাই, তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য কি এতই কঠিন?

প্রাণভয়ে তিনি কাতর নহেন সত্য, কিন্তু তিনি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন, কিরূপে তাহাকে মর্ম্মাহত করিবেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে আমেলিয়ার শত সস্নেহ ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িল; জীবনসঙ্কটে আমেলিয়া একাধিকবার কিরূপে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল—তাহাও মনে পড়িল। যে তাঁহাকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল,—আজ তিনি তাহাকেই অবমানিত করিয়া তাহার আশ্রিত অতিথিকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছেন?

কিন্তু আর এ সকল কথা চিন্তা করিয়া কোনও ফল নাই। তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। যে অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের ভার তিনি-স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে!—মিঃ ব্লেক দৃঢ়পদে আমেলিয়ার জাহাজে আরোহণ করিলেন; তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার অনুসরণ করিল।

ফ্লোর-ডি-লিজের কাপ্তেন ভঘান জাহাজের উপর দাঁড়াইয়াছিল; সে মিঃ ব্লেককে জাহাজে উঠিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মিঃ ব্লেক নিউইয়র্কে, ইহা তাহার স্বপ্নের অগোচর! কিন্তু কাপ্তেন জানিত না তিনি শত্রুভাবে তাহাদের জাহাজে আসিয়াছেন; সে তাঁহাকে আমেলিয়ার হিতৈষী বন্ধু বলিয়াই জানিত, আমেলিয়া একাধিকবার তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কাপ্তেন ভঘান প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার সরল বিশ্বাসে মিঃ ব্লেক অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেককে জাহাজের উপর দেখিয়া জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল—সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক কাহারও দিকে না চাহিয়া ডেকের উপর দিয়া আমেলিয়ার সেলুনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেলুনেই আমেলিয়া,

গ্রেভিস, মিঃ রবার্টস্ ও প্যাট্রিক-বিধবার পুত্রকে দেখিতে পাইবেন ; এবং তিনি আমেলিয়াকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, ওয়ারেণ্ট বলে সেই-খানেই 'মিঃ রবার্টস্'কে গ্রেপ্তার করিবেন, আমেলিয়ার বিস্ময় অপনোদনেরও অবসর দিবেন না ; এমন কি, অতঃপর কি কর্ত্তব্য আমেলিয়া তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই আসামীকে লইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িবেন।

মিঃ ব্লেক সেলুনের ভিতর কাহাকেও না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেলুনের এক প্রান্তে কিয়দংশ স্থান পর্দ্দা দিয়া ঢাকা ছিল ; তিনি পর্দ্দা ঠেলিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতেই কিছু দূরে দুইজন লোক দেখিতে পাইলেন। তিনি চিনিলেন—তাহাদের একজন মিঃ রবার্টস্—ওয়ারেণ্টের আসামী, দ্বিতীয় যুবক প্যাট্রিক। তিনি সেখানেও আমেলিয়া বা গ্রেভিসকে দেখিতে পাইলেন না।

যুবকদ্বয় লম্বা টেবিলের এক ধারে বসিয়াছিল। অপরাহ্ণের অস্ফুট আলোকে রবার্ট কার্টার অদূরবর্ত্তী মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। সে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ, এ যে মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক ত্বরিত গতি তাহার সম্মুখে আসিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "হাঁ, মিঃ জে. রবার্টস্, আমি মিঃ ব্লেকই বটে! আমাকে তুমি ঠিক চিনিয়াছ। তুমি নিউইয়র্কে পলাইয়া আসিয়াছ, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মরেটেনিয়া জাহাজ আমাকে লইয়া ফ্লোর-ডি-লিজ অপেক্ষা দ্রুতবেগে ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে আসিয়াছে ; এইজন্যই তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, মিঃ রবার্টস্ দুঃখের সহিত তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, লণ্ডনবাসী কর্ণেলিয়স্ ডিলনের হত্যাপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্য যে 'ওয়ারেণ্ট' বাহির হইয়াছে—সেই ওয়ারেণ্ট লইয়া আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি ; তুমি অবিলম্বে জাহাজ হইতে নামিয়া আমার সঙ্গে তীরে চল। কুমারী আমেলিয়াকে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের সহিত জড়াইবার ইচ্ছা আদৌ আমার নাই ; তাঁহার অজ্ঞাতসারে তোমাকে লইয়া যাইতে পারিলেই সুখী হইব।"

রবার্ট কার্টার মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কোন কথা বলিল না, জড়ের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে নিশ্চল নিস্তব্ধ দেখিয়া তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে তাহার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রবার্ট কার্টার এতক্ষণ পরে তাহার সঙ্কটজনক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিল; সে জানিত সে ডিলনকে হত্যা করে নাই; কিন্তু তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার উপযুক্ত প্রমাণ সে কোথায় পাইবে? মিঃ ব্লেক যদি তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার কি দুর্গতি হইবে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিনা-অপরাধে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্কল্প করিল বিনা-যুদ্ধে সুশীল সুবোধ বালকের মত সে মিঃ ব্লেকের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবে না। ডিলন তাহার প্রতি যে উৎপীড়ন করিয়াছিল, ডিলনের প্রতি সে তাহার শতাংশও অত্যাচার করে নাই, ডিলনের অপমৃত্যুর জন্যও সে দায়ী নহে; তথাপি মিঃ ব্লেক অন্যায় সন্দেহে এতদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার ভগিনীর জাহাজের উপর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া-ছেন! রবার্ট কার্টার মিঃ ব্লেকের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া উঠিল; এবং মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র সে বিদ্যুদ্বেগে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সিংহবিক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

মিঃ ব্লেক এই আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। উভয়েরই দেহে অসু-রের মত বল, যুদ্ধবিদ্যায় কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন; সুতরাং সেই সেলুনের ভিতর গোধূলির আলোকান্ধকারে উভয়ে উন্মত্ত দানবের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

প্যাট্রিক প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই; সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে উভয়ের সংগ্রাম দেখিল। তাহার বিস্ফারিত নেত্রে ভয় ও বিস্ময় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল, একজন অপরিচিত লোক জাহাজে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহারই পরমহিতৈষী বন্ধুকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত

হইয়াছে, তখন সে আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ রবার্ট কার্টারের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল, উঠিয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিল। মিঃ ব্লেক অসীম বিক্রমে একাকী দুইজনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যুবক প্যাট্রিক মিঃ ব্লেকের মস্তকে আঘাত করিবার জন্য প্রচণ্ড ঘুসি উদ্যত করিয়াছে, এমন সময় স্মিথ দ্রুতবেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নিমিষে প্যাট্রিকের মুখে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল। সেই আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া প্যাট্রিক ঘুরিয়া পড়িল; তাহার পর অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে ফিলিপ্‌স্ সেই স্থানে আসিয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ফিলিপ্‌সের সাহায্যে রবার্টকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান দেখিয়া প্যাট্রিক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহাদের তিন জনের সহিত তাহাদের দুই জনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।—ফ্লোর-ডি-লিজের 'মেট্' হেন্‌ড্রিক বলবান যুবক; সে আমেলিয়ার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত ছিল না। বিশেষতঃ সে জানিত রবার্ট আমেলিয়ার সহোদর; মিঃ ব্লেককে সে চিনিত, এবং আমেলিয়ার সহিত তাঁহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে তাহাও জানিত, মিঃ ব্লেকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি শত্রুভাবে জাহাজে আসিয়া তাহার মনিবের ভ্রাতাকে আক্রমণ করিতেছেন—ইহা সে সহ্য করিতে পারিল না। সে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় এক লম্ফে সেই সেলুনে প্রবেশ করিয়া রবার্টের আততায়ী-ত্রয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল; তাহার ইচ্ছা হইল সে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার অনুচর-দ্বয়কে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে।

তিন জনের সহিত তিন জনের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্মিথ সর্ব্বপ্রথমে প্যাট্রিককে আক্রমণ করিয়াছিল, এজন্য প্যাট্রিক তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। প্যাট্রিক অন্য দুইজনকে ছাড়িয়া স্মিথকে চড় কিল ঘুঁসি মারিতে লাগিল। তাহার অবিশ্রান্ত মুষ্টি-বর্ষণে স্মিথ চারিদিক অন্ধকার দেখিল, সে নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর পাইল না! স্মিথ বুঝিল—সে বলবান হইলেও

এই দীর্ঘদেহ বীর্য্যবান কেনেডিয় যুবকের শক্তি-সামর্থ্য তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক। স্মিথ অতঃপর তাহাকে প্রহার না করিয়া ক্রমাগত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও সে সমর্থ হইল না, কিলের চোটে স্মিথের পিট ফুলিয়া ঢাক হইল! অন্য দিকে হেন্‌ড্রিকের সহিত ফিলিপ্‌সের মুষ্টিযুদ্ধ চলিতে লাগিল; ফিলিপ্‌স্‌ও সেই জাহাজী গোরার কিল চড় সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল।

শিকার পলাইতে না পারে, সে দিকে মিঃ ব্লেকের বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তিনি তখন পর্য্যন্ত রবার্টকে ছাড়িয়া দেন নাই। রবার্টের দেহেও অসুরের মত শক্তি, মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিয়া থাকিলেও তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার লাভ করিতে হইল; গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া বহুদিন তাঁহাকে এরূপ মুক্ত হস্তে দক্ষিণা লাভ করিতে হয় নাই!—মিঃ ব্লেক আসামী গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন, একথা তখন আর তাঁহার মনে রহিল না; তাঁহার মনে হইল, তিনি যাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সে তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! তাঁহার প্রতি আমেলিয়ার হৃদয়ে যে স্নেহ সঞ্চিত ছিল, এই দুর্ব্বৃত্ত যুবক তাহা অপহরণ করিয়াছে। এই চিন্তায় ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; তিনি তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক তাহার ভগিনীর বন্ধু, তথাপি তাহার প্রতি তাঁহার এত আক্রোশ কেন—রবার্ট কার্টার ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে মিঃ ব্লেককে পরাস্ত করিবার জন্য উন্মত্ত দানবের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। রবার্ট কার্টার মিঃ ব্লেকের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া দুই এক পা করিয়া পিছাইতেছে,—এমন সময় আমেলিয়া ঝটিকার ন্যায় বেগে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িল; এবং উভয়কে বিচ্ছিন্ন ও যুদ্ধে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন। রবার্ট কার্টার তখনও 'আস্তিন' গুটাইয়া পালোয়ানের মত দাঁড়াইয়াছিল। আমেলিয়া তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "তোমরা করিতেছ কি? থাম, থাম!

বব! তুমি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে আমি তোমার ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই কখন ক্ষমা করিব না। আমি আদেশ করিতেছি তুমি ওদিকে সরিয়া যাও।—মিঃ ব্লেক, আপনিও উহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিবেন না; আপনি স্থির হউন, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।"

আমেলিয়া তাঁহাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রবার্ট কার্টারকে কিছু দূরে ঠেলিয়া দিল। মিঃ ব্লেকও নিরুপায় হইয়া সংযতভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

রবার্ট কার্টার মিঃ ব্লেক কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও প্রহৃত হইয়া অত্যন্ত অপমান বোধ করিতেছিল; সে আমেলিয়ার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে পুনর্ব্বার ঘুঁসি তুলিয়া মিঃ ব্লেকের দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক যুদ্ধের জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় আমেলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাঁহার আর হাত তুলিবারও শক্তি রহিল না। আমেলিয়ার মুক্ত কেশরাশি তাঁহার উভয় চক্ষু আবৃত করিল, তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাস তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল, তিনি স্বীয় বক্ষঃস্থলে তাহার বক্ষের আকুল স্পন্দন অনুভব করিলেন।

আমেলিয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, উহাকে ক্ষমা করুন; ও আমার ভাই,—আমার সহোদর!"

মিঃ ব্লেক যেন হঠাৎ আহত হইয়াছেন এই ভাবে দুই এক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর বিস্ফারিত নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন, "তোমার সহোদর! এই যুবক তোমার সহোদর? কি আশ্চর্য্য! উঃ, আমি কি ভুলই করিয়াছি! কিন্তু হঠাৎ তোমার সহোদর কোথা হইতে আসিল? তোমার যে কোন ভাই আছে, একথা ত এক দিনও তোমার মুখে শুনি নাই!—এ কি ব্যাপার তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমেলিয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া স্পন্দিত বক্ষে

অদূরবর্ত্তী বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল; তাহার পর রবার্ট কার্টারকে ইঙ্গিতে জানাইল, "অন্যান্য যোদ্ধাদের এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ বন্ধ করিতে বল।"

কিন্তু রবার্ট কার্টারকে এ জন্য চেষ্টা করিতে হইল না। আমেলিয়া হঠাৎ সেখানে আসিয়া রবার্ট কার্টার ও ব্লেককে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করায়, তাহারাও যেখানে যে অবস্থায় ছিল—সে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। স্মিথ, প্যাট্রিককে ছাড়িয়া দিয়া, ব্যাপার কি তাহাই হা করিয়া দেখিতেছিল; হেন্‌ড্রিকও ফিলিপ্‌স্‌কে পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া ভালমানুষের মত দূরে দাঁড়াইয়া আমেলিয়ার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পরমুহূর্ত্তেই আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার পশ্চাতে ফ্লোর-ডি-লিজ্‌ জাহাজের কাপ্তেন বিশালবপু ভঘান।

তাহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমেলিয়া উভয়কেই অবিলম্বে সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। তাহারা নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে অদৃশ্য হইল।

অনন্তর আমেলিয়া সেই কক্ষের লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "মিঃ ব্লেক ও বব ভিন্ন অন্য সকলে বাহিরে যাও; আর কাহারও এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

স্মিথ, প্যাট্রিক, ফিলিপ্‌স্‌, হেন্‌ড্রিক চারিজনেই তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মিঃ ব্লেক অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময়ের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল! রবার্ট কার্টারও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সেই কক্ষের একপ্রান্তে স্থানুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

আমেলিয়া মিঃ ব্লেককে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হঠাৎ এই কাণ্ড ঘটিবে—ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যাহাতে এরূপ কোন বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় অবলম্বনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আপনার চক্ষুতে ধূলা দিতে পারি নাই। আমি লণ্ডন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, আপনি

রবার্টকে সন্দেহ করিয়াছেন, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব—ইহাই আমার সঙ্কল্প ছিল। সঙ্কল্প ছিল বলিতেছি কেন, এখনও আমার এ সঙ্কল্প আছে। বিপন্ন হইয়া কেহ আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা আমি অত্যন্ত হীনতার কার্য্য মনে করি;—বিশেষতঃ ও ত আমার ভাই, তাহার উপর বব নিরপরাধ; মিথ্যা অভিযোগে—বিচারের অভিনয়ে উহার প্রাণদণ্ড হইবে—ইহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "নিরপরাধ? নর-শোণিতে যাহার হস্ত কলুষিত হইয়াছে—তাহাকেই তুমি নিরপরাধ বলিতেছ!"

আমেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিরপরাধ। বব ডিলনকে হত্যা করে নাই; তাহাকে হত্যা করিবার দুরভিসন্ধিও উহার ছিল না। সেই হতভাগ্য নিজের দোষেই মারা পড়িয়াছে, স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আমার সকল কথা শুনিলেই, ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিবেন; তবে তাহা বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।"

আমেলিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা সবিস্তার মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। রবার্ট কার্টারের অতীত জীবনের কাহিনী, তাহার প্রতি ডিলনের পৈশাচিক ব্যবহার, চৌর্য্যবৃত্তির সাহায্যে ডিলনের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন, রবার্ট কার্টারের লণ্ডনে আগমন, ও পথিমধ্যে রবার্ট কার্টারের সহিত আমেলিয়ার সাক্ষাৎ প্রভৃতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কোন কথাই আমেলিয়া গোপন করিল না।—অবশেষে আমেলিয়া রবার্ট কার্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডিলনের সহিত তোমার সাক্ষাতের পর তাহার সহিত তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, এবং সেই বাক্‌বিতণ্ডার ফলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মিঃ ব্লেক তোমার মুখেই শুনেন, ইহাই আমার ইচ্ছা; তুমি কোনও কথা গোপন না করিয়া সমস্তই সরলভাবে উঁহার নিকট প্রকাশ কর।"

রবার্ট কার্টার লণ্ডনে আসিয়া যেরূপে ডিলনের সাক্ষাৎ পাইল, তাহার

লাইব্রেরী-কক্ষে তাহার সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল, এবং তাহার পর যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা সে অকপট চিত্তে সরলভাবে মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিল। ডিলন তাহাকে গিরিপ্রান্তস্থ নির্জ্জন প্রান্তরে নিকলসন্ পোষ্টের কুটীরে নিদ্রিতাবস্থায় কি ভাবে গুলি করিয়া সাংঘাতিক আহত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনার পর সে তাহার কণ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া তাঁহাকে বাম কর্ণমূলের ক্ষতচিহ্ন দেখাইল। তাহার পর প্যাট্রিকের বিধবা-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছিল, এবং সে জন প্যাট্রিকের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, কি ভাবে সেই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিল, তাহাও মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। সে ডিলনের নিকট জন প্যাট্রিকের বিধবার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিবার দুরভিসন্ধি আদৌ তাহার ছিল না,—ইহাও সে শপথ করিয়া বলিল। সে ডিলনের অপমৃত্যুর পর তাহার দেরাজ হইতে নগদ টাকা ও হীরকগুলি আত্মসাৎ করিবার কথাও অস্বীকার করিল না; এবং সে-ই যে জন প্যাট্রিকের পত্নীর সাহায্যের জন্য মন্ট্রিলে তাহার নিকট দুই শত পাউণ্ড পাঠাইয়াছিল, ইহাও অসঙ্কোচে স্বীকার করিল। সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ডিলনের উইলের মর্ম্ম আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সংবাদপত্রে যখন ডিলনের উইলের কথা প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম; ডিলন যে এইভাবে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর!

এই সকল কথা শেষ হইলে রবার্ট কার্টার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি যাহা যাহা বলিলাম—তাহা সমস্তই সত্য, অনতিরঞ্জিত সত্য; আমি একটি কথাও বাড়াইয়া বলি নাই, একটি কথাও মিথ্যা বলি নাই, এবং কোন কথা গোপন করি নাই। আপনি লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু আমার আত্মসমর্থনের যথেষ্ট কারণ আছে। রাজার আদালতে আমার বিচার হইলে আমাকে চরম দণ্ড ভোগ করিতে হইবে তাহা আমি জানি; জানি বলিয়াই

আমি সহজে আপনার হাতে ধরা দিতে চাহি নাই, আপনার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি। এ যুদ্ধের ফল কি হইত—তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই ; কিন্তু আমেলিয়ার অনুরোধে আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইয়াছি। আমি আমেলিয়ার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এবং সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাকে এতদিন রক্ষা না করিলে, আমার অদৃষ্টে কি ঘটিত তাহা আমি ভালই জানি। আমি তাহার নিকট চিরঋণী ; আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তাহাকে বিপন্ন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। সে যদি আমাকে আপনার হস্তে ধরা দিতে বলে, আপনার সঙ্গে যাইতে বলে ; আমি বিনাপ্রতিবাদে আপনার সঙ্গে যাইব। অবনত মস্তকে রাজবিধান গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি আমেলিয়া আমাকে আপনার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার আদেশ প্রদান করে, তাহা হইলে মিঃ ব্লেক, আপনি নিউইয়র্কের সমস্ত পুলিশ-ফৌজ লইয়া আসিলেও আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না ; আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব। অবশেষে আপনি আমার মৃতদেহ লইয়া গিয়া ফাঁসিতে লট্‌কাইতে পারেন,—কিন্তু জীবিত অবস্থায় আমাকে এই জাহাজ হইতে নীচে লইয়া যাইতে পারিবেন না।”

মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে রবার্ট কার্টারের সকল কথা শ্রবণ করিলেন ; তাহার পর তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া অত্যন্ত চঞ্চলভাবে সেই কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন কি তুফান বহিতেছিল—তাহা অনুমান করা অন্য লোকের সাধ্যাতীত।

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল তিনি সেই কক্ষে এইরূপ অস্থির চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। আমেলিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা না দিয়া নতমুখে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিলেন ; তাহার পর প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, “আমেলিয়া, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি বল।”

আমেলিয়া মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ; তাহার

হৃদয়ও তখন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। সে পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল, এবং মাথা না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আমি আমার ভ্রাতাকে বিনাযুদ্ধে আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কখনই উপদেশ দিব না। সে আমার আশ্রিত এই হেতুবাদে তাহার আত্মসমর্থনের অধিকারে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে কখনও সঙ্গত হইবে না। সে সাহসী যুবক, যতক্ষণ পারে প্রাণপণে আত্মসমর্থন করিবে;—যখন তাহাতে অসমর্থ হইবে, আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেহপাত করিবে। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া নর-হত্যার কলঙ্ক-ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া আদালতের বিচারাভিনয়ে আমার পিতার বংশধর বধ্যমঞ্চে প্রেরিত হইবে।—ইহা আমার অসহ্য; তাহা অপেক্ষা আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা উহার পক্ষে সহস্রগুণ অধিক প্রার্থনীয়, অধিক শ্লাঘার বিষয়।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন, সে হাসি বিষাদ-মিশ্রিত; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না, কেবল পকেট হইতে রবার্ট কার্টা-রের গ্রেপ্তারী 'ওয়ারেণ্ট' খানি বাহির করিয়া তাহা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন! তাহার পর বিস্মিত আমেলিয়া ও রবার্ট কার্টারকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমেলিয়া ছিন্ন ওয়ারেণ্টের বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হই-য়াছেন! তিনি কোন কথা না বলিয়া এ ভাবে হঠাৎ চলিয়া যাইবেন, আমেলিয়া ইহা বুঝিতে পারে নাই। তাঁহাকে তাহার অনেক কথাই বলিবার ছিল; কিন্তু তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অবসর দিলেন না দেখিয়া আমেলিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিল। সে রবার্ট কার্টারকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি সেলুনের বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিল, কিন্তু মিঃ ব্লেককে জাহাজের উপর দেখিতে পাইল না; তখন তিনি বিস্ময়াকুল নির্ব্বাক স্মিথ ও ফিলিপ্‌সকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া বেন্‌ডার ষ্ট্রীটের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন!

গোধূলির অস্ফুট আলোকে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আমেলিয়া যতক্ষণ পারিল মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া রহিল। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল,—কিন্তু তখন তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন তাহার মুখমণ্ডলে সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং তাহার উভয় নেত্রে অশ্রুরাশি সঞ্চিত হইয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ করিয়াছিল।

আমেলিয়া প্রায় দুই মিনিট কাল চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি যে ভাবিল, তাহা বোধ হয় সে জানিতেও পারিল না; মিঃ ব্লেক তাহার দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইলে সে বিপুল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইল, দেখিল, রবার্ট কার্টার অদূরে দাঁড়াইয়া বিহ্বল নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া আছে। আমেলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "বব, তুমি তাড়াতাড়ি প্যাট্রিক পরিবারের সহিত তোমার কায শেষ করিয়া লও, আমরা অবিলম্বে নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব। মিঃ ব্লেক আর তোমাকে গ্রেপ্তার করিবেন না; তিনি তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু নিউইয়র্কের পুলিশ তোমাকে এত সহজে ছাড়িবে না। পুলিশের ফৌজ কখন তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। নিউইয়র্কেও তুমি নিরাপদ নহ।"

অনন্তর আমেলিয়া তাহার জাহাজের কাপ্তেন ভঘানকে যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া টলিতে টলিতে স্খলিত পদে তাহার কেবিনে প্রবেশ করিল, এবং একখানি সোফায় পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুর প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। আজ সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেক তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কি ভাবে আত্মবঞ্চনা করিয়াছেন; মিঃ ব্লেকের ক্রোধ সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত, তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণ সে অবিচলিত হৃদয়ে উপেক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব দয়ায় সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল; সে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া—বলে, তুমি দেবতা, আমি

তোমার দাসী হইবারও যোগ্য নহি।"—কিন্তু তিনি তাহাকে একটা কথা বলিবারও অবসর দিলেন না।

* * * * *

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দশ বার দিন পরে 'কেনেডিয়ান নরদার্ণ ডায়মণ্ড মাইন' কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ ডিক্সন তাঁহাদের আফিসে মিঃ ব্লেকের একখানি পত্র পাইলেন। মিঃ ডিক্সন এপর্য্যন্ত ডিলনের হত্যাকারীর কোন সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; হয় ত পত্রে কোন সুসংবাদ আছে মনে করিয়া মিঃ ডিক্সন আশ্বস্ত হৃদয়ে তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিলেন; পত্র খানি এইরূপ :—

"প্রিয় মিঃ ডিক্সন, এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, যে রাত্রে মিঃ কর্ণেলিয়স্ ডিলনের মৃত্যু হয়—সেই রাত্রে যে আগন্তুকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাকে তাঁহার হত্যাকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি সেই ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি, এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, মিঃ ডিলনের হত্যার অভিসন্ধি আদৌ তাহার ছিল না। মিঃ ডিলনের মৃত্যুর জন্য তাহাকে দায়ী করা অসম্ভব; কারণ এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় সে আপনার বা আমার মতই নির্দ্দোষ। এ অবস্থায় আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে অসমর্থ। আমি তাহার সকল কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ পাইয়াছি; সুতরাং আপনাদের নিকট আমার পাথেয় ও পারিশ্রমিক বাবদ পনের হাজার পাউণ্ডের দাবি ত্যাগ করিলাম।

"আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর টমাস্‌কে জানাইয়াছি, আমি এই মামলার তদন্ত-ভার পরিত্যাগ করিয়াছি; তাহার উত্তরে তিনি আমাকে জানাইয়াছেন, বাম কর্ণমূলে ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট যুবকের বিরুদ্ধে তিনি 'হুলিয়া' বাহির করিয়াছেন, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করিতেছেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইবে।

"আমাদের দেশের রাজবিধানের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে ; কিন্তু আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবার আগ্রহ নাই ; এই জন্যই আমি আপনাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

"আমি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে আরোপিত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল 'নোট' লিখিয়াছিলাম, তাহা নষ্ট করিয়াছি।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ডিক্সন এই পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলেন, তাহার পর বিরক্তিভরে তাহা সবেগে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, সকল চেষ্টাই বৃথা হইল! মিঃ ব্লেক যখন হা'ল ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন আর কাহারও সাধ্য নাই যে, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে।"

মিঃ ব্লেক অপরাধীকে হাতে পাইয়াও কিজন্য ছাড়িয়া দিলেন, স্মিথ তাহা কতকটা বুঝিলেও মিঃ ব্লেকের মনট্রিলস্থ এজেণ্ট ফিলিপ্‌স্ তাহা বুঝিতে পারে নাই ; সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই দুর্ব্বোধ্য রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ, সে যখন শুনিল প্যাট্রিকের বিধবা পত্নী প্রচুর অর্থ-বিনিময়ে মিঃ ডিলনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দাবি ছাড়িয়া দিয়াছে,—তখন ব্যাপারটা তাহার আরও জটিল বলিয়া মনে হইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক এ সংবাদে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না ; তবে তিনি যাহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন—তাহা কাহারও মনে স্থান পায় নাই।—এই ঘটনার বহুদিন পরেও কত নিদ্রাহীন স্তব্ধ রজনীতে তাঁহার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে—"এই যুবক সত্যই কি তাহার সহোদর?"

যাহাহউক, নিউইয়র্কের পুলিশ পরদিন প্রভাতে সংবাদ পাইল, মিঃ ব্লেক ফ্লোর-ডি-লিজ্ হইতে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে পারেন নাই! তখন পুলিশের ফৌজ দল বাঁধিয়া ফ্লোর-ডি-লিজে থানাতল্লাসী করিতে চলিল, কিন্তু সেই জাহাজের কোন সন্ধান পাইল না। আমেলিয়া তাহার বিপন্ন ভ্রাতাকে

আইনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় লুকাইয়া রাখিল তাহা কেহই জানিতে পারিল না; আমেলিয়া তাহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য যে গুপ্তস্থানে লইয়া গেল, তাহা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সকল দেশের গবর্ণমেণ্টরই আয়ত্তের বাহিরে অবস্থিত। সে কোন্ স্থান, ও সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণের পর আমেলিয়া কিরূপ লোমহর্ষণ, অসাধারণ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং কিরূপে তাহার বহু দিনের দুরূহ সঙ্কল্প সাধন করিয়া, সমগ্র সভ্য জগতে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাস—

"রূপসীর অজ্ঞাতবাস"

পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।

Lib Gen
RK College
of R.P.
Gupta through
purchase
Rs. 75/-

বিশেষ দ্রষ্টব্য.

—o—

রহস্য-লহরীর ৩৭ সংখ্যক উপন্যাস

"রূপসীর অজ্ঞাতবাস"

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জর্ম্মানী, গ্রীস, রুষিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, মার্কিন যুক্ত সাম্রাজ্য, চীন, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর চারিখণ্ডের বহুদেশের অপরাধী ফেরারী আসামীদের লইয়া আমেলিয়ার নূতন উপনিবেশ স্থাপনের অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিস্ময়াবহ কাহিনী। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশের সহিত মিঃ ব্লেকের মন্ত্রণা ও রূপসীর বিরুদ্ধে অভিযান। প্রতি পরিচ্ছেদে নব নব লোমহর্ষণ ঘটনার অবতারণা; প্রতি পৃষ্ঠায় বিস্ময়ের জটিল প্রবাহ! রূপসী আমেলিয়ার চরিত্রের নূতন রহস্য।

'রূপসীর অজ্ঞাতবাস'—'রূপসীর নব-রঙ্গে'র

অতীব চিত্তাকর্ষক ও রসমাধুর্য্যপূর্ণ উপসংহার।

(যন্ত্রস্থ)

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

INDUSTRIA
& REVIVA

৫৯১.৪৪-৬১১.৪"১৮"
রহস্য
কৃ.নং (OR)